

5

23938



The Ramakrishna Mission



SANSKRIT LANGUAGE AND LITERATURE

by

ÍŚVARA CHANDRA VIDYÁSÁGARA.

FOURTH EDITION.

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য
শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত।

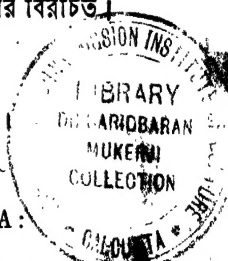
চতুর্থ সংস্করণ।

CALCUTTA:

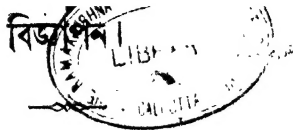
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 3, MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

1879.







এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতা বীটন সোসাইটি
মাধ্যক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব
মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি,
তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহো-
দয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ
করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমা-
জের হাম্পদীভূত হইয়া থাকে ; এজন্য, আমি উক্ত ডাক্তর
মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব
করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, আমাকে
বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে,
আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব
বেরূপ সকলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যিক, কোনও রূপেই
সেটি হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত
সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ
করা হইয়াছে। বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময়,
প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে ; সেই সময়ের মধ্যে
বাহ্যতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া,
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

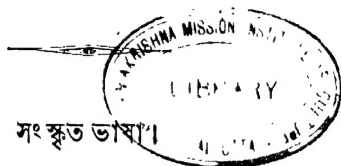
এক্ষণে, এরূপ অসম্যক সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক ; তদ্ব্যতিরিক্ত, অস্ত্রান্ত্র লোকেও, এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব । কিন্তু, নিম্নস্ত অনবকাশ বশতঃ, এ পর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই ; এবং কিছু কালও যে সম্যক রূপে তাদৃশ প্রস্তাব সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই ; এজ্জ, আপাততঃ, এই প্রস্তাব বখাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল ।

ত্রিঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ ।

১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩ ।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র ।



সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা । এই অদ্ভুত ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি, ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে । এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না ; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সূচক রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না । অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন ।

সংস্কৃত ভাষায় দুই পদ পরস্পর সম্বিহিত হইলে, পূর্ব, পর, অথবা উভয়, বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয় । যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে

সন্ধি বলে। সন্ধিপ্ৰক্ৰিয়া দ্বারা ভাবার অশ্রাব্যতাপরীহার ও অশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর, প্রক্রিয়াবিধে দ্বারা অনেক শব্দকে এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রতি দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও অশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুৰূহ, আবৃত্তি মাত্র তত্ত্বাক্যের অর্থ-বোধ নির্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রাপ্ত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও, বিংশতি পদ পর্য্যন্ত একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদ-সাধন, ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কৰ্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সৰ্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে একরূপ অসাধারণ কোশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দযুটিতে যে সকল কোশল প্রদর্শিত
হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ, র,
দ্বয়ই ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

ভূরভিভীরভিভীরৈভূভারৈরভিরেভিরে।

ভেরীরেভিরভ্রাভৈরভীষ্মভিরিভৈরিভাঃ ॥ ১২। ৬৬ ॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই এক মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণে
রচিত।

দাদদো বুদবুদাদী দাদাদো বুদদী দদোঃ।

বুদাদং দদদে বুদে দদাদদ দদোদদঃ ॥ ১২। ১১৪ ॥

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত
কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ

স্কুট পরাগ পরাগ তপঙ্কজম্।

মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোক্যত্

স সুরভি সুরভি সুমনোভরৈঃ ॥ ৬। ২ ॥

শিশুপালবধ।

নসমা নসমা নসমা নসমা

গমমাগ সমীক্য বসন্তনভঃ।

ଭ୍ରମଦ ଭ୍ରମଦ ଭ୍ରମଦ ଭ୍ରମଦ

ଭ୍ରମରଞ୍ଚଳତଃ ଶ୍ଵଳୁ କାମିଜନଃ ॥ ୧ । ୧୬ ॥

ନଳୋଦୟ ।

ଘନଂ ବିଦାର୍ଯ୍ୟାର୍ଜ୍ଜୁନବାଣପୁଂଗଂ

ସଂସାର ବାଣୋଽୟୁଗଲୋଚନସ୍ୟ ।

ଘନଂ ବିଦାର୍ଯ୍ୟାର୍ଜ୍ଜୁନବାଣପୁଂଗଂ

ସଂସାର ବାଣୋଽୟୁଗଲୋଚନସ୍ୟ ॥ ୧୫ । ୫୦ ॥

କିରୀତାଞ୍ଜୁନୀୟ ।

ବଭୌ ମହତ୍ଵାନଂ ବିହତଃ ସମୁଦ୍ରଃ

ବଭୌ ମହତ୍ଵାନଂ ବିହତଃ ସମୁଦ୍ରଃ ।

ବଭୌ ମହତ୍ଵାନଂ ବିହତଃ ସମୁଦ୍ରଃ

ବଭୌ ମହତ୍ଵାନଂ ବିହତଃ ସମୁଦ୍ରଃ ॥ ୧୦ । ୧୧ ॥

ଭଞ୍ଜିକାବ୍ୟ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୁଇ ଶ୍ଳୋକ, ଆଦି ହେତେ ଆରମ୍ଭ କରିଣା
ପାଠ କରିଲେ ଯେରୂପ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ହେତେ ଆରମ୍ଭ କରିଣା
ପାଠ କରିଲେ ଓ ଅବିକଳ ମେରୂପ ହୁଏ ।

ବାହନାଜନି ମାନାସେ ସାରାଜାବନମା ତତଃ ।

ମନ୍ତସାରଗରାଜେଭେ ଭାରୀହାବଜ୍ଜନଧ୍ଵନି ॥ ୧୧ । ୩୩ ॥

ନିଧ୍ଵନଜ୍ଞବହାରୀଭା ଭେଜେ ରାଗରସାନ୍ତମଃ ।

ତତମାନବଜାରାସା ସେନା ମାନିଜନାହବା ॥ ୧୧ । ୩୪ ॥

ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧ ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে
 বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
 কা কা রে ভ ভ রে কা কা
 নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি ॥১৪।২৫॥
 কীরাতার্জুনীয়।

সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, মলিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ; ক্ষুদ্রজনদ্ব্যুৎ
 হৃদ্য মার্গঃ; ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিত্
 প্রাকৃত ব্রূষ বিক্লাবীভবন্তমাत्মানং ন রুণতি। কৃত-
 স্তবাপূৰ্ণোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপস্রবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক তে
 তদ্বৈর্য্যং, কাসাৱিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক
 সা প্রশান্তিঃ, ক তৎ কুলকমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক সা
 সৰ্ব্ববিষয়নিবৃত্ত্যুপেক্ষতা, ক তে গুরূপদেশাঃ, ক তানি
 শ্রুতানি, ক তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক তদুপভোগবিদ্বৈষিত্বং,
 ক সা সুখপরাঙ্কুশতা, কাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক
 সা সংযমিতা, ক সা ভোগানাসুপৰ্য্যক্চিঃ, ক তৎ
 যৌবনানুশাসনম্। সৰ্বথা নিষ্কলা ৷ প্রজ্ঞা, নির্গুণো

धर्मशास्त्राभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, निरुपकारको
गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रवृत्तता, निष्कारणं
ज्ञानम् ; यद्वत् भवादृशा अपि रागाभिषङ्गैः कलुषी-
क्रियन्ते प्रमादैश्चाभिभूयन्ते । कथं करतलान्नलिता-
मपहृतामक्षमालामपि न लक्षयसि ; अहो विगत-
चेतनत्वम् ; अपहृता नामेयम् ; इदमपि तावद्-
पङ्क्तिममाणमनयानार्थ्या निवार्थ्यां हृदयमिति ।

कापश्वरी ।

इति परिसमापिताहारां, निर्वर्त्तितसन्ध्योचिता-
चारां, शिलातले विस्त्रब्धमुपविष्टां निभृतमुपसृत्य,
नातिदूरे समुपविश्य, मुहूर्त्तमिव स्थित्वा चन्द्रापीडः
सविनयमवादीत् भगवति त्वत्प्रसादप्राप्तिप्रोत्साहितेन
कुदहलेनाकुलीक्रियमाणो मानुषतामुलभो लघिमा
बलादनिच्छन्तमपि मां प्रञ्चकर्म्मणि नियोजयति । जन-
यति हि प्रभुप्रसादलवोऽपि प्रागल्भ्यमधौरप्रकृतेः ;
स्वल्पाप्येकदेशावस्थानकालकला परिचयमुत्पादयति ;
अगुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणयमारोपयति । तद्यदि नाति-
खेदकरमिव, ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्यमिच्छामि ।

कापश्वरी ।

वनस्पतीनां सरसां नदीनां

तेजस्विनां कान्तिभृतां दिशाञ्च ।

निर्याय तस्याः स पुरः समन्तात्
 श्रियं दधानां शरदं ददश ॥ २। १ ॥
 तरङ्गसङ्गाञ्चपलैः पलाशैः
 ज्वालाश्रियं सातिशयां दधन्ति ।
 सधूमदीप्ताग्निश्चीनि रेजुः
 ताम्रोत्पलान्याकुलघटपदानि ॥ २। २ ॥
 विम्बागतैस्तीरवनैः ससृङ्घं
 निजां विलोक्यापहृतां पयोभिः ।
 कूलानि सामर्षतयेव तेतुः
 सरोजलक्ष्मीं स्थलपद्महासैः ॥ २। ३ ॥
 निशातुषारैर्नयनाम्बुकल्पैः
 पत्रान्तपर्यागलदच्छविन्दुः ।
 उपाहरोदेव नदत्यतङ्गः
 कुमुद्वतीं तीरतर्दिनादौ ॥ २। ४ ॥
 वनानि तोयानि च नेत्रकल्पैः
 पुष्पैः सरोजैश्च निलीनभङ्गैः ।
 परस्परं विस्मयवन्ति लक्ष्मी-
 मालोकयाश्चक्रिवादरेण ॥ २। ५ ॥
 प्रभातवाताहतिकम्पिताकृतिः
 कुमुद्वतीरेणुपिञ्जकविग्रहम् ।

निरास मङ्गं कुपितेव पद्मिनी
 न माङ्गिनीशं संहतेऽन्यसङ्गमम् ॥ २ । ६ ॥
 दत्तावधानं मधुलेहिणीतौ
 प्रशान्तचेष्टं हरिणं जिघांसुः ।
 आकर्णयन्नुत्सुकहंसनादान्
 लब्धे समाधिं न दधे ऋगावित् ॥ २ । ७ ॥
 गिरेर्नितम्बे मरुता विभिन्नं
 तोयावशेषेण हिमाभमभ्रम् ।
 सरिन्मखाभ्युच्चयमादधानं
 शैलाधिपस्थानुचकार लक्ष्मीम् ॥ २ । ८ ॥
 गर्जन् हरिः सान्नासि शैलकुष्ठे
 प्रतिध्वनीनात्मकतान् निशम्य
 क्रमं बबन्ध क्रमितुं सकोपः
 प्रतर्कयन्नन्यष्टगेन्द्रनादान् ॥ २ । ९ ॥
 अट्टक्षताम्नांसि नवोत्पलानि
 रतानि चाश्रोषत षट्पदानाम् ।
 आग्रायि वान् गन्धवहः सुगन्ध-
 स्तेनारविन्दव्यतिषङ्गवांश्च ॥ २ । १० ॥
 लतानुपातं कुसुमान्यगृह्णात्
 स नद्यवस्कान्दमुपास्युश्च ।

कुङ्कुमाञ्जलिशिलोपवेशं
 काकुत्स्थ ईषत् सयमान आसु ॥ २ । ११ ॥
 तिग्मांशुरग्निश्चकुरितान्यदूरात्
 प्राञ्चि प्रभाते सलिलान्यपश्यत् ।
 गभस्तिधाराभिरिव द्रुतानि
 तेजांसि भानोर्भुवि सम्मृतानि ॥ २ । १२ ॥
 दिग्ब्यापिनीर्लोचनलोभनीया
 ऋजान्वयाः स्नेहमिव खवन्तीः ।
 ऋज्वायताः शस्यविशेषपङ्क्ती-
 स्तुतोष पश्यन् विदृणान्तरालाः ॥ २ । १३ ॥
 वियोगदुःखानुभवानभिज्ञैः
 काले नृपांशं विहितं ददद्भिः ।
 आहार्य्यशोभारहितैरमायै-
 रैक्षिष्ट पुम्भिः प्रचितान् स गोष्ठान् ॥ २ । १४ ॥
 स्त्रीभूषणं चेष्टितमप्रगल्भं
 चारूण्ययक्राण्यपि वीक्षितानि ।
 ऋजूंश्च विश्वासकृतः स्वभावान्
 गोपाङ्गनानां मुमुदे विलोक्य ॥ २ । १५ ॥
 विदत्तपाश्वं रुचिराङ्गहारं
 समुद्वहन्नाह्नितम्बविम्बम् ।

आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं
 गोपाङ्गनाट्यमनन्दयत्तम् ॥ २ । १६ ॥
 विचित्रमुच्चैः स्रवमानमारात्
 कुदहलं तस्त्रु ततान तस्य ।
 मेघात्ययोपात्तवनोपशोभम्
 कदम्बकं वातमजं ऋगाणाम् ॥ २ । १७ ॥
 सितारविन्दप्रचयेषु लीनाः
 संसक्तफेनेषु च सैकतेषु ।
 कुन्दावदाताः कलहंसमालाः
 प्रतीयिरे श्रोत्रमुखैर्निनादैः ॥ २ । १८ ॥
 न तज्जलं यन्त्र सुचारुपङ्कजम्
 न पङ्कजं यदलीनषट्पदम् ।
 न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं
 न गुञ्चितं तन्त्र जहार यन्मनः ॥ २ । १९ ॥

उत्तिकादा ।

अथाङ्गरात्रे स्तिमितप्रदीपे
 शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः ।
 कुशः प्रवासस्थकलत्रवेशा-
 सहृष्टपूर्वां वनितामपश्यत् ॥ १६ । ४ ॥

सा साधुसाधारणपार्थिवर्द्धः
 स्थित्वा पुरस्तात् पुरुहूतभूसः ।
 जेतुः परेषां जयशब्दपूर्वम्
 तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ १६ । ५ ॥
 अथानपोढागलमप्यगारं
 छायाभिवादशतलं प्रविष्टाम् ।
 सविस्त्रयो दाशरथेस्तनूजः
 प्रोवाच पूर्वार्द्धविद्वष्टतल्पः ॥ १६ । ६ ॥
 लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे
 योगप्रभावो नच दृश्यते ते ।
 विभिर्धि चाकारमनिर्दृष्टानां
 दृष्टानालिनी हैममिवोपरागम् ॥ १६ । ७ ॥
 का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा
 किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
 आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां
 मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ १६ । ८ ॥
 तमब्रवीत् सा गुरुणानवद्या
 या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन ।
 तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां
 जानीहि राजन्मधिदेवतां माम् ॥ १६ । ९ ॥

वस्त्रौकसारामभिभूय साहं
सौराज्यबद्धोत्पवया विभूत्या ।
समग्रशक्तौ त्वयि सूर्यवंशे

१ सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम् ॥ १६ । १० ॥

विशीर्णतल्पादृशतो निवेशः
पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे ।

विदम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्यं

दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेघम् ॥ १६ । ११ ॥

निशासु भास्वत्कलनूपुराणां

यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणाम् ।

नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः

स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ १६ । १२ ॥

आस्फालितं यत् प्रमदाकराग्रै-

र्द्धदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् ।

वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः

शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्घिकाणाम् ॥ १६ । १३ ॥

दृक्षेयया यष्टिनिवासभङ्गात्

सृद्धशब्दापगमादलास्याः ।

प्राप्ता दवोल्काहतशेषवर्हाः

क्रीडामयूरा वनवर्हिणत्वम् ॥ १६ । १४ ॥

सोपानमार्गेषु च येषु रामा
 निक्षिप्तवत्यश्वरणान् सरागान् ।
 सद्यो हतन्यङ्कुभिरस्त्रदिग्धं
 व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १६ । १५ ॥
 चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः
 करेणुभिर्दत्तसृणालभङ्गाः ।
 नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुम्भाः
 संरम्भसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥ १६ । १६ ॥
 स्तम्भेषु योषि त्प्रतियातनानाम्
 उक्त्वा न्तवर्णक्रमधूसराणाम् ।
 स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गात्
 निर्मोकपद्मः फणिभिर्विमुक्ताः ॥ १६ । १७ ॥
 कालान्तरश्चामसुधेषु नक्त-
 मितस्ततो रुद्धदण्डाङ्कुरेषु ।
 त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि
 हर्म्येषु सूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥ १६ । १८ ॥
 आवर्ज्य शाखाः सदयश्च यासां
 पुष्पाणुप्रपातानि विलासिनीभिः ।
 वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः
 क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १६ । १९ ॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः
 कान्तामुखश्रीविद्युता दिवापि ।
 तिरस्क्रियन्ते क्लमिन्नुजालै-
 र्विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥ १६ । २० ॥
 बलिक्रियावर्जितसैकतानि
 स्नानीयसंसर्गमनाप्रवन्ति ।
 उपान्तवानीरगृह्णाणि दृष्ट्वा
 शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ १६ । २१ ॥
 तदर्हसीमां वसतिं विसृज्य
 मामभ्युपेतुं कुलराजधानीम् ।
 हित्वा तनुं कारणमानुषीं मां
 यथा गुरुस्ते परमात्मवर्त्तिम् ॥ १६ । २२ ॥
 तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः
 प्रत्यग्रहीत् प्राग्रहरो रघूणाम् ।
 पूरय्यभिव्यक्तमुखप्रसादा
 शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ १६ । २३ ॥

३३५९७१

सुकुमारमहो लघीयसां
 हृदयं तन्नतमप्रियं यतः ।

सहसैव समुद्भिरन्त्यमी
 क्षपयन्त्येव हि तन्मानीषिणः ॥ १६ । २१ ॥
 उपकारपरः स्वभावतः
 सततं सर्वजनस्य सज्जनः ।
 असतामनिशं तथाप्यहो
 गुरुहृद्रोगकरी तदुच्यतिः ॥ १६ । २२ ॥
 परितप्यत एव नोत्तमः
 परितप्तोऽप्यपरः सुसंहतिः ।
 परवृद्धिभिराहितव्यथः
 स्फुटनिर्भिन्नदुराग्रयोऽधमः ॥ १६ । २३ ॥
 अनिराकृततापसम्पदं
 फलहीनां सुमनोभिरुष्णिताम् ।
 खलतां खलतामिवासतीं
 प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥ १६ । २४ ॥
 प्रतिवाचमदत्त केशवः
 शपमानाय न चेदिभूभुजे ।
 अनुहृङ्गुरते धनध्वनिं
 नहि गोमायुरतानि केशरी ॥ १६ । २५ ॥
 जितरोषरया महाधियः
 सपदि क्रोधजितो लघुर्जनः ।

विजितेन जितस्य दुर्मते-
 र्मतिमङ्गिः सह का विरोधिता ॥ १६ । २६ ॥
 वचनैरसतां महीयसो
 न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः ।
 किमपैति रजोभिरोर्वरै-
 रवकीर्णस्य मणेर्यमार्घता ॥ १६ । २७ ॥
 परितोषयिता न कश्चन
 स्वगतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः ।
 परदोषकथाभिरल्पकः
 स्वजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ १६ । २८ ॥
 सहजान्धदृशः स्वदुर्णये
 परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः ।
 स्वगुणोज्ज्वगिरो मुनिव्रताः
 परवर्णग्रहणेष्वसाधवः ॥ १६ । २९ ॥
 प्रकटान्यपि नैपुणं महत्
 परवाच्यानि चिराय गोपितम् ।
 विवरीतमथात्मनो गुणान्
 भ्रष्टमाकौशलमार्थचेतसाम् ॥ १६ । ३० ॥
 किमिवाखिललोककीर्तितं
 कथयत्यात्मगुणं महामनाः ।

वदिता न लघीयसोमेरः

स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम् ॥ १६। ३१ ॥

শিশুপালবধ ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা कहिया থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা, আদিকাল মবধি, ঐ দেবভাষার কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন ; তদনুসারে সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতরা, শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে, নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা ই; সংস্কৃতভাষী লোকেরা পৃথিবীর অন্য প্রদেশে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। ই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত আছে, অতি পূর্ব কালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা, সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জার্মানি ভূতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবস্থিতিকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ এক জাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, মক, জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং, এক ভাষাই, ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-

বর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে ল্যাটিন, জার্মানিতে জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে, বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা একরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলে উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি একরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে এ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও বিশদ রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; এ নিমিত্ত, ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল।

সাহিত্যশাস্ত্র।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তাঁহার এই দুই বিভাগের মধ্যেই, সমুদয় সাহিত্যশাস্ত্র সমাধি-শিত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা

কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এ উভয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূ বলে। চম্পূ কাব্যের বিভাগ নাই।

মহাকাব্য।

কোনও দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসঙ্গ-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের ভ্রাতৃস্ব লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সঙ্কটভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক ঐ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে ঐ, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। ঐ সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত, এমন নহে। এক কাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত হিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি দীর্ঘ নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে।

মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নাম অনুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দেশ হয়।

রঘুবংশ।

সংস্কৃত ভাষায় বর্তমান মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্বোৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অতুল সুন্দর কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহার কাব্যের স্বার্থরূপ রস স্বাদে অধিকারী, সেই সুন্দর মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অতুল্য সন্তোষ।

মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আত্মোপাস্ত স্বভাবোক্তি
 মলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানু-
 যায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর
 দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই
 মনোহারিণী; বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমা
 বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। তিনি এরূপ সজ্জেকপে,
 এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন
 পাঠক মাত্রেই, অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র, উপমান ও
 পমেয়ের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত
 রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার
 রচনার সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা
 তাঁহার পরে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি
 কবি-অন্তঃকার, কাহারই রচনা, তাঁহার রচনার তুল্য,
 মনোহারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল,
 সরল ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরি-
 হাস শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ
 কালে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার
 মনের মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে,
 বা তাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্তও
 করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ
 ভাষা এ উভয়ের একত্র সম্মিলন অতি বিরল। এই
 স্তই, কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত

গৌরব ; এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই, প্রসন্নরাঘবকর্তা জয়দেব, স্থায়ী নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অজ্ঞাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে ।

কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমান শূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

মন্দঃ কবিশয়ঃ প্রার্থী গমিস্থাম্যদহাস্যতাম্ ।

দাশ্যুলম্মৈ ফলৈ মোহাদুহাস্তরিব বামনঃ ॥ ১ ১' ২ ॥

যেমন বামন, উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের গ্রহণাভিলাষে, বা প্রসারিত করিয়া, উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আদি কবিকীর্তীলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব ।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিখ্যাত নামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ; স্মৃতরাষ্ট্র উনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত ষাটতীয় কাব্যেই সে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে । রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ।

এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় হামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, দশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বদুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রতদেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই মসজব যে সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে মাত্র সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কুমারসম্ভব ।

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের মূল বৃত্তান্ত এই ; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদীপ্ত অম্বর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্ভিত ও উজ্জ্বল হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা, দুর্দশায় পতিত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে

এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্শ্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্বেগী হইয়া হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভি-
ব্যাহারে সমরমাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্ভৃত তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত স্মৃচাক রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া, অনেকেই অগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর গৌরীর বিহার বর্ণনা আছে; তাহাও, সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ত্রায়, বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীষটিত অশ্লীল

বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হরগোবিন্দকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলংকারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগোবিন্দবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত মনুচিত ও অত্যন্ত দুষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকের বাঁল্যলীলা, মৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাস্বরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাস্বরের নিপাত, এই মস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম, ইহা তিন সর্গের দোষে, ইহারও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুস্তকার কালিদাসের রম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, কুস্তকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুস্তকার, পাঠ করিয়া, সম্মুখবর্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। হাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই এমন কাঁচা হইছে; এবং সেই নিমিত্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে ইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুস্তকার দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং শেষে প্রয়াসে •

প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন ; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল । এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে ।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না । বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অত্ৰবিধ এক শেষ ভাগ আছে । এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন । উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মিতে পারে না ।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের বৈরূপ একা আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ একা দেখিতে পাওয়া যায় (১) । যদি শিবপুরাণকে বেদ

(১) তদিচ্ছামি বিমো স্ত্রুং স্তনান্যং তস্য শালয়ে ।

কল্মষস্তচ্ছিদং ঘন্যং মনস্যেব সমুজ্জবঃ ॥

যমোঃপি বিলিখন্ মুমি দৃষ্টেনাস্মিতত্বিষা ॥

বিষব্রহ্মোঃপি সংবর্ধয় স্ত্রুয়ং জ্ঞেতুমসাম্মতম্ ॥

শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায় ।

কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ ।

সবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব
 অপেক্ষা প্রাচীন, এম্ভ বালিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা
 হলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস
 শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন,
 বৎ মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক, অবিকল উদ্ধৃত করিয়া,
 আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস,
 লৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে
 তদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও
 কালে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট
 হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অত্যা
 ত্মের রচনার সহিত, সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ
 সাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোনও
 শ্লোকের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য
 স্থিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমার-
 সম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়
 আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বালিয়া প্রসিদ্ধ।
 কিন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন,
 এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে
 কল্পিত হইয়াছে, যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত
 লিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। ঐহাদের
 সংস্কৃত রচনার ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি
 আছে, তাহার, নিরপেক্ষ হইয়া, বিষ্ণুপুত্ৰাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-

পুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। দাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদয়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্বে রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকে ঐক্য আছে (২)। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় হইতে পারে না।

(২) আক্কাশমম্বা মরস্বতী ।

মক্ষরী হৃদয়োদবিল্বলাং

মথমা বৃষ্টিবিধানকক্ষয়ত্ ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ভূটকলাসনিবাসী রাজকুমারচর্য্য

ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা

কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ ।

কিরাতার্জুণীয় ।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যে উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে কাব্যে কিরাতার্জুণীয়ের নির্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুর্বল কালিদাসের রচনার ত্রায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে পক্ষ বোধ হয়, কিরাতার্জুণীয়কর্তা ভারবি কালিদাসের পর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু কাল পূর্বে রচিত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জুণীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে সন্নিবসিত হইলেন। এক দিবস, ব্যানদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে, তোমাদের নষ্ট রাজ্যের নবদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; অতএব, অর্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে, অর্জুন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ, দীর্ঘ আরাধনার তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মুক নামে এক দুর্বল দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে, ব্রহ্মা, কিরাতরাজের আকার পবিগ্রহ করিয়া, অর্জুনের

আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জুন, বরাহরূপী দানবের প্রাণ-
দণ্ডের নিমিত্ত, শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন
সময়ে, কিরাতরাজ, এক শর নিক্ষেপ করিয়া, বরাহের
প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত
অর্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে, অর্জু-
নের অসাধারণ বল বীর্য্য দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও
প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্বেদ শিক্ষা
করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে, অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায়
অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা নূন ;
কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন,
তাঁহার কোনও সংশয় নাই। কোন মহাদয় ব্যক্তি,
এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, বষ্ঠ, একা-
দশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া, সাতিশয় প্রীত ও
চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির
সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জুনের অষ্টাদশ সর্গে
বিভক্ত।

শিশুপালবধ ।

কাব্যকর্তা মাঘনামা কবি স্বপ্নেন্দ্রের শেষে লিখিয়াছেন,

— — — কুবেরিকীর্তিঃ দুরাশায়াতঃ :

কাল্য অধন্য মিয়দালনঘামিধানম্ ॥

মাঘ, কবিকীর্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, এই শিশুপাল-
ধনামক কাব্য রচনা করিলেন ।

মাঘ, অতিপ্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশু-
পালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য । এই মহাকাব্যের স্থূল
তাস্ত এই ; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া,
পরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন । যিনি সর্বাংশে সর্ব-
শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ্য পাইয়া থাকেন । যুধিষ্ঠির,
রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশ অনুসারে, কৃষ্ণকে
সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্ঘ্য দান করেন । কৃষ্ণের
পিতৃষ্মপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন ।
তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে, অসূয়াপর-
শ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীর
রপতিগণ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করি-
লেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠা-
লেন । অনন্তর, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত
হইল, এবং সেই সংগ্রামে কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণ সংহার
করিলেন ।

শিশুপালবধ কিরাতার্জুণীয়ের প্রতিক্রম স্বরূপ। মাঘ, কিরাতার্জুণীয়েকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জুণী রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধের রচনাকালে, আদ্যোপান্ত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জুণীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জুণীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রোণদী, এই তিন জনের রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জুণীয়ে, ভগ্নাত্মা নিমিত্ত, অর্জুনের হিমালয় পর্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্বতে অবস্থান। কিরাতার্জুণীয়ে, হিমালয় পর্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক সকলের অধিক অংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জুণীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জুণীয়ে, কিরাতরাজ, অর্জুনের উত্তেজনার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট

ত প্রেরণ করেন ; শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের
 হর্সনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর
 ভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও
 গ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জুনীর পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধ-
 নি ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক ;
 শিশুপালবধেরও ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একা-
 ক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জুনীরে,
 প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্যশব্দের
 যোগ আছে ; শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ
 শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও
 ল ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরা-
 তার্জুনীরেও ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে।
 তাৎ, অভিনিবেশ পূর্বক, উভয় কাব্য আত্মস্তু পাঠ
 করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জুনীর
 দর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের
 কাণ্ডপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ
 নও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জুনীর শিশু-
 পালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার
 নয় নাই।

নাথ অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়া-
 লেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ত্রায়,
 দয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ

সংস্কৃত ভাষার সৰ্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সম্ভেদ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভাল বাসিতেন, যে শেষ অংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, কাষ হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের, সেই শব্দটি ভিন্ন, আর কোনও অংশেই কোনও চমৎকারিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গান্ধীৰ্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবিন্যাসের পরিপক্ব নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মার্ঘ্যেরও প্রধান দোষ। তিনি বিংশতিসর্গাত্মক কাব্যের নয় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, ইন্দ্রও প্রস্থান কালে, প্রথম দিন রৈবতক পৰ্ব্বতে অবস্থান করে এই উপলক্ষে, মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শির্ষ সন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে ও বিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাপান ও বিহ একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে মৈত্রপ্রয়াণ; এইরূপ এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ,

সুত বর্ণনাতে, স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির
 রা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা
 মন অতিবিস্তৃত, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক; প্রকৃত বিষয়
 শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে
 পোয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও,
 ব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমে অসংলগ্ন হয় না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও, যে এক
 ছাৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত-
 ণীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া
 নির্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমে অঙ্গীকার
 করিতে পারা যায় না। সম্যক সহৃদয়তা সহকারে পর্য্য-
 ঞ্চনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হই-
 য়ে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কীরাতার্জু-
 ন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

(২) ভূপমা কালিদাসস্য ভারবের্থগৌরবম্।

নৈষধে পদলালিত্বং মাঘে সন্নি তয়ো গুণাঃ ॥

যু জাতী নগরেষু কাঙ্ক্ষী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষণ্ণাঃ।

যু নগ্না নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ ॥

নৈষধচরিত ।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধন করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া ছিলেন ; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল । শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই ; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না । তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপাধ্যায় অত্যাঙ্কিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্য্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ব যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যাৎকট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথবা পূর্বোক্তাঙ্কিত মহাকাব্যচতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না ।

শ্রীহর্ষের অত্যাঙ্কি এমন উৎকট, যে তদ্বারা, তদীকাকার্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া, বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে । তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, “নলরাজা যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয় । উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয়া আছে”(৪) । নল রাজা যখন, অশ্বরোহণ করিয়া, বন্যস্তব

(৪) যদস্য যান্নাস্ত বলৌক্যতং বজঃ স্ত্যুরমোদাদানলধুমমঙ্গিম ।

তদেব গতা দতিতং স্ত্যদান্দুধৌ দধাতি মল্লীমবদঙ্কতাং বিধী
প্রথমসর্গ ।

মভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ দীর্ঘ অশ্বের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “আমাদিগের লেবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক ; অতএব যুদ্ধেও স্থল হউক ; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্র জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি ধাপিত করিতেছে” (৫)। নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট নায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া, কোন চন্দ্র ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাণিতপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাণ সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক লে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাণসবাহুল্য না, নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া, সাতিশয়। কার্কশ্যই ঘটয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, শেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যাতিপ্রিয় ও অনুপ্রাণিত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য (৬)। বাহা

। যাতুমম্মাকমিয়ং কিত্যতদং ঘরং তদম্মোঘিরপি স্থলায়তাম্ ।
। তীব বাহুর্নিজবগদর্পিতৈঃ পযোধিরোধনমম্মতং রজঃ ॥

প্রথমসর্গ। ৩২ শ্লোক।

৫) তদিতৈ নৈষধে কাত্যক্স মাঘঃ কুব মারধিঃ ।

হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যাৎকষ্ট অংশ আছে। অত্র অত্র অংশ পাঠ করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যাৎকষ্ট অংশ পাঠ করিয়া, সেইরূপ প্রীতি ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নল রাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকবহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত রচনা করিয়া, স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মন্মট ভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মন্মট ভট্ট, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিরাছিলেন, বাপু হে ! যদি তুমি কিছু পূর্বে তোমার এমনি খানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাভ হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে তোমার নৈষধচরিত পাইলে আমার এত পরিশ্রম করিতে হইত না ; এক গ্রন্থ হইলে সমুদয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

ভট্টিকাব্য ।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । এই মহাকাব্যে দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত । ঐশ্বরকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দেশ করেন নাই । প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়দল কছেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত । ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপনাদের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে তর্ভুহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তর্ভুরি ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই, ভরতমল্লিকের মতান্তর জন্মিয়াছিল । ঐশ্বরকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে লিখিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম । যদি ভরতমল্লিক এই কাব্য দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না । যেক্রপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে তর্ভুহরি

(৩) কাব্যমিদং বিস্তুতং ময়া বল্লভ্যং

স্বীধরসেননরেন্দ্রমালিতাম্ ।

কীর্তীরতী মনতান্মৃদস্য তস্য

অমকরঃ স্থিতিযো যতঃ প্রজ্ঞানাম্ ॥

স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্বারা গ্রন্থকর্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদিও তিনি ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনার মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের নর প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

রাঘবপাণ্ডবীয় ।

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র । ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য ।
 অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে
 ঈর্ষিরপ্রভৃতি পক্ষ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত বর্ণন লক্ষিত হয় । এই
 এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডব,
 গের বৃত্তান্ত বর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ
 তা প্রদর্শন করিয়াছেন । রাঘবপাণ্ডবীর উপক্রমণিকা
 শে ঐন্দুকর্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দিষ্ট
 ছে । কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে ।
 াধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এ নিমিত্ত, ঐন্দু-
 আপন ঐন্দ্রে উপাধিরই নির্দেশ করিয়াছেন । কবি
 প উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্ব-
 প্রাপ্ত হন নাই । ইনি কবিত্ব বিষয়ে, পূর্কনির্দিষ্ট
 দিগের অপেক্ষা, অনেক অংশে নূন । এই কাব্য
 দশ সর্গে বিভক্ত । পূর্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্বত্র
 লিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরল-
 ার ; এত বিরলপ্রচার, যে অনেকে ইহার নামও অব-
 নহেন । কবিরাজ স্বাশ্বে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি
 দেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোৎ-
 হিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন । কামদেব জয়ন্তী-
 ার রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপারী

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিহর। আদিহরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে।

গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিতপদবিছ্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদ গুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেবের রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুবায়িনী হইত, তাহা হইতে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রাধান্য কবি হইতে অনেক ন্যূন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনি সর্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আত্মোপাস্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে

ন আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমা-
 আছে। অনেকানেক কলাবতেরা ভাষাসঙ্গীতের
 ; গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে
 ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব
 নন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, বৈষ্ণবদিগের
 । দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের
 করা স্ফদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে গীতগোবি-
 : “দেহি পদপল্লবমুদারম্” এই অংশটি কৃষ্ণ জয়-
 ার আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার
 ভঞ্জনের নিমিত্ত, যখন কৃষ্ণ অনুন্নয় করিতেছেন, সেই
 : “মম শিরসি মন্ডলং দেহি পদপল্লবমুদারম্,” এই
 ্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে
 তেছেন) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে
 ণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব “মন্ডলং” পর্য্যন্ত
 ধিয়া, এই ভাবিয়া, “দেহি পদপল্লবমুদারম্” এই
 শ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর
 কে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে,
 মংশ লিখিতে কোনও ক্রমে সাহস না হওয়াতে, সে
 । লেখা রহিত করিয়া, তিনি স্নানে গমন করিলেন।
 কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের আয় বর্ণিত
 ন, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নছেন ; বরং তাঁহার

প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে
 প্রসন্নই হইলেন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরি-
 তোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতা-
 করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনো-
 কিক্ষিৎ পূর্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যা-
 গত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন।
 জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত
 করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহা-
 করিলেন এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত
 করিয়া, “দৈহি মদমল্লবমুদারম্” এই অংশ স্বহস্তে
 লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া
 তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্ৰাবশিষ্ট প্রসাদ
 পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান
 করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্ম-
 বতী প্রতিদিন পাত্ৰাবশিষ্ট প্রসাদ পাইরা থাকেন, প্রাণ-
 স্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্বে জলগ্রহণ করেন না।
 সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎক-
 হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্বাগর সমস্ত ব্যা-
 বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া
 পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, “দৈহি মদমল্লবমুদারম্”
 এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন
 ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত
হ, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে
পরোনাস্তি ভাগ্যবান ও প্রভুর অসাধারণ রূপাপাত্র
করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পৃথিবীর
বাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিলু গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল (৮)। বীরভূমির
দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি
যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিলু নামে
দিশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়-
র স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের
হইয়া থাকে। জয়দেব কোন সময়ে প্রাতুভূত
ছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

খণ্ডকাব্য।

মানও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য,
ক্লারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য
নব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ
প্রাকান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের
সর্ববন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য

(৮) বর্ণিত জয়দেবকেন্দ্র হরিদং প্রবৃত্তেন।

কেন্দুবিলুসমুদ্রসন্মবহোহিযীরময়ন ॥

সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক
নহে।

মেঘদূত।

সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে
সর্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য
কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে ; কিন্তু
ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের
আলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক বক্ষ, অত্যন্ত ত্রৈলোক্যবশতঃ, আপন
কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে
তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে
হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া,
স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয়
দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট
সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধ
সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং
রামগিরি হইতে আপন আশ্রয় অর্য্যস্তু পথ নির্দেশ করিয়া
দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘ
দূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, গর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, ক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির গন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্ব-ক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে দি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের আত্ম কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুর্বল।

ঋতুসংহার ।

কালিদাসপ্রণীত এই ঋতুকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান লক্ষ্য, ঋতুসংহার আত্মোপাস্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। ঋতু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে ঋতুকাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘু-শ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমো-নী এই সকল সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের

প্রণীত বলিয়া অস্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতু সংহার রঘুবংশ প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অংশে নূ্যন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জিত ও সহৃদয়পদবীজে অধিকৃত হইয়া, অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সে সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতুর অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

নলোদয় ।

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এ কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নল রাজার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায় নলোদয়কে স্থায়ী অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকপরের ৭ খর্ক করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকপর কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্যও ঘটকপর নামে প্রসিদ্ধ। ঘটকপরের, বিশেষ প্রশংসা করা যায়, এমন কোনও

ই। গ্রন্থকর্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, “যে কবি, যমক
খিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘট-
পূর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বীরি বহন করিব”
।। কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য, দর্শনে এক প্রকার স্পষ্ট
হইতেছে, ঘটকপূরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাহার ও
হার কাব্যের নাম ঘটকপূর হইয়াছে। এরূপ কিং-
দন্তী আছে, ঘটকপূরের এই গর্ভিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে,
বপরবশ হইয়া, কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘট-
পূর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক।
। ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস
কপূরের যমকরচনাগর্ভ বিলক্ষণ খর্ব করিয়াছিলেন।

সূর্য্যশতক।

সূর্য্যশতক মঘুরভট্টপ্রণীত। মঘুরভট্ট এক শত শ্লোকে
র্য ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও
করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, মঘুরভট্ট এই
শ্লোকাত্মক সূর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে
হইয়াছিলেন। সূর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও

(১) জীব্য যেন কবিনা যমকৈ: দদেয়।

তস্মৈ বহুযশস্বদকং ঘটকপূরদেয়।

অতিসুন্দর ; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত
হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভূটের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ
কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়াস্তরে প্রয়োজিত হইলে,
তিনি সূর্য্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য
রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

কোষকাব্য।

পরম্পরানিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

অমরশতক।

সংস্কৃত ভাষায় যত কোষকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমর
শতক সর্বোৎকৃষ্ট। এই শতশ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা
অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন
গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হই
য়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ
অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়, অমরশতকের পাঠে
তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমর যে এক জন অতি প্রখ্যাত
কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। অমর অতি
লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে ; কিন্তু যিনি
লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলি
চিত্রস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরশতক আদিসাশ্রিত কাব্য ; কিন্তু এক টীকা-
র, প্রথমতঃ আদিস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে
শাস্ত্রিসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার,
অমরশতকের শাস্ত্রি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া,
বল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে,
এটি শ্লোকেরও শাস্ত্রি পক্ষে সম্যক অর্থসমাবেশ হইয়া
ঠা নাহি।

শাস্ত্রিশতক।

এই শাস্ত্রিসাশ্রিত শতক কাব্য শিহ্লগপ্রণীত। শিহ্লগ
এ কবি ছিলেন ; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ,
হাসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতি-
ন ও বদুচ্ছালাভসম্ভাব প্রভৃতির, স্থায়ী শতকে সং-
র ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। শাস্ত্রিশতকের রচনা উত্তম।
এই পর্য্যালোচনা করিলে, শাস্ত্রিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

তিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক।

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গার
কর সমুদায় শ্লোক আদিসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক

সর্বাংশে শাস্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশত সর্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি ভর্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রমসোদর ভর্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রী ছিলেন এবং পরিশেষে, স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তঁা কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব্য তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আর্য্যাসপ্তশতী।

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্য্য্য ছন্দে রচিত, নিমিত্ত ইহা আর্য্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম গোবর্দ্ধন, এ নিমিত্ত গোবর্দ্ধনসপ্তশতী নামেও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সংকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন (১০)।

(১০) হৃৎকায়োত্তরমময়রচনৈবোচ্চাৰ্য্যগোবর্দ্ধন-

স্বর্দ্ধী কৌয়ি ন বিস্মরতঃ।

গদ্যকাব্য ।

কাদম্বরী ।

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য এত অধিক নাই । যে ক খানি গদ্যএত দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদ-
সর্দশ্রেষ্ঠ । কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি
নি কাব্য মধ্যে পরিগণিত । এই এত বাণভট্টপ্রণীত ।
ভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন ।
শোভে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট
এত তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই ।
যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ । তাহার
সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গান্ধীর্ঘ্য
পূর্ণ । রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ় । রচনার
প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস
রাছেন, তাহার একটিও পরিবর্তন নহে ।

এই এত চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্বরাজ
রথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই
কাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী,
পীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন
তছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও
কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা

বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এ অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শ শূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাত্মক ঘটনায় রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তা অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষী পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকে যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুর্লভ ও নীরা ইহা অদৃশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্য গ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করি বাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়া ছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁ পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কি পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অসাধারণ রচনাশক্তির উত্তরাধিকারী হইলেন নাই। উত্তর ভাগ কোন ক্রমে পূর্ব ভাগের যোগ্য নহে।

দশকুমারচরিত ।

দশকুমারচরিত এক অত্যাশ্চর্য গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু
সাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে,
কাদম্বরীর রচনার স্থায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী
। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে ; কিন্তু বর্ণনা
যে রূপ কোঁড়কবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে।
করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত
প গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক
বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমারচরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া
লিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে।
এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যে রূপে
আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোনও ক্রমে সংলগ্ন
হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয়
বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের
হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের স্থায় অসংলগ্ন।
কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ
তি হয় না। এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও
হার উভয়ই ন্যূনতা প্রতীতাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারের নিমিত্ত, পূর্বপীঠিকা
এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রম-

নিকাতে, দশ সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর জুই কুমারের বৃত্তান্ত সুস্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডী নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর একরূপ বিসংবাদিনী যে উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোনক্রমে প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের বেরূপ এক উপক্রমণিকা আর সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাকথার অবশিষ্ট অংশ। এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাণি দীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা পর্য্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেন্স হেয়েন্ উইলসন্ ঐ পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচিত উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষ উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্তার নাম নহে ইহা তাঁহার উপাধি মাত্র। যাহারা, সংসারাপ্রম পরিত্যজিয়া, সম্যাস ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর, গ্রন্থকর্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা

ও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডী-
 গর নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহার সর্বদা পর্য্যটন
 রন; কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্য্যটনে অশেষ ক্লেশ
 দিয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
 মাদের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস
 রতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা
 রতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে
 স্থানকালে, স্বরচিত পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমর্পণ
 রিয়া যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি
 মাসের রচনা। আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার
 হ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম।
 এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশ-
 কুমারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে,
 তাহারও এক প্রকার কারণ উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু,
 কিংবদন্তী ইহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে
 দশকুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণ-
 ত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত, তিনি দশকুমারচরিতের কথা
 সমাপ্ত ও পূর্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন
 নাই।

বাসবদত্তা।

বাসবদত্তা সুবন্ধু নামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থ সমাপিকাতে, বরকচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১১)। বরকচি বিক্রমাদিত্যের নরেন্দ্রের অন্তর্কর্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পূর্বে সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১২)।

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এ উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, একরূপ রচনা প্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা কোনও সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতু নামক এক রাজকুমার ও বাসবদত্তা নামী এক রাজকুমারীর বৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তার রচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাষোড়শা, সুবন্ধু

(১১) ইতি শ্রীবরকচিভাগিনেয়স্বগ্রন্থসমাপিকা বাসবদত্তা
খ্যায়িকা সমাপ্তা।

(১২) মারসবত্তা নিবৃত্তা নবক্সা বিলম্বন্তি স্বরতি নো কস
মরসীয, কীর্তিযেণ গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥

দত্তা সর্বোৎকর্ষেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে, এই গ্রন্থ
ন কবির রচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের
স্তু যে কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি
ই শ্লোকে কুণিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা
স্তু মনোহর।

চম্পূকাব্য।

মামরা যে কয়েক খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে
য প্রশংসার যোগ্য এক খানিও নাই। কালিদাস ও
উ, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি
কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর,
কোনও প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন,
তাহা অত্যাপি বিজ্ঞমান নাই, নয় এপর্য্যন্ত উদ্ভা-
হয় নাই।

মামরা যে সাত খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে
জবিরচিত অনিৰুদ্ধচরিত সর্বোৎকর্ষ। দেবরাজের
গক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে
দেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয়
গদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত
মায়ণ ও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী নিতান্ত
ই চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত
গরত, ভানুদত্তবিরচিত কুমারভাগবত, রামনাথকৃত

চন্দ্রশেখরচেতাবিলাসচম্পু, এবং রূপগোষ্ঠামিলিবা
আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, এই কয়েক চম্পুকে কাব্য নাট্য
নির্দেশ করিতে পারা যায়, এমন কোনও বিশেষ ণ্ড
দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৃশ্য কাব্য।

মহাকাব্য প্রভৃতির কেবল শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত
উহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্য কাব্য
হয়, শ্রবণ হয় ; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়
কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকে
প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য
দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাট্য
প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটি
প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের
যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে
বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্বপ্রাচীন
ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্য
কাব্যের অত্যাশ্রিত ভেদও সেই সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত
আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্গসম্বন্ধ্যার ন্যূনাধিক
প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন
তাহা এত সামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্য কাব্যের

পতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, ষাবতীয় দৃশ্য কাব্যকে
 ন নাটক নামে নির্দেশ করিলেই গ্রায়াভুগত হইত।
 প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ প্রধান
 স্ত্রীয় সহচরী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত
 স্মৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দেশ
 এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া
 এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতি-
 । স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই
 পরিচ্ছেদ কম্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের
 অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা
 তে পাওয়া যায়। নাটক আত্মোপাস্ত গদ্যে রচিত,
 মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত
 ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষা-
 বে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত,
 প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃতভাষী; স্ত্রী, বালক,
 প্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের
 ংশ। আলঙ্কারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ
 বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়া-
 স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃত-
 । অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার
 নাই। সংস্কৃত ভাষার আদিরস, বীররস ও
 প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটক অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অঙ্গরাদিগের নাট্যব্যাপার উপদেশ্য। অঙ্গরারা, ইহার নিকট উপদেষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আলোচনাকারেরা, স্ব স্ব গ্রন্থে, মধ্যে মধ্যে, ভরতহস্ত বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় একটা প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা, অবিসংবাদ্য প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অত্যাশ্চর্য্য বিদ্যা বিষয়ে প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্কাপেক্ষা প্রাচীন বা পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যাকরণ বাস্তবিক কাভ্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলি

িত, বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সপরাঙ্গ অনন্তদেব, পুরাণের
অনুসারে, সনাগরা সঙ্গীপা পৃথিবী কুণ্ডলগুলের উপর
। করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সপের
তার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য কৃষ্ণভাষ্য নামে
সিদ্ধ। ষাণ্ডীয়া পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের রচিত বলিয়া
লিত। ধর্মশাস্ত্র সকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য
তি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য
পাতঞ্জলি, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা
ছয় দর্শন, যথাক্রমে, কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও
দ, ব্যাস ও জৈমিনি, এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত।

সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার
নও সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন, যে কোনও
নও তন্ত্বে ইঙ্গরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দেশ
তে পাওয়া যায় (১৩)। এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত
য়া প্রচলিত। বেদ সকল স্মৃতিকর্তার নিজের রচিত
য়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ
, প্রায় সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির, অথবা
তার, প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

(১২) দুর্লভায়ৈ নবমতং দত্তমীতি: প্রকীর্ণিতা: ।

ক্ষিপ্রভাষায়া তন্ত্রাক্তেণাং সমাধনাত্ত্বি ।

অধিদা মন্ত্রজ্ঞানাস্ত্র সমাধিচ্ছপয়াজিতা: ।

স্বংদেজা নব মতং দত্তমন্ত্রজ্ঞানাস্ত্রাণি দীপিন: ॥

যেহতন্ত্র । ২৩ প্রকাশ ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ধ্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ।

সংস্কৃত ভাষায় ষত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট । এই অপূর্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্বাংশই সর্বাদ্ভূন্দর । যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব বোধ হইবেক । এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত । ইহাতে দুঃখান্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইরাছে । প্রথম অঙ্কে দুঃখান্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থ শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুঃখান্ত-সমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন ; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সন্মদর ব্যক্তি অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচন সম্ভবিত্তে পারে না । বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে ; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা

করিয়াছেন। নানাবিদ্যাविशारद, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া, এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীরের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং দর্ম্মনিদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গাটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদে কষ্টকরূত জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, 'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হ অভিজ্ঞানশকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল"। যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও এত মৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় ল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্কশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরুষবাঃ ; উর্কশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্কশীর আত্মো-
পাশ্চ শকুন্তলার জ্ঞায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্কশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া,

পুঙ্করবাঃ, তাঁহার অশ্বেষণের নিমিত্ত, বনে বনে জয়গ
করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত
মনোহর—এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কবি
উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না,
এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মাল-
বিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও
বিক্রমোর্কশী অপেক্ষা অনেক নূন। এই নাটক পাঁচ
অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার
উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্বপ্রথম
এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব।

এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি এক জন
অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা
করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব
ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম নির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত
নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহী ও অতিচমৎ
কারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতি
প্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক

গাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবির ন্যায়, মধুর ও কোমল চিনতে প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্য মধ্যে অর্থের সেরূপ গাভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ অথচ কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবি, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদরস অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত বশবর্তী; অনাবশ্যক স্থলে, কোনও ক্রমে, স্বীয় রচনাকে পরিমিত দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনি কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে ইনি স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্য মধ্যে স্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসযটিত আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে লক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন লে সেরূপ দীর্ঘসমাসযটিত রচনা অত্যন্ত দুষ্ট।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অশোধ্য ত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ১ বীররসাপ্রাপ্ত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্ব-কৌশল বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ কিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে সমুদয় তাদৃশ অধিক ই। তথাপি, রামচরিতে এই অংশ লইয়া অন্য অন্য

কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত্র
সকল অপেক্ষা সৰ্ব্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিত্রবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত্র বর্ণি
হইয়াছে। উত্তরচরিত্র ভবভূতির সৰ্ব্বপ্রধান নাটক
এই নাটক ককণারসাস্রিত। বর্ণনা সকল কাব্য, মাধু
ও অর্থের গান্ধীৰ্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত
প্রগাঢ়। কলতঃ, শকুন্তলা আদিস বিষয়ে যেমন সৰ্ব্বো
কৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত্র ককণারস বিষয়ে সেইরূপ।
নাটক পাঠ করিলে, মোহিত হইতে ও অশ্রুপাত করি
হয়।

মালতীমাধব আদিসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি
নাটকে আপন রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির এক
প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্ভিত বা
কহিয়াছেন, “যাহারা আমার এই নাটকে অম
প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তা
দের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের তা
গ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কো
স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎ
হইতে পারেন” (১৪)। কিন্তু ভবভূতি, অসাধারণ উৎ

(১৪) ये नाम केचिदिदं न. प्रथयन्त्यवरां

जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः।

अत्यन्तसूतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा

कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥

স্বাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং
 ভাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন,
 মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার
 তুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাভীর্য্য
 আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস দুঃস্বপ্ন ও শকুন্তলার,
 ২২ শ্রীহর্ষদেব বৎসরাজ ও রত্নাবলীর, উপাখ্যান যাদৃশ
 নান্যরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত
 ভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশে-
 ২৩; অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি
 ভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে সমুদয় মালতী-
 মাধবে ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব
 ২৪ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির
 গণনা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে
 ২৫ হৃৎকৃত নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোনও ক্রমে
 ২৬ তা নহি। ভবভূতি যত অঙ্কার করুন না কেন,
 ২৭ হার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের
 ২৮ বলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক
 ২৯ শে হুন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ
 ৩০ মালতীমাধবকেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন।
 ৩১ পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়,
 ৩২ কর্তাদের নিজের বিবেচনা সর্বদা সেরূপ হইয়া উঠে

না। বোধ হয়, সহৃদয় পাঠক যাত্রাই উত্তরচরিতকে
ভূতির সর্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ।

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট
অনেকে রত্নাবলীকে ষাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমা
মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউ
উৎকর্ষ অনুসারে পৌরোপরিয়া স্থির করিতে হই
শকুন্তলার পরে রত্নাবলীর নাম নির্দেশ হওয়া উচিত
রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাত্ত
সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনান
সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাত্ত
সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার
রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বি
বর্ণন কালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কার্য
প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুন্তলা ভিন্ন আর কোন
নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। না
নন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অ
ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্ষ

শ্রীমীরের রাজা ছিলেন। কল্লণরাজতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গে শ্রীহর্ষদেবের রত্নাস্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিনীতে রত্নালী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু একরূপ লিখিত আছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব ভাষায় সংকবিলিয়া সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫)। রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ আছে, এবং রাজতরঙ্গিনীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সংকবিলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং, রাজতরঙ্গিনীর শ্রীহর্ষদেব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, একরূপ নির্দেশনতাস্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর কোনও গ্রন্থে আর কোনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিৎ অধিক ষাট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

একরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সমুচ্চ করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মনুচট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে (১৬)।

(১৫) সৌম্যদেহভাষ্যায়: সর্বভাষাস্ত সৎকবি:।

জহ্নুবিদ্যানিধি: মায খ্যাতিং দেহানবৈজ্জদি ॥ ৩।৫১১।

(১৬) শ্রীহর্ষদেবদীর্ঘাকাশীনাশিব ঘনম্ ৩ কাব্যপ্রকাশ।

কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধি
অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাস
মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখ
বলিয়া, ধাবকের নামোজ্জ্বল আছে (১৭)। তদনুসারে
ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া
ছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মন্মটে
সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষ
দেবের সংকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাণ
গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ
ও তন্মূলক মন্মটের লিখন রক্ষার নিমিত্ত, ধাবকান্ত
কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্তি লোপ কর
কোনও ক্রমে অ্যানুগত বোধ হইতেছে না।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়
ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে
যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থ
কর্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক, বিক্রমাদিত্যের পূর্বে, ভূমণ্ডে

(১৩) पथितययसां धावकसौमिल्लकविद्युत्तादीनां प्रबन्धानति-
क्रम्य वर्त्तमानकवेः कालिदासस्य जनौ किं जनौ वक्तव्यः॥

দুর্ভূত হইয়াছিলেন (১৮) । যুদ্ধকটিকলেখক সংকবি
সংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন । এই নাটকের
নৈশ্বানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে, শ্লোক সকল
তৎপূর্ণ ; আত্মোপাস্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল । সমু-
পর্যালোচনা করিলে, যুদ্ধকটিক অতি উত্তম কাব্য
; কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয়
তে পারে না । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক,
কটিক নাটক্যাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী ও উত্তরচরিত
গণ্য অনেক নূন ।

প্রস্তাবনাতে যুদ্ধকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ
হইছে । কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদয় অংশ বিবেচনা করিলে,
এক রাজার ঐশ্বর্যবৃত্তি বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত
। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, “গজেন্দ্রগমন, চকোর-
ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুষটিতকলেবর, অগাধবুদ্ধিশালী

- ১) ত্রিষু বর্ষসহস্রেণ কলয়ীতেষু পার্থিব ।
ত্রিযতে চ দশন্যুনে হ্যস্যাং মুবি ভবিষ্যতি ॥
শুদ্রকো নাম বীরাণ্যামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ ।
ঋপান্ সর্ষান্ পাপরূপান্ বর্জিতান্ যো হনিষ্যতি ॥
চর্ষিতায়াং সমারাম্য লহ্যতে ভূমরাপহঃ ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেণ দশাধিকশততয়ে ॥
ভবিষ্য নন্দরাজ্যন্তু চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি ।
যুক্ততীর্থ সর্ষপাদনির্মুক্তি যোগলহ্যতে ॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেণ সহস্রাম্যধিকেষু চ ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিন্যো রাজ্যং সৌভ্র দলহ্যতে ॥
কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধায় ।

শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন” (১৯)। “শূদ্রক পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন” (২০)। শূদ্র রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগচ্চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সূচ্যটিকলেবর ইত্যাদি বিশেষ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব হইয়া না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস অয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় গ্রন্থে নির্দেশ করা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারেন না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যুদ্ধকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তুত নাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও যুদ্ধকটিক যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনা ও নাটকের রচনা এরূপ সৌন্দর্য্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত। এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাট্য

(১৯) যত্নকবিঃ কিল

দ্বিরদেন্দ্রগতিস্বকোরনৈল্লঃ পরিপূর্ণেন্দুসুহঃ স্তুবিমহষ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্ভূমুখঃ প্রথিতঃ শূদ্রকঃ হস্তগাধসম্ভা।

(২০) রাজানং বীজ্যং পুত্রং পরমসমুদয়েনাস্বমেধেন বেদ্বা।

লগ্ধ্বা বায়ুঃ যতাব্দং দশদিনমহিতং শূদ্রকোঃস্মিনং প্রণি

প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা
কল্পিত হওয়া কোনও ক্রমে সম্ভব বোধ হয় না।

মুদ্রারাক্ষস ।

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দিষ্ট
নাছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সংকবি ও সং-
হৃতরচনা বিষয়ে অতি প্রবীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা
ম্যক প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক
যত্নতম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া,
চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।
কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভু-
বায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্র-
গুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয়
না; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্ত্রীয় অসাধারণ কৌশলে ও
নীতি প্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদ
দায়ীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে সুন্দর রূপে
বর্ণিত হইয়াছে।

বেণীসংহার ।

বেণীসংহার ৯ ভট্টনারায়ণপ্রণীত । এরূপ কিংবদন্তি আছে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে গোড়িদেউগাং পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন । এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদয় লক্ষণে অলঙ্কৃত সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, বেণীসংহার হইতে ষত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে । কিন্তু ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদের রচনার ন্যায় মনে হারিণী নহে । রচনার নূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও, কাব্য অংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মূদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক নূন । বেণীসংহার দীর্ঘরসাত্মক নাটক । ইহাতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে । স্থানে স্থানে বীর ও ককণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে ।

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃত ভাষা তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে ; বাহুল্যভয়ে এ স্থানে সকলের উল্লেখ করা গেল না । সমুদয়ে বিরাশি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি

বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত ; অবশিষ্ট সকলের
 পক্ষে ও সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ আছে, এবং
 প্রদর্শনের নিমিত্ত, অনেকেরই কোনও কোনও
 শ উদ্ধৃত হইয়াছে। কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব,
 পরামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ
 বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অতুৎকৃত।

উপাখ্যান।

গম্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত, মনুষ্য,
 পক্ষীর কম্পিত বৃত্তান্ত ঘটতি যে সকল গ্রন্থ
 হ, অথবা গ্রন্থকর্তারা স্বেচ্ছা অনুসারে নানা লৌকিক
 লৌকিক বৃত্তান্ত ঘটতি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া-
 ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে
 শি করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা,
 বর্ণনা, কোনও অংশেই উহারা কাব্যনামের যোগ্য
 । সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও
 পদ্য উভয়াক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে
 শ্রীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত
 হলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের
 য কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদের
 সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ।

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়। অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত সরল। এরূপ সরল সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও ত্রিবিবন্ধন সরলত্ব ব্যক্তি আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনায় চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বন্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কোন বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে; অত্যা অত্যা গ্রন্থের স্থায়ী, সচরাচর সচলিত নহে। লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থান স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিদ্যুৎসর্গ, রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস, আরব, ইয়ুরোপীয় প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

হিতোপদেশকর্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া, লিপিত করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ

স্বর প্রতিকল্প স্বরূপ । পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই
 তাপদেশে লক্ষিত হয় । বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা
 তাপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়, এবং প্রস্তুত বিষয়ের
 গদ্য অথবা দৃষ্টিকরণ বাসনায়, নানা প্রায়াগিক ঐচ্ছ-
 তে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক
 ঐচ্ছ উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু ঐচ্ছকর্তার সম্যক নহুদয়-
 র অসম্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল
 সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে ; সেই সেই স্থলে প্রকৃত বিষয়ের
 ইত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া
 য় না । ঐচ্ছকর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানস্থলে বালক-
 গকে নীতি উপদেশ দিতেছি (২২) । কিন্তু, মধ্যে মধ্যে
 দ্বিরসম্বন্ধিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে ।
 লকদিগের নির্মিত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া,
 বুঝিয়া, ঐচ্ছকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন
 রিলেন, বলিতে পারা যায় না ।

কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়া-
 ন, তাহার স্থিতি নাই । অনেকে বিমুগ্ধশ্রমকে এই
 ভয় ঐচ্ছের রচয়িতা বলিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহার কোনও
 প্রমাণ নাই । পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিমুগ্ধশ্রম বক্তা,
 জপুল্লগণ শ্রোতা ; বোধ হয়, তদ্বর্ণনেই বিমুগ্ধশ্রম

(২২) যদ্বৈ মাজনে ললনঃ সঙ্কলারী নান্যথা মবৎ ।

কথাকল্পেন বালানাং নীতিস্তদ্বিহ কথ্যতে ॥ .

গ্রন্থকর্তা বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত জন্মিয়া থাকিবেক ।
 দুই গ্রন্থ আভ্যোপাস্ত গল্পে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গু-
 প্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । লল্লুলাল হিতোপদেশ
 নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২৩
 কিন্তু, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

কথাসরিৎসাগর ।

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত । উহা অতি বৃহৎ
 পুস্তক । সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরে
 অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্রবিনোদ সম্প-
 দনের নিমিত্ত, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম । কহল-
 রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত
 আছে । রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চিৎ
 অধিক আট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে
 অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎ-
 সাগর আট শত বৎসরের পুস্তক । এই অনন্তদেব বরত্নাবলী
 কর্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ । কথাসরিৎসাগরে যে সম-

(২২) কাহ্ন সমৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্রনি-
 কথানিকৌ সংস্কৃত করি সংস্কৃতমৈ এক যন্ত্রা ননাস বা
 . নাম স্থিতোদেহ ধর্ম্মৌ । রাজনীতি ।

পাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদয়
ল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক
অতীবৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয়
মাহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎ-
রজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখন অনুসারে বোধ হই-
ছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল,
নি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আছো-
স্ত পদ্যে রচিত।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ
হে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।
স্কৃত কবির আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে
ল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাহাদের
ছ, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণন তাদৃশ
মাহর নহে। কলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে
প নিপুণ, উদ্ভট, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ
পূর্ণ নছেন। নায়ক নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্বরাগ,
১, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা,
৭ প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়,
তি, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

উপসংহার ।



সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বি
সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । অনেকে সংস্কৃত ভাষার অ
শীলন একান্ত অকিঞ্চৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন ।
নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষে
পে কিঞ্চৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব ।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল । ইয়ুরোপে শ
বিদ্বান যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অ
শীলন তাহার মূল । ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভা
অনুশীলন দ্বারা অত্র অত্র ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপা
জ্ঞান ও মর্মোন্বেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই পুষ্টি
যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কে
শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লো
কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে ব
করিয়াছে ; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন
কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা বাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়
প্রাপ্ত হয় নাই, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকার
আচ্ছন্ন ছিল ; এই নিমিত্তই, ডাক্তর মোক্ষ মূল
সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন ।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান
 এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা
 ভাষা, যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে
 চলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে।
 একপ্রকার বিধিনির্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে,
 যি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায়
 মিশ্রিত না করিলে, তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি
 স্পাদন করা বাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষার
 পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও
 তে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হই-
 ক, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিজ্ঞানুশীলনের ফল-
 গমী না হইলে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্রসূত
 সংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী,
 বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে
 রিস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিজ্ঞানুশীলন সম্পন্ন
 ওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোনও ভাষা
 ইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিজ্ঞা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত
 ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাवश्यक। কিন্তু, সংস্কৃত না
 গনিলে, কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া, আমরা যে ঐ মহোপ-
 যোগক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও
 তে সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার,

রীতি, নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বি
সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা বোধ হয়, সকল
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অত্যা অত্যা দেশ সংক্রান্ত
সমস্ত বিষয় তত্তদদেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হও
য়ায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিনী ব্যতিরিক্ত, প্রায়
পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। রাজতরঙ্গিনীতেও এই
বিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরা
মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্বসাধারণ
লোক সংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরো
হণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপাল
করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়া
ছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতায়
রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ, কেবল রাজ
দিগের বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রায়
পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসম্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরা
ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে
পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি
পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে
আমোদ, যে উপকার, যে উপদেশ লব্ধ হইয়া থাকে
সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার, সে
উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ ।

একারণ, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চা করিয়া
কেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার
শীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের
ঘর নহে ।

সম্পূর্ণ

PRINTED BY PITÁMBARA VANDYOPÁDHAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.

62, AMHERST STREET, 1879.

পিটার পারলির আখ্যায়িকা ।

প্রথম ভাগ ।

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ ।

হেরার্ড কুলের ২য় সংস্কৃত শিকক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালগোপাল গোস্বামী

কর্তৃক

অনুবাদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৩১ নং পটলডাক্স স্ট্রীট ।

PUBLISHED BY BOSE BROTHER'S

54/1 COLLEGE STREET,

CALCUTTA.

PRINTED AT THE RADHARAMAN PRESS,
122, AMHERST STREET.

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আমার নাম পিটার পারলি । আমি বয়সে বৃদ্ধ, এবং আমার একখানি পা ভাঙ্গা । আমি অনেক দেখিয়াছি ও অনেক শুনিয়াছি, এবং সেই বৃত্তান্তগুলি গল্প করিতে ভাল বাসি । বালকেরা স্বভাবতঃ গল্প শুনিতে ভাল বাসে, এই নিমিত্ত আমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা চতুর্দিকে ঘেঁষন করিয়া বসে, এবং আমিও তাহাদিগকে অবসর ক্রমে আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করি । এক্ষণে আমার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

বোধ হয় তোমরা সকলেই ইউরোপের নাম শুনিয়াছ । ভূচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবে যে, যে দেশের উত্তর সীমায় উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমায় হুমধ্য সাগর, পূর্ব সীমায় আসিয়ান্বিত রুসিয়া ও পশ্চিম সীমায় আটলান্টিক মহাসাগর, জর্জিয়া সমুদ্র, ও ইংলিস প্রণালী, তাহাকেই ইউরোপ কহে ।

ইউরোপ অতি বিস্তৃত দেশ, এবং পৃথিবীর সকল দশ অপেক্ষা ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অধিক । কিন্তু

অতি বিস্তৃতে হইলেও বিস্তার আফ্রিকা দেশের তিন ভাগে একভাগ । কেবল অধিবাসীর সংখ্যা আফ্রিকা অপেক্ষ চারি গুণ, এবং আমেরিকা অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক ইউরোপের সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ নগর, ধর্ম্মালয় মনোহর রাজভবন, এবং প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায় । এই দেশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীর আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা ও পরিচ্ছদাদি বিভিন্ন ।

ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডবাসীদিগের ভাষা ইংরাজী এতদ্ব্যতীত, আমেরিকান, আইরিস, এবং স্কট্‌দিগের ভাষা ইংরাজী, তবে কেবল উচ্চারণের কিছু ইতর বিশেষ আছে আয়ারলণ্ড বাসীরা ইংরাজ শাসনের অধীন । ইংরাজ ব্যতীত ইউরোপের ক্ষেত্রদেশবাসীদিগকে ফরাসী, হলণ্ড অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ, ডেনমার্কের অধিবাসীদিগকে ডেন্, রুসিয়ার অধিবাসীদিগকে রশিয়ান, হঙ্গেরীর অধিবাসীদিগকে হঙ্গেরীয়ান, তুরস্কের অধিবাসীদিগকে টর্ক, গ্রীসের অধিবাসীদিগকে গ্রীক্, ইটালির অধিবাসীদিগকে ইটালিয়ান, স্পেনের অধিবাসীদিগকে স্প্যানিয়াড্ এবং পর্তুগাল দেশবাসীদিগকে পোর্টুগিস্ কহে ।

জন্মণী রাজ্য অনেক ভাগে বিভক্ত । তাহার মধ্যে অষ্ট্রীয়া, প্রুসিয়া, সাক্সনী, এবং সুইজার্লণ্ড প্রধান । এই সমস্ত দেশের বিবরণ ক্রমে ক্রমে বলা যাইবে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ইউরোপের উত্তর সীমা স্থিত দেশ, অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ল্যাপল্যান্ড, এবং রুসিয়ার উত্তর সীমা, মতিশয় শীতল । বিশেষতঃ শীতকালে এই সকল দেশে চরম শীতের প্রাদুর্ভাব হয় । এ দেশবাসীরা শীতকালে, শস্য এবং পশুর ছাল বস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে ।

সুইডেনের অধিবাসীরা অতি দরিদ্র, কিন্তু সরল এবং উপখ্যাবলম্বী । সুইস্‌দিগকে দেখিলেই অতি আমোদপ্রিয় এবং সন্তোষী বলিয়া বোধ হয় । রুসিয়া এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যে ইহার উত্তর সীমান্বিত দেশ সকল কানাডার মত শীতল, এবং দক্ষিণ সীমা সেই পরিমাণে উষ্ণ । রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মুর্থ এবং নির্বোধ । এদেশের বড়লোক ও ধনবান ব্যতীত, সকলেই ক্রীতদাসভাবাপন্ন ।

প্রুসিয়া দেশ রুসিয়ার সহিত সংযুক্ত ; কিন্তু অধিবাসীরা সর্বতোভাবে বিভিন্ন । প্রুসিয়ানেরা জার্মান কিশ্বারাসী ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে । ইহারা অতিশয় দক্ষিণী । জার্মানির উৎকৃষ্ট ভাগ এবং সমগ্র হঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনস্থ । অষ্ট্রিয়ানেরা সচরাচর পরিমিত এবং আমোদী ।

ইউরোপের মধ্যবর্তী আল্পস্ পর্বতশ্রেণী, ইউরোপের উত্তর সীমা এবং জার্মানিকে বিভাগ করিতেছে । আল্পস্

পর্বতের শিখর দেশে যে দেশ স্থাপিত, তাহাকে সুইজার্ল্যান্ড কহে। এ দেশবাসীরা অতিশয় পরিশ্রমী এবং স্বদেশ প্রিয়। সুইজার্ল্যান্ডের বিপরীত দিকেই হলণ্ড দেশ। এই দেশের আর একটা নাম নেদারল্যান্ড। হলণ্ড এ প্রকার সমতল, যে এখানে একটীও পর্বত দেখা যায় না। আর সমুদ্র তীরবর্তী স্থান সকল এ প্রকার নিম্ন যে সমুদ্রের জল হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রতীর অতি উচ্চ ভেড়ী (বৃহৎ মাটির প্রাচীর) দ্বারা বেষ্টিত। এদেশে তাহাকে (Dikes) ডাইক্স কহে।

ইটালী দেশ অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। এদেশবাসীদিগকে পূর্বের রোমান কহিত। এক্ষণে ইহাদিগকে ইটালীয়ান্ কহে। ইটালী দেশবাসীরা অতি কুসংস্কারবিষ্ঠ, এবং উগ্রস্বভাব সম্পন্ন। ইহাদিগের কল্লনাশক্তি অতি প্রবল। ইহারা অতিশয় সঙ্গীত ও কাব্যপ্রিয়, এবং চিত্র বিদ্যাতে প্রায় সকলেরই পারদর্শিতা দেখা যায়।

স্পেন ও পোর্টুগালবাসীরা প্রায় এক প্রকারের লোক। কিন্তু ইহাদিগের আচার ব্যবহার, এবং ভাষা ও কিছু বিভিন্নতা আছে। এই দুই দেশীয় লোকেরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। স্প্যানিয়ার্ডদিগের পোষাক নূতনবিধ। ইহারা বাটীর বাহিরে গমন করিবার সময় কোটের পরিবর্তে এক প্রকার ছোট ক্লোথ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এপর্যন্ত ইউরোপস্থিত যে সমস্ত জাতির বিষয়
খিত হইল, তাহারা সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, এবং
ইবেলের মত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তুরস্কবাসীরা
হা নহে। এদেশবাসীদিগকে টর্ক্‌ কহে। টর্কেরা
সলমান, এবং কোরাণের মতাবলম্বী। তুরস্কদিগের
চার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি এবং ভাষা, ইউরোপের
অন্য জাতিদিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা
খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে

গ্রীসদেশ তুরস্কের দক্ষিণ। এককালে গ্রীকেরা
খিবীর অতি প্রধান জাতির মধ্যে গণ্য ছিল। কাল-
মে তুরস্কদিগের শাসনাধীন হয়, এবং অনেক দৌরাত্ম্য
অত্যাচার সহ্য করিয়া সম্প্রতি স্বাধীন হইয়াছে।
খ্রীষ্টদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পারসির ইংলণ্ড গমন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি নাবিকের কার্যে নিযুক্ত
য়া ইউরোপে গমন করিয়াছিলাম। আমি বোল্ড
রো নামক জাহাজে নিযুক্ত হই, এবং বোর্সেন নগর
তে ইউরোপ যাত্রা করি। কাপ্তেন ফিলিপ্‌ নামক
ক ব্যক্তি আমাদিগের জাহাজের (কাপ্তেন) অধ্যক্ষ
লেন। কয়েক দিবসাবধি আমরা ক্রমাগতঃ পূর্বাভি-

মুখে গমন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাদের জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ছিল। কিয়দ্বিসের পা এক দিন সহসা বাড় উঠিল। সমুদ্রে ঝড়ের সময় অবস্থা করা অসমসাহসীকের কার্য্য তাহা বোধ হয় সকলের জ্ঞাত আছে।

ঝড় উঠিবামাত্র সাগরে মহা তরঙ্গ উপস্থিত হইল। সমুদ্রের জল প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল, এবং তরঙ্গ প্রবাহে আমাদের জাহাজ আলোড়িত হইল। চতুর্দিকে সঘন মেঘ গর্জনের শব্দ ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল, এবং জাহাজস্থ সকলেই তটস্থ হইয়া রহিলেন। কাপ্তেন চীৎকার পূর্বক নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। জাহাজের পাল সকল বায়ুবেগে ফাঁপিয়া উঠিল, এবং পরস্পরের সহিত আঘাত লাগিয়া পটপট শব্দ হইতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গবেগে জাহাজ একবার অত্যাচ্চ পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, এবং অন্তর প্রায় সাগরগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে তরঙ্গের আঘাতে জাহাজের তক্তাগুলি একে একে ফাটিতে আরম্ভ হইল।

জাহাজস্থ সকলেই ভয়ে ত্রিয়মান হইলেন। প্রথমে আমি সমুদ্রের উপর একটা তুষার পর্বত দেখিয়া ব্যাকু হইলাম, কারণ যদি সেই পর্বত বায়ুবেগে আমাদের জাহাজের উপর পড়ে, তাহা হইলে জাহাজখা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

যে সময়ে আমরা এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছি, এমনত কালে রাত্রি উপস্থিত হইল, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, পর দিবসে যে আর প্রাতঃকালের মুখ দেখিতে পাইব, তাহার কোন আশা রহিল না। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্ষমে যামিনী পোহাইল, এবং উষা উপস্থিত হইল। ঠিয়া দেখি, ঝড় থামিয়াছে, এবং তুষার পর্বত অনেক দূরত পড়িয়াছে। আমরা কিয়দূরে আগমন করিয়াই এক খানি ভগ্ন জাহাজ দেখিতে পাইলাম। আমরা ভগ্না-শিষ্ট জাহাজের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, কেবল হাতে একজন মাত্র লোক জীবিত আছে।

সেই ব্যক্তি আমাদের জাহাজ দেখিবামাত্র চীৎকার করিতে লাগিল, এবং হাত উঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে সময়েও তরঙ্গের অবস্থা এ প্রকার খবল, যে ভগ্নাবশেষ জাহাজের নিকটবর্তী হওয়া দুৰ্দ্ধ। অবশেষে আমরা অনেক আয়াসে তাকে আমাদের জাহাজে উঠাইয়া লইলাম।

ভগ্ন জাহাজে যে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, তিনি একজন ইটালিয়ান, এবং তাঁহার নাম লিও। আমি তাঁহাকে আমাদের জাহাজে উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত আগ্রহ হকারে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তি আমাদেরই প্রাণদাতা স্বরূপ জানিয়াছিলেন। লিও এক কীর ধাতুর লোক। আমার গল্পের অনেক স্থলেই

লিওর বৃত্তান্ত কথিত হইবে। লিও সেই ভগ্ন জাহাজের কাণ্ডেন ছিলেন। তিনি ব্যতীত সকলেই জলমগ্ন হইয়াছিল।

আমরা লিওকে জাহাজে উঠাইয়া লইয়া অভ্যন্তর দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। বাতাস অনেক নিবৃত্ত হইল, জাহাজ স্থির ভাবে চলিতে লাগিল, এবং মেঘাস্তরিত সূর্য্যতেজ প্রখর হইল। উদ্ভাল তরঙ্গময় সাগর ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইল। বস্তুতঃ সমুদ্র স্থির ভাব ধারণ করিলে যে প্রকার প্রীতি প্রদ হয়, ঝড়ের সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অবশেষে অনুকূলবায়ুবশে আমরা বোর্ফট্‌ন হইতে ত্রিশ দিবসের পর ইংলণ্ডের উপকূল সমীপে উপনীত হইলাম। তোমরা ভূচিত্রে দেখিতে পাইবে, যে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যে অপ্রশস্ত জলভাগ আছে, তাহাকে ইংলিস চ্যানেল (খাত) কহে। আমরা ইংলিস খাতের মধ্য দিয়া টেম্‌স নদীর মুখে উপনীত হইলাম। টেম্‌স নদী ইংলণ্ডের সকল নদী অপেক্ষা দীর্ঘ। আমরা নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, যে শত সহস্র জাহাজ নদীর ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে।

এই প্রকার টেম্‌স নদী দিয়া লণ্ডন নগরে উপনীত হইলাম। লণ্ডন নগর ইংলণ্ডের কেন, পৃথিবীর মধ্যে একটা বৃহৎ এবং বিস্তৃত নগর। যে স্থানে আমরা গিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিল, সে স্থলে এত জাহাজ ছিল

তাহার মাস্তুলগুলি এক দৃশ্বে একটী বিস্তৃত অরণ্যের
যি বোধ হইতে লাগিল ।

অসংখ্য জাহাজ দেখিয়া আমি স্বগত কহিতে লাগি-
ম, যে এই জাহাজ কত শত নদ নদী, সাগর উপসাগর,
র হইয়া, কত শত দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বহন
বিক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং এদেশ হইতে
৫ প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া অন্তর্দেশে যাইবে।
ই জাহাজ দ্বারা খৃষ্টধর্ম প্রচারকেরা, পৃথিবীর সভ্য
ভাষা প্রদেশে যাইয়া ধর্ম প্রচার করিতেছেন। ইংলণ্ড
খ্রীষ্টের সর্বপ্রাচীন দেশ !!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

আমেরিকার বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্‌টীমোর,
বর্লিংটোন, নিউইয়র্ক, এই পাঁচ নগরের বাটীর সংখ্যা
১০ অধিবাসীর সংখ্যা লণ্ডন নগরের তুল্য। অর্থাৎ
১০ পাঁচটী নগর একত্রিত করিলে, তবে লণ্ডন নগরের
বান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে লণ্ডন নগর দেখিলে এক
র সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখায়। (Black Friar's bridge)
ফ্রায়ারস্ ব্রীজ হইতে সেন্টপলস কেথিড্রেল প্রভৃতির
টী সর্বাপেক্ষা সুন্দর। লণ্ডনের রাস্তাতে এত জনতা,
কোন কোন সময়ে গমনাগমন দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রায়
রাচর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়।

কয়েকবৎসর পূর্বের একজন আমেরিকার আদি অধিবাসী লগুনের লোকসংখ্যা গণিবার নিমিত্ত এক গাণ্ডি এবং এক খান ছুরি লইয়া বাটার বাহির হইলেন।

তিনি কোন লোককে সম্মুখে দেখিলেই, ছুরি দ্বারা ছড়িতে এক একটা দাগ দিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, ছড়ী দাগে পরিপূর্ণ হইল, এবং তিনিও লোক সংখ্যায় নিরা হইয়া ছড়িটা পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেলেন।

আমি লিওর সহিত নগর দর্শনে গমন করিলাম। লিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং একজন বিখ্যাত পর্যটক। তিনি ইতিপূর্বের কিছু কাল লগুনে অবস্থার করিয়াছিলেন, এবং এখানকার সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। আমরা প্রথমেই সেন্টজেমস্ প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। রাজা বৎসরের কিছু কা এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সেন্টজেমস্ প্রাসাদে পর আমরা ওয়েস্টমিনিষ্টার আবি দেখিতে গমন করিলাম। ওয়েস্টমিনিষ্টার আবি একটা ধর্ম্মালয় এবং অতি প্রাচীন কালের নিশ্চিত। এই স্থানে ঈশ্বরে বিখ্যাত লোকেরা সমাহিত হইতেন ও হইয়া থাকেন এবং এই স্থানেই নূতন রাজা অতি সমৃদ্ধি সহকারে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ওয়েস্টমিনিষ্টার আবির পাশে আমরা উচ্চচূড় প্রাসাদ (tower) দেখিতে গমন করিলাম।

লণ্ডনের টাউয়ার এককালে কারাগার স্বরূপ ব্যবহৃত হত। পূর্বকালে অনেক বন্দী এই স্থানে অতি নিষ্ঠুর পায় দ্বারা হত হইত। এই স্থানে আমরা অনেকগুলি পশু আবদ্ধ দেখিতে পাইলাম। তাহার মধ্যে দুই ফটা সিংহ ও ব্যাঘ্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে জন্তুগুলি নাস্তরিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই স্থানে পূর্বতন জাদিগের ব্যবহৃত মণি মুক্তা দ্বারা খচিত, বহুমূল্য জমুকুট, সাধারণের দর্শনার্থ স্থাপিত আছে। লণ্ডনের টায়ার সম্পর্কীয় একটা গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড নামক এক জা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র; রিচার্ড নামে তাঁহার এক খুড়া ছিলেন। তিনি অতি সৎ প্রকৃতির লোক। রিচার্ডের আর একটা নাম ক্রুকাক্। রিচার্ড ক্রুকব্যাক্ রাজা হইবার মানসে এডওয়ার্ড তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে এই টাউয়ার মধ্যে আবদ্ধ রেয়া রাখেন, এবং কিছুকাল পরে, ইহাদিগের প্রাণ করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক লণ্ডনের অধীশ্বর হন।

টাউয়ার দেখা হইলে আমরা এক বাগান দেখিতে ন করিলাম। এই উদ্যানটী অতি মনোহর। চারিদিক বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, এবং মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ ফুটিত পুষ্্পের সহিত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।

এই উদ্যানে নগরের সকল লোকেই পাদ চারণের নিমিত্ত আসিয়া থাকে, এবং এই স্থানে প্রায় সকল পরিবার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

লণ্ডন নগরে একটা পঞ্চালয় আছে, এবং নানা দেশ হইতে অনেক বৃদ্ধ ও গ্রাম্য পশু পক্ষী এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৃক্ষাদিও এখানে অনেক।

সন্ধ্যার পর আমরা নাট্যশালায় গমন করিলাম। ইংলণ্ডে ইহাকে (Theatre) থিয়েটার কহে। আমি যখন সময়ে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলাম, তখন ইংলণ্ডের রাজা সিংহাসনে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। একাধিক ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী। সে দিবস রাজা সেই নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন।

এ স্থলে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজদর্শন হইল। রাজার গাত্রাবরণের চতুর্দিকে জরির কাজ করা, এবং বক্ষঃস্থলে হীরকের তারাকৃতি ধুকধুকী। রাজা নাট্যশালায় প্রবেশ করিবার সময় সকলকে অভিবাদন করিলেন, এবং সকলেই মহানন্দে করতালী দিলেন। অভিনয়ের পর কয়েক সহস্র লোক একত্রিত হইলেন। সমস্তের (God save the king) পরমেশ্বর রাজার রক্ষা কর, এই গানটি গাহিতে লাগিল।

নাট্যশালায় বসিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই আ

হসা পকেটে হাতদিয়া দেখি যে, আমার পকেটবুক
 |ই। তাহাতে কিছু টাকা ছিল। তাহার পরক্ষণেই
 :মকিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার ঘড়ি এবং চেন
 |ই। ইহা নিশ্চয় যে কেহ অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু
 কমন করিয়া অপহরণ করিল তাহা বুঝিতে পারি-
 |াম না। চোর এ প্রকার সতর্কতার সহিত চুরি
 :রিয়াছিল, যে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ও
 |ই কারণে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না।
 কবল প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ভবিষ্যতে অতি সাবধান
 ইয়া চলিব। যদি তুমি কখন লগুনে যাও, তাহা হইলে
 কেটস্থ দ্রব্য এবং ঘড়ি ও চেনের উপর সর্বদা মন
 ধিবে ও সাবধান হইয়া চলিবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে নাট্টশালা ভঙ্গ হইল। আমি এবং
 লও উভয়ে নাট্টশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানাভিমুখে
 লিলাম। আমরা একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া
 |ইতেছি, এমনত সময়ে এক দিক্ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ
 :র্গে প্রবিষ্ট হইল। শ্রবণমাত্র বোধ হইল যেন কোন
 :ক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই শব্দ করিতেছে। আমরা
 :ভয়ে শব্দ অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে এক দ্বারে
 :পস্থিত হইলাম, এবং বিশেষ বোধ হইতে লাগিল যে
 :দ সেই বাটীর ভিতর হইতে আসিতেছে। আমরা
 :হসে নির্ভর করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম, কিন্তু

কোন উত্তর পাইলাম না। তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া সজোরে ধাক্কা দিবারাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম, এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে একটি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি যে সেই ঘরে একটীমাত্র আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং অতি অপরিচ্ছন্ন এক বিছানাতে এক স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে। স্ত্রীলোকটির পার্শ্বদেশে দুইটী বালক। একটির বয়স প্রায় ছয় বৎসর এবং আর একটির কিছু অধিক। ছোট বালকটী নিদ্রিত ছিল, এবং জ্যেষ্ঠটী জাগরিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদিতেছে, এবং এক এক বার তাহার মাতার চরমাবস্থার শীতল গণ্ডস্থল, জন্মের মত চুম্বন করিতেছে।

আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া দ্রুত বেগে পথে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কেহই উত্তর প্রদান করিল না। আমি প্রত্যেক দ্বারে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতেও কেহ অগ্রসর হইল না। অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে স্ত্রীলোকটী কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম, এবং তৎপরে দেখি যে কয়েক জন দয়ালু প্রতিবেশী আগমন করিয়া তাহার সমাধি

কার্য্য সমাধা করিলেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক কালকদিগকে আশ্রয় দিলেন।

অবশেষে জ্ঞাত হইলাম জীলোকটী আহারাভাবে অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য !!! পৃথিবীর মধ্যে মহাসমুদ্রশালী নগরেও লোকে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করে। সমুদ্রশালী দেশমাত্রের অধিবাসীদিগের অধিক অর্থের আবশ্যক, ইহা আমাদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য। তোমরা যদি কখন ইংলণ্ডে যাও, তাহা হইলে অগ্রে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিবে, মতুবা সেখানে মহাবিপদাপন্ন হইতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

উইগসর কাসেল।

বোধ হয় তোমরা উইগসর কাসেলের বৃত্তান্ত অবগত রিয়া থাকিবে। ইহা লণ্ডন হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূর। এক্ষণে ইংলণ্ডের রাণী এই প্রাসাদেই বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত করেন। উইগসর কাসেল যতি প্রশস্ত হ্রদ। ইহার চতুর্দিক উচ্চ প্রান্তর নির্মিত পাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার চারিদিকেই ঘর। এই প্রাসাদটী এক পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত। প্রাসাদের দ্বাখ্যস্থলে রাজপতাকা উড়িয়া থাকে। দূর হইতে উইগ-

সর কাসেল দেখিতে অতি মনোহর। আমি ইতিপূর্বে অনেকবার উইগসর কাসেলের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত তাহার প্রত্যেক স্থান দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম।

আমরা উইগসর কাসেলে যাইবার কালে, এক সুদৃশ্য ভবনের নিকটবর্তী হইলাম। সেই বাটীর চারিদিকে ফুলের বাগান এবং বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে সুশোভিত। আমি পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটী কাহার বাসস্থান, সে উত্তর করিল, লর্ড পারসির। তৎপরে আর এক বাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সে ডিউক অব সসেক্সের বাটী। তাহার পর তৃতীয়া বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সেটী আরল্ অব হারোবীর বাটী।

আমি আরল্, ডিউক, লর্ড কাহাকে কহে কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বিদেশী দেখিয়া অশুগ্রহপূর্বক কহিলেন; ইংলণ্ডে কতকগুলি লোকের ব্যারণ, ভাই কাউন্ট, আরল্, মারকুইস, এবং ডিউক এই সমস্ত উপাধি আছে। তাহারা সকলেই লর্ড এবং কোন কোন সময়ে জায়গীর পাইয়া জমিদারদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। ইহারা সচরাচর সমৃদ্ধিশালী।

ক্রমাগত দুই ঘণ্টা শকটারোহণে গমন করিয়া আমরা

টাইগুসর কাসেলে উপনীত হইলাম। এই সময়ে রাজা এই প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং আমরা কয়েক মহল দেখিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম। সকল মহলই উত্তমরূপে সুসজ্জিত। তাহার মধ্যে কয়েকটা গৃহে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

টাইগুসর কাসেলে সেন্টজর্জ নামে এক (গির্জা) ধর্ম্মা-
গয় আছে। আমি সেন্টজর্জ দেখিতে গমন করিলাম।
এই স্থানে ইংলণ্ডের কয়েকজন রাজা সমাহিত আছেন।
দধ ? অন্য লোকদিগের ন্যায় রাজারাও মৃত্যুর হস্ত হইতে
পরিব্রাণ পান না। প্রিন্সেস্ সারলটও এই খানে সমাহিত
হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান
মধীশ্বরী হইতেন।

প্রিন্সেস্ সারলটের দয়ার পরিচয় দিতেছি শ্রবণ
কর। এই সময়ে একজন দরিদ্র লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা
হইয়া বধ্যভূমিতে তাহার ফাঁসী হইবার উপক্রম হইতে-
ছিল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা বিবেচনা করিল, যদি কোন
কমে সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা
হিলে ইহার পরিব্রাণ হয়।

তাহারা এই স্থির করিয়া সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা

করিল, সারলটও স্বভাবমূলভ দয়ার বশবর্তী হইয় তাহাদিগের উপকার সাধনে সম্মত হইলেন। সারল পিতামহের নিকটগমন করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন এবং কহিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না আপনি আমাকে বন্দী জীবন ভিদ্ধা দেন, সে অবধি আমি কোন ক্রমেই আপনার পদতল হইতে উঠিব না। সারলটের পিতামহ তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং দোষী ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। যে সময়ের কথা বলিলাম, তখন সারলটের বয়স দ্বাদশ বৎসর। সারলটের অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বিলাপ করিয়াছিলেন।

রাজারা যে ভবনে বাস করেন, ইংরাজিতে তাহারা PALACE (প্যালেস্) কহে। রাজারা প্রায় পাঁচ কিস্বা আট ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ করেন, এবং রাজ্যে সকলেই রাজাকে সম্মান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে অনেকগুলি রাজা ছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি ভাণ এবং কতক অংশ মন্দ। ইংলণ্ডের রাজাদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পরিবে, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ অতি প্রীতিপ্রদ, কিন্তু অধিকাংশই জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। ইংরাজীতে রাণীকে Queen “কুইন” কহে।

তোমাদিগকে ইংলণ্ডের এক রাণীর বৃত্তান্ত বর্ণি

ছি, শ্রবণ কর । কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে মার্গা-
টিনাস্ত্রী এক রাণী ছিলেন । তিনি ষষ্ঠ হেনরীর স্ত্রী,
হেনরী অতি দুর্বল রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শত্রু-
গণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন । রাজাকে
বদ্ধ করিয়াই শত্রুগণ রাণীর উদ্দেশে ধাবমান হইল ।
মার্গারেট ইতিপূর্বেই আপন শিশু সন্তানকে লইয়া
কটন্থ এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রু-
গণ ভগ্নমনোরথ হইয়াছিল ।

এক দিবস মার্গারেট আরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে
গিয়া এক দস্যুর সম্মুখে পতিত হন । দস্যু কাহাকে
ল, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ । দস্যু-
গণ সহায় শূন্য স্থানে অবস্থান করিয়া, মনুষ্যের প্রাণ-
নাশ করতঃ অর্থ এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া
কে । পূর্বেবাক্ত দস্যু মার্গারেটের সম্মুখীন হইয়া কহিল,
আমার নিকট যে সমস্ত অর্থ আছে আমাকে প্রদান কর ।
মার্গারেট উত্তর করিলেন আমি অর্থ কোথায় পাইব, আমি
আমার দেশের অর্থহীনা রাণী, এবং এই বালক তোমার
জপুত্র । দস্যু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল,
এং জানু পাতিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল । রাণী তাহাকে
মা করিলেন, এবং দস্যুও মার্গারেটকে সঙ্গে করিয়া
রণ্যের বাহিরে পৌঁছাইয়া দিল ।

ইংলণ্ডে মেরী নাম্নী আর এক রাণী ছিলেন, এদেশের

অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার ধর্মসম্পর্কীয় মতে একতা ছিল না। মেরী প্রজাদিগকে স্বীয় মত গ্রহণ ক ইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য ক নাই। অবশেষে মেরী কুপিতা হইয়া প্রায় তিন ম লোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বধ করেন। ইত ব্যক্তিদিগে মধ্যে কতকগুলি পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিলে এই ঘটনার নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে শোণিতশোষক মে কহিত। এই কালে ইংলণ্ডের ভ্রলোকেরাও ধর্মবিষয় বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের উপর অতি নিষ্ঠুর ব্যবহ করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আমরা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া দেখি, আমাদিগে জাহাজ বোল্ডহীরো লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া হন গমনে উদ্যত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল, ইংল থাকিয়া আরও অনেক বিষয় দেখিব, কিন্তু তাহা হই না। লণ্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও অনেক নগর আমে লিভারপুল বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। বারমিংহাম—এ নগরে তরোয়ার ছুরি, কাঁচি, ষ্টিলপেন প্রভৃ প্রস্তুত হয়। মাঞ্চেস্টর,—এই নগরে নানা প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কয়েকটা ব্যতীত ইংল আরও অনেক প্রধান নগর আছে।

আমি আয়র্লণ্ডে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম । আয়র্লণ্ড ইরীস্‌দিগের বাসস্থান, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিম সীমা-
ত এক দ্বীপ, ও ইংলণ্ডের শাসনাধীন । ইংলণ্ডের উত্তর
কে স্কটলণ্ড । স্কটলণ্ড অতি সুন্দর দেশ । স্কটলণ্ডের
ধিবাসীদিগকে স্কচ্‌ কহে । স্কচেরা অতি সামাজিক এবং
ক্রমান । এদেশে দুই প্রকার লোক আছে । তাহার
দ্ব্য পার্বতীয় প্রদেশবাসীদিগকে হাইলাণ্ডার, এবং
মুন্ডলবাসীদিগকে লোলাণ্ডবাসী কহে । হাইলাণ্ডবাসী-
গের পরিচ্ছদ বিভিন্ন প্রকার । তাহারা হাঁটুর উপর
দ্যস্ত এক প্রকার ছোট ঘাগ্‌রা পরিয়া থাকে । হাঁটুর
মুভাগ খোলা রাখে । ইহারা যে ভাষায় কথা বার্তা
হ, তাহাকে ইরিস্‌ ভাষা বলে । ভারতবর্ষীয় লোকেরা
হাইলাণ্ডবাসী সৈন্তদিগকে নেঙটা গোরা কহে ।

তুমি ম্যাপ দেখিলেই এই সমস্ত স্থান দেখিতে
ইবে । আমি এই সকল স্থান দেখিবার নিমিত্ত অতি-
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ
মাদিগের জাহাজ চলিয়া যাইবে বলিয়া মনোরথ সিদ্ধ
নাই । লিও আমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইটালী
শ গমন করিলেন, এবং আমিও হলণ্ড যাইবার
মত জাহাজে আরোহণ করিলাম ।

আমি তোমাদিগকে ইংলণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে
ইলাম, সময়ান্তরে বিস্তারিত বিবরণ কহিবার মানস

রহিল। ইংলণ্ড অতি সুন্দর দেশ। ইহার চারিদিকে
সুপ্রসিদ্ধ নগর, এবং প্রত্যেক নগর জনতায় পরিপূর্ণ।
ইংলণ্ডের অধিবাসীর সন্খ্যা প্রায় দুই কোটি সত্তর লাখ
এবং এত দিনে লোক সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। ইংলণ্ডের
লোকসংখ্যা প্রায় ইউনাইটেড্‌স্টেটের দ্বিগুণ হইতে
ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড এই দুই দেশকে একত্র গ্রেটব্রিটেন
কহে। এ দেশে ধনীর সন্খ্যা অনেক বটে, কিন্তু অধিকাংশই
দরিদ্র। এক সহস্র আট শত বৎসর পূর্বে
গ্রেটব্রিটেনবাসীরা সম্পূর্ণ অসভ্যাবস্থায় কালযাপন
করিত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইহারা উন্নতিপথে
পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিয়া, এক্ষণে পৃথিবীর এক
প্রধান সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেন
অনেক মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে
দেশ পৃথিবীর এক প্রধান প্রতাপশালী দেশ মধ্যে
হইয়াছে।

— — —
অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

তলণ্ড ।

আমরা জাহাজে পাল তুলিয়া টেমস্ নদী দিয়া সমুদ্র
পথে যাত্রা করিলাম। জাহাজ নদীর মুখে আসিতেই
আসিতেই রাত্রি উপস্থিত হইল। এই সময়ে মল্লিকায়
বায়ু বহিতেছিল, এবং যামিনী, কুজ্জ্বটিকা বশতঃ যো

কারে আচ্ছন্ন হইল । আমাদিগের জাহাজ পালভরে ৫ বেগে যাইতেছিল । কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা এক ণশক্ অবগে চমকিত হইলাম ; বোধ হইল যেন আমাদিগের জাহাজ কোন পর্বতে প্রতিহত হইল । সত্বর হরে অসিয়া বুঝিতে পারিলাম আমাদিগের জাহাজ একখানি জাহাজে প্রতিহত হইয়াছে, এবং থাকার দই আমরা চমকিত হইয়াছিলাম । থাকা এমনত লে লাগিয়াছিল, যে সে জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া জল-হইবার উপক্রম হইয়াছে । আমরা সত্বর জাহাজস্থদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলাম, এবং কয়েক ক পিনেসে উঠাইতেছি, ইতিমধ্যে জাহাজখানি গর্ভে নিমগ্ন হইল । আমরা যে কয়েকজনকে তুলিয়া ম, তাহার মধ্যে কাণ্ডেন, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি শিশু ন, আর দুই জন নাবিক ছিল । কাণ্ডেনের নাম ক । হটরীক হলণ্ডবাসী । তাঁহারা হলণ্ডের প্রধান হইতে আসিতেছিলেন । হটরীক কহিলেন, যে তিনি পরিবারে পরিবৃত্ত হইয়া কয়েক বৎসরাবধি এই ক্ষুদ্র জে বাস করিতেছিলেন । বস্তুতঃ হলণ্ডের কাণ্ডেন-র এই রীতি, যে তাঁহারা পুত্র পরিবার সহ জাহাজেই স্থান নির্দিষ্ট করেন । আমরা লণ্ডন হইতে ছয় সপ্ত মধ্যে আম্বেটার্ডাম নগরে পৌঁছিলাম ।

নবম পরিচ্ছেদ।

হলণ্ডের মধ্যে আমেস্টার্ডাম এক বৃহৎ নগর, এখানে হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ডচ্ কহে ইহা তোমরা জান ডচ্দিগের ভাষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার Huis (বাড়ীকে) Huis হইল, ঘোটককে পার্ড এবং কুকুরকে Hund (ছুণ্ড) বলিয়া থাকে।

আমি কাপ্তেন হটরীকের সহিত আমেস্টার্ডাম নগর দেখিতে গমন করিলাম। পশ্চিমধ্যে যাইতে যাই এক প্রকার অপূর্ব গাড়ী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম এই গাড়ীতে চাকা বা স্প্রীং কিছুই নাই, কেবল কয়েকখণ্ড কাষ্ঠের উপর স্থাপিত। পশ্চিমধ্যে কাপ্তেন হটরী হলণ্ডের অনেক বিবরণ কহিতে লাগিলেন। হলণ্ড আমেস্টার্ডাম ব্যতীত হেগ, রটার ডম্, লীডন, হারলম প্রভৃতি অনেক নগর আছে। তাহার মধ্যে হেগ নগর রাজার বাসস্থান।

হলণ্ড দেশ অতি সমতল, এবং চারি দিকে খাল দ্বারা বেষ্টিত। অধিবাসীরা সচরাচর নৌকাযোগে গতায়াত করিয়া থাকে। হলণ্ডের অধিকাংশ ভূভাগ জলমগ্ন কিন্তু ইহার ডাইক্‌স দ্বারা জলকে স্থলে পরিণত করা আছে। আবার কোন কোন সময়ে জল প্রবাহে ডাইক্‌ ভগ্ন হইয়া লোকের আবাস স্থান প্লাবিত হয়, এবং অনেকের প্রাণহানিও হইয়া থাকে। কাপ্তেন হটরীক

ন, এদেশে Stork সারস নামে এক প্রকার পক্ষী
 আছে। সারস দেখিতে প্রায় হংসের স্থায়, সারসদিগের
 নক জননী বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে সম্ভানগণ তাহা-
 গকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। হলণ্ডবাসীরা
 সারস পক্ষীর অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে। এদেশীয়-
 গের এই প্রকার সংস্কার যে, যদ্যপি কোন সারস
 হারও বাটীর উপর বাসা করে, তাহা হইলে গৃহ-
 মীর সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে। কেহ ভ্রমক্রমেও সারস
 পক্ষীর উপর কোন অত্যাচার করে না, এই নিমিত্ত প্রতি
 হের উপরে সারসপক্ষীর কুলায় দেখা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ ।

মহামুভব পিটারের গল্প ।

আমেস্টার্ডেম নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে সার্ডাম
 নামক এক নগর আছে। অতি পূর্বকালে এই নগরে
 রাজ নিশ্চিন্ত হইত এই কারণে, এই স্থানে অনেক
 পিটারের বাস ছিল। এই ছুতারদিগের মধ্যে মাফটারপিটার
 নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা কি কেহ মাফটার
 পিটারের গল্প শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, বলিতেছি
 শুন কর। একদিবস ছুতার মণ্ডলী মাফটার পিটারকে
 দয়ার সম্রাট বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইল,
 ৫ পরস্পর বলিতে লাগিল, ইনি সম্রাট হইয়া কি

নিমিত্ত সামান্য লোকদিগের সহিত সামান্য কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ?

পিটার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আমি রুসিয়া দেশের সম্রাট রুসিয়া এই স্থান হইতে অনেক দূর উত্তরে অবস্থিত আমার প্রজারা জাহাজ নির্মাণ করিতে জানেন না । ঐ প্রকারে জাহাজ নির্মাণ করিতে হয়, ইহাই জানিবা নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছিলাম । এক্ষণে আমি শিখ করিয়াছি, এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিব । এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পিটার স্বদেশে যাইয়া প্রজাদিগকে জাহাজ নির্মাণ এবং অপর পর কারুকার্য শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

পিটার রুসিয়া দেশে সেন্টপিটসবর্গ নামক নগর স্থাপন করেন, এবং অত্যাশ্চর্য্য অনেক মহৎ কার্য সম্পাদ করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন । এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে (Peter the great) মহাত্মা পিটার কহিত সৎকার্য্য করিলেই সকলে সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিত থাকেন । স্বার্থপর লোকেরা দেশের অধীশ্বর হইলে লোকেদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হন না ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

আমরা কয়েক সপ্তাহ আমের্ফোর্ডেম নগরে অতিবাহিত

রিয়া ডেন্মার্কের যাত্রা করিলাম, এবং ডেন্মার্কের রাজ-
নী কোপেনহেগেন নগরে উপস্থিত হইলাম। ডেন্মার্ক-
সীরা তাহাদিগের স্বদেশীয় ভাষায় কথাবার্তা কহে।

এক দিবস আমি বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম,
এক রাস্তার এক স্থানে জনতা হইয়াছে, এবং এক
ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানী করিতেছে। আমি গোল-
বাগের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে
নতীর নিকট গমন করিয়া দেখি, যে ধৃত ব্যক্তির চতু-
দিকে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে দেখিতে
হইলাম না, কেবল জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি
রাজী কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলাম। আমি অধিক
চীতুহলাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া
খি যে, যে ব্যক্তিকে তাহার টানাটানী করিতেছে সে
মীর পরিচিত জেক্সিন্স। আমি বিনয় সহকারে তাহা-
গকে কহিলাম যে তোমরা এই ব্যক্তিকে মুক্ত কর,
কিন্তু কেহই আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। অব-
শেষে আমি বলপূর্বক তাহাদিগের হস্ত হইতে জেক্সিন্সকে
মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া, যে তাহার হাত ধরিয়াছিল,
তাহাকে এক ধাক্কা দিলাম। সে একটু পশ্চাদ্বর্তী হইবা-
ত্র আমি জেক্সিন্সের সহিত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ
করিলাম। কিন্তু অতি অল্পদূর যাইতে না যাইতেই,
তাহারা আসিয়া আমাদিগকে পুনর্ব্বার বেষ্টিত করিল।

তাহাদিগের মধ্য হইতে দুই বা তিন ব্যক্তি জেঙ্কিন্সকে ধরিল, এবং চারি পাঁচ জনে আমাকে বেষ্টিত করিল আমি ইহাদিগের সহিত বাক্য ব্যয় বৃথা মনে করিলাম কারণ, তাহারা কেহই আমাদিগের ভাষা বুঝিতে সমর্থ নহে। তাহারা অবশেষে আমাদিগকে কারাগারে লইয়া গেল, এবং এক অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল জেঙ্কিন্সকে আমি এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, কোন ব্যক্তি একজনের একটা ঘড়ী অপহরণ করিয়াছে এবং ইহারা আমাকেই সেই ব্যক্তি মনে করিয়া ধরিয়াছে। ইহাই সমস্ত গোলযোগের কারণ আমি কাপ্তেন ফিলিপ্কে এই সকল বৃত্তান্ত এবং আমাদিগের দুর্দশার বিষয় বলিয়া পাঠাইলাম। তিনি সহজে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন আমরা দুই এক দিবসের মধ্যে কারামুক্ত হইলাম।

আমি অতি অল্পকাল ডেন্মার্কের অবস্থান করিয়া ছিলাম। ডেন্মার্কবাসীরা নৃত্যগীত অতিশয় ভালবাসে আমি একদিবস ডেন্মার্কের এক পথ দিয়া গমন করিতে দেখিলাম, একব্যক্তি রাস্তার মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া আছে। তাহার নিকট গমন করিয়া অবগত হইলাম যে, সে মদ্যপান করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃত্যু পড়িয়া আছে। সে দিবস অতি শীতল বায়ু প্রবাহি হইতেছিল, এই নিমিত্ত তাহার শরীর এবং অঙ্গুলী সমূহ

। অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। আমি অন্যান্য লোকের
হায্যে তাহাকে তাহার বাটী লইয়া গেলাম। বাটীতে
ব্যক্তির স্ত্রী এবং তিনটী পুত্র ছিল। রাত্রির মধ্যেই
আপন পুত্র এবং পরিবারদিগকে অকূল পাথারে
সাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। এই ব্যাপার অব-
াকন করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে প্রত্যেক
ককে পানদোষ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব।

ডেন্মার্ক ও অতি সমতল দেশ। এখানে সচরাচর
ক্ষুধাটকা হইয়া থাকে। ডেন্মার্কের অধিবাসীর সংখ্যা
য় বিশ লক্ষ হইবে। আমরা যে সময়ে তথায় গমন
রিয়াছিলাম, সে দেশের তৎকালীন রাজার নাম সপ্তম
ডব্রীক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুইডেন্।

কোপেন হেগেন নগরে এক মাস অতিবাহিত করিয়া
মরা কুসিয়ায় সেন্টপিটার্সবর্গে যাত্রা করিলাম।
মরা ইউরোপের ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে
পেন হেগেন হইতে সেন্টপিটার্স বর্গ যাইতে হইলে
টিক সাগরই প্রশস্ত পথ। আমি জেকিন্সকে অনুরোধ
লে তিনি আমাদিগের সহচর হইলেন, এবং আমরা

জাহাজারোহণ করিয়া সেন্টপিটসবর্গ অভিমুখে প্রস্থান করিলাম ।

জেকিন্স আমার পূর্বে আমেরিকা হইতে ইউরোপে উপস্থিত হইয়া সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টকহলমে কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন । তিনি পথিমধ্যে উক্তদেশ সম্পর্কীয় অনেক গল্প করিতে লাগিলেন ।

জেকিন্স কহিলেন ষ্টকহলম নগরে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা রাত্রিকালে পাহারা দিয়া থাকে । এদের এই দলভুক্ত লোকদিগকে (Watch man) ওয়াচ ম্যান কহে । ওয়াচম্যানেরা রাত্রিকালে “সর্ববশক্তিমান, পশু মেশ্বরের মহান্ন, অগ্নি হইতে আমাদিগের নগরকে রক্ষা করুন” এই বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিতে থাকে । সুইডেন যদিও অতি বিস্তৃত দেশ, কিন্তু প্রায় সমস্ত স্থান পাহাড় পর্বত এবং বন জঙ্গলে আবৃত । এদেশে অধিবাসীরা সবল এবং প্রিয়দর্শন । সুইডেনে প্রায় জিলা লক্ষ লোকের বাস । এখানে শীত অতিশয় প্রবল । সুইডেনে এই প্রকার এক প্রথা আছে, যে তাহারাদের মাসের প্রথম দিবসে এক প্রান্তরে যাইয়া, অগ্নি জ্বালিয়া সেই স্থানে আমোদ আহ্লাদে রত হইয়া, আমোদ প্রকাশ করিতে থাকে । আবার যে দিবস হইতে গ্রীষ্মের হ্রাস হয়, তাহার সেই দিবসে নিশাকালে প্রান্তরের বর্ষা ভাগে এক ধ্বজা পুতিয়া তাহার চারি দিকে নৃত্য করে ।

ইরূপে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া তাহারা ধর্ম্মা-
য় গমন করে, এবং ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় যাচঞা
করিয়া পুনর্ব্বার আমোদে প্রবৃত্ত হয় ।

আমি তোমাদিগকে সুইজারলণ্ডের এক রাজার
গাস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই দেশে অতি পূর্ব্ব-
লে দ্বাদশ চারল্‌স (Charles the XII.) নামে
এ রাজা ছিলেন । তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে
ংহাসনে অধিকৃত হন । ডেন্মার্ক, প্রুসিয়া, রুসিয়া
ভূতির সন্ধিকটস্থ রাজগণ চারল্‌সকে অতি অল্পবয়স্ক
খিয়া মনে করিলেন, যে তাঁহারা অতি সহজে চারল্‌সের
জ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন । মনোমধ্যে এই
র করিয়া তাঁহারা চারল্‌সের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ
রিতে লাগিলেন । এদিকে চারল্‌স এই সমস্ত ব্যাপার
গত হইয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একেবারে
ম্মার্ক আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন । ডেন্মার্ক উপস্থিত
বামাত্র একদল ডেন্স সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল,
৭ উভয় সৈন্য তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল । অবশেষে
রল্‌স যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সন্ধি করিলেন, এবং
ম্মার্কের রাজাকে এই মর্মে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া
লেন, যে তিনি আর কখন সুইসদিগের উপর কোন
কার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেন না । এই প্রকারে
ম্মার্কের অধিপত্যকে সন্ধিসূত্রে বন্ধ করিয়া প্রত্যাভর্তন

কালে লাভাতে রুসিয়ান এক দল সৈন্যকে পরাস্ত করেন। রুসিয়ান সৈন্যদল, চারলসের সৈন্যগণ অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ছিল, এবং পিটার তাহাদিগের সৈন্যক ছিলেন। এই ঘটনার পরেই চারল্‌স সসৈ পোলাণ্ডে যাত্রা করেন, এবং পোলাণ্ডরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর এক জনকে অভিষেক করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়ে এ প্রকার উদ্বিজ্ঞ হইছিলেন, যে অবশেষে রুসিয়ানদিগের দেশে গমন করি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অভিলাষী হন। রুসিয়ান অন্তর্গত পোর্টোলা নামক এক নগরে, চারল্‌সের সৈন্যগণ রুসিয়ান সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তুংস্‌গ্রামের পর চারল্‌সের সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া প্রসকলেই নিহত হইল। চারল্‌স অনন্যোপায় হই কয়েকজন সহচরের সহিত পলায়ন করিলেন, কিন্তু রুসিয়ান সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। চারল্‌স অকস্মেৎ তুরক্ষে উপস্থিত হইয়া স্থলতানের শরণাপন্ন হই শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। এই স্থানে তিনি পীড়িত ভাগ করিয়া ক্রমাগত দশ মাস কাল শয্যাগত রহিলে

এই প্রকারে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া চারল্‌স এই স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলে কিন্তু একে তুরক্ষ হইতে তাঁহার দেশ অনেক দূর, তাহা

বার তিনি চারিদিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, সুতরাং পলায়নের কোন আশু সুযোগ পইলেন না । অবশেষে রল্‌স অনেক চিন্তার পর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া টী মাত্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, শত্রু মধ্য হইতে পলায়ন রিলেন, এবং অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া সুইডেনে পস্থিত হইলেন ।

এই সকল ঘটনার পরেও চারল্‌সের রণকণ্ঠ্যুন বৃত্ত না হওয়াতে, তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ রিয়া নরওয়ে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন ।

এক দিবস তিনি শত্রুদিগের পার্শ্ব দিয়া যাইতে-লন, এমন সময়ে শত্রুগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মান ছাড়িল । চারল্‌স গোলা দ্বারা আহত হইবামাত্র ত্ত মাত্রে সেই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

তোমাদিগের সকলের মনোযোগ সহকারে চারল্‌সের স্তু পাঠ করা কর্তব্য । ইহাঁর বৃত্তাস্ত তোমাদিগের তিপ্রদ হইবে । চারল্‌সের বৃত্তাস্ত পাঠ করিলে মরা-জানিতে পারিবে, যে তিনি এক জন সাহসী য, এবং প্রজাগণের উপকার করিয়া যশোলাভ তে ইচ্ছুক ছিলেন । প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই নে কত শত লোককে বধ করিয়াছেন এবং আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নরওয়ে।

নরওয়ে ইউরোপের উত্তরভাগে অবস্থিত। অত্র লোকেরা ডেন্স ভাষায় কথাবার্তা করে। ইহারা ডেন্স দিগের ন্যায় সুরাপানে আসক্ত নহে। নরওয়েবাসী অতি সরল এবং আতিথেয়। নরওয়ের উত্তরভাগের সমুদ্রে একটা পাক আছে, তাহাকে মেলট্রুম কহে। এদেশবাসী ইহার অবস্থাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া বর্ণন করিয়া থাকে কতকগুলি লোকে কহে, এই পাকের জল চতুর্দিকে মহাবেগে বর্ত্তলাকার হইয়া ঘুরিতেছে, এবং বজ্র শব্দে ন্যায় অনবরত শব্দ হইতেছে। কোন জাহাজ ঘটনাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে পাক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং জলের আঘাতে চূর্ণ হইয়া পাকের মধ্যস্থ উচ্চশির হইয়া সাগর গর্ভে প্রবেশ করে। কোন কালে সময়ে বৃহদাকার তিমি মৎস্য অতি দূর হইতে জল বো আকৃষ্ট হইয়া পাকের মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয় তিমি মৎস্যেরা আবর্ত্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইবামাত্র জানি পারিয়া বিধিমতে পলাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু যখন জানিতে পারে যে পরিভ্রাণের আর কোন উপায় নাই, সেই সময়ে অতি করুণসূচক আর্তনাদ করিতে করি আবর্ত্তমধ্যে নীত হয়, এবং জলবেগে প্রাণত্যাগ করে

জেক্সিন্স নরওয়েতে যান নাই, কিন্তু সুইডেনে গ

ন কালীন এই দেশের অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন ।
 নি কহেন বহু পশুর মধ্যে এখানে বহু বরাহের সম্মা-
 ধক । এখানকার বহু বরাহগণ কাহারও কোন অপ-
 র করে না । কথিত আছে একজন নরওয়েবাসী এক
 নদী পার হইবার নিমিত্ত এক নৌকাতে আরোহণ
 রিয়া পর পারে যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে
 বহু বরাহ তীর হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক তরণীতে
 স্থিত হইল, এবং নৌকার এক পার্শ্বে উপবেশন
 রিল । তরণী পর পারে উপস্থিত হইবামাত্র বরাহ
 গীর ভাবে এক লক্ষ তীরে পতিত হইয়া অভীষ্ট দেশে
 স্থান করিল ।

নরওয়ে দেশের এই এক প্রকার রীতি, যে কোন ব্যক্তির
 দেহ সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার কালে এক ব্যক্তি
 র সর্ববাঞ্চে বেহালা বাজাইতে বাজাইতে গমন করে ।
 দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে “তুমি
 মরিলে ? তোমার স্ত্রী পুত্র তোমাকে ভাল বাসিত
 না” এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ।

নরওয়েতে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ লোকের বাস । এদেশে
 হরাজা নাই, অধিবাসীরা সুইডেনের রাজাকেই আপ-
 নাদের অধীশ্বর বলিয়া মানে । সুইডেনের প্রধান নগর
 গেন । (Bergen) এদেশ গ্রীষ্মকালে অতিশয় উষ্ণ এবং
 কালে সেই পরিমাণে শীতল হয় । নরওয়েবাসীরা

শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করে। এদেশে এ প্রকার শীতল যে এক শত বৎস পূর্বে এক দিবস প্রায় সপ্ত সহস্র হুইস সৈন্য এক পক্ষ উল্লঙ্ঘন করিতেছিল, তাহারা পর্বতের কিয়দূরে আসিয়া মাত্র শীত প্রভাবে তাহাদিগের শরীর অবশ হইয়া আসে এবং অতি অল্প কাল মধ্যে প্রত্যেকে যে যে ভাবে ছিল সে সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ল্যাপলাণ্ড।

ল্যাপলাণ্ড ইউরোপের উত্তর দিকের প্রান্তভাগে স্থাপিত। ল্যাপলাণ্ডে একটীও বৃহৎ নগর নাই। এতে অতি অনূর্ব্বর, এবং অধিকাংশ স্থান মরুভূমিতে ব্যাপ্ত। ল্যাপলাণ্ডের অধিবাসীরা বায়াবর, অর্থাৎ তাহাদিগের বাসস্থানের কোন স্থিরতা নাই। এদেশীয়েরা শীতকাল কুটীরে এবং গ্রীষ্মকালে হরিণচর্মনির্মিত তাম্বুতে কালতিপাত করিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল এ স্থানে শীত অতিশয় প্রবল থাকে। শীতকালে রাতি ভাগ অধিক হয়, এমন কি দুই তিন মাস কেহ সূর্য মুখ দেখিতে পায় না। এই সময় আরো বোরিয়ন নামক নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের উপর ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগের অ

ায় ভক্তি । প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল
দখা যায় । এদেশবাসীরা ইম্প্রুভমেন্ট কার্যে এবং সকল
প্রকার আপদ বিপদের পরামর্শ বিড়ালকে জিজ্ঞাসা
করিয়া থাকে । ইহারা অরণ্যে শিকার বা মৎস্য ধরিতে
ইহার কালে কাল বিড়ালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় ।
ল্যাপলাণ্ডের লোকেরা চক্রহীন শকটে আরোহণ করিয়া
অন্ততঃ গমনাগমন করে । হরিণই এদেশীয়দিগের
প্রধান সহায় । যদি ইহারা হরিণের সাহায্য না পাইত,
তাহা হইলে কোন ক্রমেই ল্যাপলাণ্ডে মনুষ্যের বসতি
ইত না । দেখ ল্যাপলাণ্ডবাসীরা হরিণ দ্বারা চক্রহীন
কট চালায়, হরিণের মাংসে জীবিকা নির্বাহ করে, এবং
হরিণের চর্মে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ করে, ও
হা দ্বারা তন্তু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস
করিয়া থাকে । এদেশজাত হরিণকে রেন্ডিয়ার বা
বল্গা হরিণ কহিয়া থাকে । বল্গা হরিণ এক দমে বিশ
ফ্রাশ গাড়ী টানিয়া যায় । জগদীশ্বর সকল দেশীয়
লোকদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত এক এক উপায়
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ।

হরিণ ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগের জীবনোপায়, আরব বা
ইহারা বাসীরা উষ্ট্রদ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্বাহ
করিয়া থাকে, এবং কামেস্কাট্কাবাসীরা কুকুরের সাহায্য
লব্ধ করে । এই প্রকার প্রত্যেক দেশেই এক এক

প্রকার পশু মনুষ্যের সাহায্যে ত্রুতী আছে । ইহা ঘাট
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পশুগণ আমাদের জ্ঞান
সমূহের সহায় ; সুতরাং পশুদিগের উপর নির্দয় ব্যবহা-
করা মনুষ্যগণের কর্তব্য কর্ম্য নহে । বালক বালিকাগণ
আমার বোধ হয় তোমরা এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া
কদাপি পশুদিগের উপর ক্রীড়াচ্ছলেও নিষ্ঠুর ব্যবহা-
ত্রুতী হইবে না ।

ষষ্ঠ দশ পরিচ্ছেদ ।

সেন্টপিটার্সবর্গের বিবরণ ।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা কোপেনহেগেন্ পরি-
ত্যাগ করিয়া সেন্টপিটার্সবর্গে উপনীত হইলাম । সেন্ট
পিটার্সবর্গ অতি বিস্তৃত নগর, এবং রুসিয়ার রাজধানী ।
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে, যে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে
মহাত্মা পিটার (Peter the great) এই নগর স্থাপন
করেন । রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মুর্থ, কিন্তু অনেক
কেই সর্বদা প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকে । এ
দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ধনী লোকদিগের ক্রীতদাস
রুসিয়ার ধনবান লোক ক্রীতদাসদিগের উপর অতিশয়
দুর্ব্যবহার করিয়া থাকেন । পৃথিবীর সমস্ত দেশ অপেক্ষ
রুসিয়া অতি বিস্তৃত । এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায়
এক কোটি দশ লক্ষ হইবে । অধিবাসীর অধিকাংশ দরি-

বং অসত্য । আমি সেন্টপিটার্সবর্গে ক্রমাগত দুই মাস
ল অবস্থান করিয়া অনেক বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলাম ।

এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে আমার একজন
রাজ ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয় । তিনি মস্কো
গে ব্যবসায় কার্য্য করিয়া থাকেন । আমি কোতু
লাক্রান্ত হইয়া, মস্কো প্রভৃতি অন্যান্য নগরের বিবরণ
জ্ঞাসা করাতে, তিনি আহ্লাদ সহকারে, আমাকে
দ্যোপান্ত কহিলেন । মস্কো নগর মহাত্মা পিটারের
স্থান ।

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের সম্রাট নেপো-
লিয়ান বোনাপার্টী, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে,
সিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । রুসিয়াতে শীতের
য়ঙ্কর প্রাচুর্য্য দেখিয়া, নেপোলিয়ন মস্কোনগরে শীত-
ল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে নগরমধ্যে
বিষ্টি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এ দিকে রুসি-
নেরা বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত নগরস্থ গৃহ সমূহে অগ্নি
দান করিল । অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া গৃহ হইতে
হাস্তরে, এবং এক পথ হইতে অন্য পথে পতিত হইতে
গিল । নেপোলিয়ন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে
শাস্ত হইয়া সৈন্যগণের সহিত পলায়ন করিলেন ।
দীপ্ত হতাসন কয়েক দিবসাবধি চারি দিক গ্রাস করিতে
গিল । প্রাবৃত্তকালীন মেঘের আয়, প্রভূত ধূমরাশি

গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, দিবাভাগকে নিবিড় অন্ধকারে পরিণত করিল, এবং অতি সত্বর, প্রায় সমুদয় মন্সোনগর, ভস্মাবশেষ লইয়া গেল। এ দিকে নেপোলিয়নের সৈন্যগণ পলায়ন কালীন প্রভূত তুষার রাশিতে সমাহিত হইতে লাগিল, এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন মাত্র, বিভ্রাটের ও দুর্দশার সংবাদ লইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইল।

রুসিয়ানদিগের ভ্রমণের শকট অতি সুখপ্রদ। তাহার চক্রহীন শকটের উপর পশুলোম বিস্তরণ করিয়া সমস্ত তৈজসপত্র লইয়া তাহাতে আরোহণ করে। শকটে সচরাচর চারি কিস্বা ছয় ঘোড়া যোজনা করে, এবং অধিক দূর যাইতে হইলে তাহারা শকটমধ্যেই পানাহার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পশ্চিমধ্যে অবতরণের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। অতিশয় শীতের সময় এই প্রকার গাড়ীতে কোন ক্লেশ হয় না। আমি সেন্টপিটার্স বর্গে অবস্থান কালীন প্রাঙ্কোভিয়া নাম্নী এক যুবতী কন্যার গল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম। প্রাঙ্কোভিয়ার গরু তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, অনুমান করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লপোলোফ নামক এক ব্যক্তি রুসিয়ায় বাস কতেন। কোন সময়ে রুসিয়ার সত্ৰাট, বা জ্ঞান, লপে

নাফের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে দ্রুত এবং একটী
শিশু কন্যার সহিত আসিয়াস্থিত সাইবিরিয়া দেশে
নিবাসিত করিয়াছিলেন। সাইবিরিয়া অতি অরণ্যময়
দেশ, এবং সেন্টপিটার্সবর্গ হইতে অনেক দূরে অব-
স্থিত। এদেশের অরণ্যের সর্বস্থানই বন্যজন্তুতে পরি-
পূর্ণ, এবং কয়েকজন নির্বাসিত ব্যক্তি ব্যতীত এখানে
ন্য লোকের বাসস্থান নাই। সুতরাং এমতস্থলে
পৌলোফ যে, কোন বন্ধু বান্ধব পাইবেন তাহারও
স্বাভাবনা ছিল না। মানব জাতির স্বভাব এই যে তাহার
কি সহবাস ব্যতিরেকে কদাপি নির্জজন স্থানে বাস
করিতে সমর্থ হয় না, এবং এই নিমিত্ত নির্বাসিত
ব্যক্তিদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সুতরাং
পৌলোফও সেই কষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান
নাই। লপৌলোফের শিশু কন্যাটির নাম প্রোস্কোভিয়া।
প্রোস্কোভিয়া কালক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল।
প্রোস্কোভিয়ার স্বভাবটী প্রীতিপ্রদ ছিল বলিয়া, তাহার
তা মাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

এক দিবস প্রোস্কোভিয়া দেখিল যে তাহার পিতা
উৎসাহিতান্তঃকরণে বসিয়া আছেন, এবং জননী
দিতোছেন। প্রোস্কোভিয়া তাঁহাদিগের এই প্রকার
স্বাভাবিক দর্শন করিবামাত্র দ্রুতগতি পিতা মাতার সমীপ-
গামী হইল, এবং কহিল তোমাদিগের কি হইয়াছে;

তোমরা কাঁদিতেছ কেন ; আমাকে বল, আমি তোমা-
দিগের দুঃখ দূর করিব। এই কাব্য শ্রবণ করিয়া
প্রাকোভিয়ার মাতা কহিলেন, বাছা ! আমরা এককালে
সেন্টপিটার্সবর্গে বাস করিতাম। সেখানে আমাদের
ধন ছিল, বন্ধু ছিল, সহায় ছিল, এবং সুখ ছিল। কিন্তু
দুঃখ্য বশতঃ সম্রাট আমাদের এই দূরবর্তী বিজন
স্থানে নির্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা অতি
দুঃখের দশায় কালাতিপাত করিতেছি।

প্রাকোভিয়া কহিল মা ! আমি সম্রাটের নিকট গমন
করিয়া কহিব যে আমার পিতা নির্দোষ। আরও কহি
যে আমরা সেখানে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি
এবং অবশেষে অতি কাতরতার সহিত সেন্টপিটার্সবর্গে
প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিব। সম্রাট অতি
দয়ালু, বোধ হয় এ প্রকার যথাযথ প্রার্থনা অগ্রাহ্য
করবেন না। প্রাকোভিয়ার পিতা মাতা প্রথমে
তাহাকে সম্রাটের নিকটে গমনের মানস হইতে নিবৃত্ত
হইতে কহিলেন, কিন্তু প্রাকোভিয়ার পীড়াপীড়ির
অগত্যা সন্মত হইতে হইল। সন্মত হইলেন বটে, কিন্তু
পশ্চিমধ্যে পাছে প্রাকোভিয়ার কোন বিপদ উপস্থিত
হয়, এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

প্রাকোভিয়া সেন্টপিটার্সবর্গে বাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত
হইল। তাহাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, কিন্তু সম্রাট

ইবার কেহ নাই, পথথরচের এক পয়সাও সম্বল
হ। প্রাক্‌স্কোভিয়া জামু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট
অসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিল “হে পরমেশ্বর!
মৈ অসহায়ের সহায়, নির্ধনের ধন, আমি তোমার
পর নির্ভর করিয়া বহুদূরস্থিত অপরিচিত দেশে যাইতে
প্র্যত হইলাম। আমি একাকিনী, আমার সঙ্গে কেহ
ই, অসহায়া হইয়া গভীর অরণ্য, বিজন প্রান্তর, ভয়ঙ্কর
ভূমি, এবং অত্যুচ্চ পর্বত পার হইতে হইবে, প্রভু;
মি আমার সহায় হও এবং তোমারই উপর নির্ভর
রিয়া আমি অকূল দুরাশা সাগরে ঝাপ দিলাম।” এই
কারে প্রার্থনা সমাপন করিয়া প্রাক্‌স্কোভিয়া পিতা
তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পদব্রজে সত্রাট
নীপে প্রস্থান করিল।

এক দিবস প্রাক্‌স্কোভিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যাই-
ছে এমন সময়ে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং অতি
ক্ষণ পরেই তাহার সম্মুখবর্তী পথে এক প্রকাণ্ড
কুরুহ শাখা প্রশাখা সহিত, বায়ুবেগে ভূমিতলে পতিত
ল। - প্রাক্‌স্কোভিয়া ভয়ত্রস্তা হইয়া নিবিড় অরণ্যে
বেশ করিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, প্রাক্‌স্কো-
ভিয়া আর গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না।

প্রথমে পথভ্রষ্টা হইয়া অন্ধকারেই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া
ড়াইতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে ক্ষুধায় কাতর, এবং

জলে আর্দ্র হইয়া, সমস্ত রাত্রি সেই বিজন বিপিনে আ-
 বাহিত করিল। প্রভাত হইবামাত্র এক ব্যক্তি সহস্র
 সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রাক্‌স্কাভিয়ার এই প্রকা-
 অবস্থা অবলোকন করতঃ দয়ার্দ্ৰ হইয়া তাহাকে একখানি
 গাড়ীতে উঠাইয়া গ্রাম মধ্যে লইয়া গেল। গ্রামে উপস্থিত
 হইয়া শকট হইতে অবতরণকালে প্রাক্‌স্কাভিয়ার পদ-
 মন হইল, এবং সে কাদায় পড়িয়া গেল, ও তাহার সর্বায়
 কর্দমাক্ত হইল। প্রাক্‌স্কাভিয়া এই প্রকার অবস্থা
 প্রত্যেক বাটীর দ্বারে দ্বারে, গমন করিয়া আশ্রয় প্রার্থন
 করিল, কিন্তু আশ্রয় প্রদান দূরে থাকুক সকলেই তাহাকে
 দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। কেহ কহিল এটা চোর,
 কেহ বলিল এটা অতি দুষ্ক লোক, এবং গ্রামস্থ বালকেরা
 তাহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া চোর চোর বলিয়া
 তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে লাগিল। প্রাক্‌স্কাভি-
 নিক্রপায় ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, এক ধর্ম্মালয়ে
 সমীপবর্তী হইল, এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া দেখে
 যে, দ্বার রুদ্ধ। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মালয়ে
 সোপানে উপবেশন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রার্থনায় নিযুক্ত
 হইল। এই সময়ে এক স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত
 হইল, এবং প্রাক্‌স্কাভিয়ার এই প্রকার অবস্থা দর্শন
 করুণার্দ্ৰ হইয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল, এবং
 যথোচিতরূপে আহার করাইয়া কয়েকখানি বস্ত্র প্রদান

রিল । প্রাস্কোভিয়া এই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থান
রিয়া, সেই স্ত্রীলোকটীকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য
শে প্রস্থান করিল ।

এইরূপ অবস্থায় কিছু কাল থাকিতে শীত উপস্থিত
ল। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রুসিয়াতে অত্যন্ত
তের প্রাচুর্ভাব । শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবামাত্র
রি দিক হইতে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইল । প্রাস্কো-
য়ার শীতবস্ত্র কিছুই ছিল না, সুতরাং তুষার ধবলিত
। দিয়া যাইবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ।
হার সৌভাগ্যবলে এক ব্যক্তি চক্রেহীন শকটারোহণে
ই পথ দিয়া যাইতে যাইতে প্রাস্কোভিয়ার নিকটবর্ত্তী
ল, এবং তাহার দুর্দশা দর্শনে করুণার্দ্ৰ হইয়া তাহাকে
পন শকটে উঠাইয়া লইল । প্রাস্কোভিয়ার শীতবস্ত্র
ই দেখিয়া তিনি, একটা মেঘ চর্ম্মের কোট তাহাকে
লন । এই প্রকার কয়েক অনেক দূর অতিবাহিত
রয়া প্রাস্কোভিয়া অবশেষে পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং অধিক
গমনে অসমর্থ হইয়া এক দয়ালু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ
র । এই ব্যক্তির অনুগ্রহে চিকিৎসিত হইয়া ক্রমে
ম রোগ হইতে মুক্ত হয়, এবং কিছুকাল পরে বল-
প্ত হইয়া সম্রাট সদনে গমনোদ্দেশে প্রস্থান করে ।

পথে এই প্রকার অশেষ কষ্ট সহ করিয়া অবশেষে
স্কোভিয়া এক বৎসর পরে রুসিয়ার রাজধানী সেন্ট-

পিটার্সবর্গে উপনীত হয়, এবং সম্রাট প্রাসাদে গম
করিয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করে। সম্রাটমহিষী সান্স
গ্রহে তাহাকে নিকটে স্থান দিলেন। প্রাক্সোভিয়া মহি
ষীর অনুগ্রহে অনুগৃহীতা হইয়া আপনার বৃত্তান্ত আদ্যো
পান্ত নিবেদন করিল। মহিষী আনুপূর্বিক সমস্ত শ্রব
করিয়া করুণার্দ্ৰা হইলেন, এবং তাহার পিতামাতাকে
মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। প্রাক্সোভিয়া
প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানে যাইবার নিমিত্ত
রাজ্যকে অভিবাদন করিলে, তিনি তাহাকে কিছু অ
দিয়া সে দিবসের মত বিদায় দিলেন। রাজ্যী সম্রাট
সমীপে প্রাক্সোভিয়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে
সম্রাট তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃ
হইয়া সাইবিরিয়ায় এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। লপে
লোফ এবং তাহার স্ত্রী আপনাদিগের মুক্তির সংবা
শ্রবণ করিয়া, অতুল আনন্দে নিমগ্ন হইলেন, এবং অনতি
বিলম্বে সেন্টপিটার্সবর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন
কিছুকাল পরে সেন্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইলে, তাঁহা
দিগের প্রাক্সোভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রাক্সো
ভিয়া পিতামাতাকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন
করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। এই
প্রকারে লপোলোফ কণ্ঠ্যর সহিষ্ণুতা এবং সাহসে
শুণে, পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সেন্টপিটার্সবর্গে

খে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন । দেখ দেখি, সম্ভানগণ পিতামাতার কি পর্য্যন্ত উপকার করিতে মর্থ হয়, অসং সম্ভানগণ পরিবারের কণ্টকতুল্য হইয়া থাকে ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

পারলির প্রসিয়ায় যাত্রা ।

আমাদিগের সেন্টপিটার্সবর্গে পঁছছিবার অব্যবহিত সেই কাণ্ডে ফিলিপ আমাদিগের জাহাজ বোল্ডহীরো নি বিক্রয় করিয়া আর এক খানি জাহাজ নিযুক্ত করতঃ আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু আমি ইউরোপে অন্যান্য দেশ দেখিবার নিমিত্ত প্রকার কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, যে কোন প্রকারেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইলাম না । আমি নকীসের নিকটে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি আমার সহচর হইতে স্বীকৃত হইলেন । এই প্রকারে মরা দুই জনে সেন্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক নি জাহাজে আরোহণ করিয়া, বাল্টিক সাগরে উপস্থিত হইলাম, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে প্রসিয়া দেশের গিটজ নামক নগরে অবতীর্ণ হইলাম ।

গিটজ অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর । আমি এবং নকীস উভয়ে এই স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত

করিয়া, পরে প্রসিয়ার রাজধানী বারলীন নগরে উপনী হইলাম। পথিমধ্যে আমরা কখন বা পদভ্রজে, কখন ফেজ কোচে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এদেশের লোকের ফেজ কোচকে (Speed Wagon) অর্থাৎ দ্রুতগামী শকা কহে। আমরা প্রসিয়ানদিগের ভাষা বুঝিতে পারিতাম না বলিয়া অনেক সময়ে অসুবিধা হইত, কারণ প্রসিয়ানের জার্মানভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে জেনকীন্স অতি অল্প ফ্রেঞ্চ ভাষা কহিতে পারিত বলিয়া সম্পূর্ণ অসুবিধা হয় নাই, কারণ আমরা দেখিলাম যে, ইউরোপের সমুদায় দেশের লোকেই কতক পরিমাণে ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে।

প্রসিয়া দেশের অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কয়েক বৎসর গত হইল, এক দল শিকারী, পশুবধের নিমিত্ত প্রসিয়ার এক অরণ্যে প্রবেশ করে। তাহারা ইতস্ততঃ পশু অন্বেষণ করিতেছে, ইত্যবসরে বনের মধ্যে গম্বুজাকৃতি এক জন্তু দেখিয়া চমকিত হইল। শিকারীরা অদৃষ্ট পূর্ব পশুর নিকটবর্তী হইবামাত্র সে পলায়নে তৎপর হইল। শিকারীরা সেই জন্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, সে অতি দ্রুতবেগে নিকটস্থ পর্বতের এক গুহার প্রবেশ করিল। শিকারীরা কয় জনে গুহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া অবশেষে তাহাকে ধরিল। এই জন্তু বনমানুষ। বনমাণুষেরা বনে বাস করিয়া থাকে, কথা কহিতে পারে না

কেবল বানরের ন্যায় চীৎকার করে। বৃক্ষের পত্র এবং উদ্ভিদের মূলই ইহাদিগের উপজীবিকা। শিকারীরা তাহাকে ধরিয়া নগরে লইয়া গেল, এবং কথা কহা শিখাইবার বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না ! এই জন্তুর স্বভাব অতি ক্রুর। কেহ নিকটে আসিয়া কোন প্রকারে বিরক্ত করিলেই তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিত। বেচারী এত চেষ্টাতেও কোন ক্রমে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইল না।

তাহার পর আমরা বার্লিনে উপস্থিত হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে বার্লিন অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরের চতুর্দিক প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রসিয়ার রাজা (এক্ষণে সম্রাট) কোন সময়ে বার্লিনে এবং কোন সময়ে পোমেরানিয়া নগরে বাস করিয়া থাকেন। প্রসিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা আমেরিকার ইউনাইটেড-স্টেটের তুল্য। প্রসিয়াদেশের এই প্রকার রীতি যে তাহার। মস্তকের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করতঃ কেবল উর্দ্ধদেশে গোলাকৃতি কতকটা স্থানে চুল রাখে।

আমি তোমাকে প্রসিয়ার এক রাজার গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে প্রসিয়া দেশে ফ্রেড্রিক নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার রাজত্ব কালে প্রসিয়ার চতুর্দিকের রাজগণ একত্র হইয়া ফ্রেড্রিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ফ্রেড্রিকও যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং সেনানায়ক হন, এবং অনেক স্থলে যুদ্ধ করেন। কোন কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প রাজাই ফ্রেড্রিকের ন্যায় সেনানায়ক হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ফ্রেড্রিক্ কহিতেন যে, আমার সহ-যুতার নিমিত্ত যে সমস্ত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হয়, সে স্থলে আমি তাহাদে অধিনায়ক হইয়া বিপদ হইতে দূরে থাকিব, ইহা কখন কর্তব্য নহে। এই সমস্ত কারণেই লোকে তাঁহাকে (Frederic the great) মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ কহিত। তাঁঁ যুদ্ধজয়ী অপেক্ষা একজন পরোপকারক বলিয়াই বিখ্যা ছিলেন।

কথিত আছে মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ এক দিবস স্বী উপবেশন গৃহে বসিয়া আছেন, এমন কালে ভৃত্যে ডাকিবার প্রয়োজন হওয়াতে ঘণ্টা বাজাইলেন। কি ঘণ্টার শব্দে কেহই উপস্থিত হইল না দেখিয়া, তাঁঁ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া দেখেন। তাঁঁহার বালক ভৃত্য একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া নিদ্রাগত আছে। বালক ভৃত্যেরা সচরাচর সামান্য আঙ্গ প্রতিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, এবং সর্বদা আজ্ঞাব থাকাই তাহাদিগের কর্তব্য।

মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ তাহাকে জাগাইবার নিমিত্ত অগ্রসর

হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, বালকের পকেটে এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে। তিনি কোতূহলা-ক্রান্ত হইয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত অতি আন্তে তাহার পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। এই পত্রখানি বালকের মাতা পাঠাইয়া-ছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বালক আপনার বেতনের কয়দংশ মাতার সাহায্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিল, তাহার মাতা সেই অর্থ পাইয়া এই লিখিয়া পাঠায়াছিলেন যে, হ্যাঁ ! পরমেশ্বর তোমার ভাল করিবেন, এবং তুমি সচ্চরিত্রতার পুরস্কার পাইবে।

ফ্রেড্রিক্ পত্র পাঠ করণানন্তর ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার তাহে প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েকটা ডুকেট (প্রসিয়া দেশের এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা) বাহির করিয়া পত্রের সহিত সেই বালক ভৃত্যের পকেটে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার সজোরে ঘণ্টা বাজাইবামাত্র ভৃত্যের মদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং সে তটস্থ হইয়া রাজার সম্মুখে পস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন তোমার স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হইয়াছিল ? ভৃত্য নত্নভাবে ক্ষমা আর্থনা করিবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে সহসা পকেটে হাত পড়াতে চমকিত হইয়া উঠিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, এবং রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহার কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না। রাজা

তাহাকে কহিলেন তোমার কি হইয়াছে ? ভৃত্য রাজার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, মহাত্মা ! বোধ হয় কোন ব্যক্তি আমার সর্বনাশের উদ্যোগ করিতেছে। এই টাকা কি প্রকারে আমার পকেটে আসিল, আমি তাহার কিছুই জানি না। রাজা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বন্ধো ! আমাদিগের নিদ্রিতাবস্থাতে পরমেশ্বর সর্বদা করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। এই টাকা তুমি তোমার মাতার কাছে পাঠাইয়া দাও, এবং আমার প্রণাম জানাইয়া কহিও যে, অন্য হইতে আমি তোমার এবং তোমার মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলাম।

সর্বপ্রধান যুদ্ধ জয় অপেক্ষা মহাত্মা ফ্রেড্রিকের এই সমস্ত কার্য্যই যথার্থ প্রশংসার কার্য্য। বেচারী ভৃত্য যে কেবল কর্তব্য কৰ্ম্ম অবহেলনের নিমিত্তই ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, তাহা নহে, সে মাতার প্রতি অবিচলিত ভক্তির পুরস্কারও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাত্মা ফ্রেড্রিকের যে কেবল এই সমস্ত গুণ ব্যতীত আর কিছু ছিল না, তাহা নহে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ধৰ্ম্ম সম্পর্কে যদি তাঁহার অধিক ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি সংসারের আরও সুখী হইতে পারিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পারলির ভিয়ানায় গমন।

জেন্‌কীন্স এবং আমি এক সপ্তাহ বার্লিনে অবস্থান করিয়া, অষ্টীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে গমন করিলাম। আমরা পদব্রজেই গমন করিয়াছিলাম। জর্মনির সরাই সকল অতি কোঁতুকাবহ। দেখিতে অনেকটা গোলাবাড়ীর সদৃশ, এবং অশ্ব, গাভী, গর্দভ, শূকর ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবজন্তু এই স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা পথশ্রান্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছি, এমন সময়ে একটা কোলাহল শব্দে জাগ্রত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখি যে একদিকে কতকগুলো শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতেছে, অন্য দিকে, গর্দভে চীৎকার করিতেছে, এবং সকল প্রকার জন্তুর স্বর একসঙ্গে মিলিত হইয়া একটি মহাকলরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জর্মনীর অরণ্যে বন্য শূকরের অত্যন্ত উপদ্রব। ইহারা সম্মুখস্থ দুইটী দন্ত দ্বারা অগ্রবর্তী শত্রুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। শূকর শিকার জর্মনির বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের একটি প্রধান আমোদ। একদিবস আমরা জর্মনির এক অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি যে একটা বন্য শূকর অতি দ্রুতবেগে পলাইতেছে। তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম যে, প্রায় দশ বারটা শিকারী কুকুর তাহার পশ্চাদ্বর্তী হই-

যাচ্ছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া, একটা, শূকরের কাণ, এবং আর একটা, গ্রীবদেশে কামড়াইয়া ধরিল। শূকর সজোরে গাত্র সঞ্চালন করাতে দুইটা কুকুরই ভূতলে নিষ্কিপ্ত হইল, এবং শূকরও এই অবকাশে আপন তীক্ষ্ণ দস্ত দ্বারা কুকুর দুইটার উদর বিদীর্ণ করিয়া পলাইতেছে, ইতিমধ্যে এক অশ্বারূঢ় পুরুষ অশ্ব হইতে লক্ষ্য প্রদান পূর্বক তাহার সম্মুখবর্তী হইল। শূকর তাঁহাকে দস্তাঘাত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবকাশে তিনি নিমেষ মধ্যে একটা স্ত্রীতীক্ষ্ণ বর্ষা দ্বারা তাহার গ্রীবদেশ ভেদ করিলেন, বর্ষা গ্রীবাভাগে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চারিদিক রক্তে প্লাবিত হইল, এবং শূকরও ঘুরিয়া ভূমিতলে পড়িল।

শূকরের এই অবস্থা দেখিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি সজোরে ভেঁপু বাজাইতে লাগিলেন, এবং তাহার অলক্ষণ পরেই আরও কয়েকজন অশ্বারূঢ় পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত আমরাও অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সমীপবর্তী হইলাম, এবং শিকারীদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলাম যে, শূকরহস্তা কেবল একজন শিকারী নহেন, তিনি অষ্ট্রিয়াদেশের সম্রাট, এবং অপরাপর অশ্বারোহী তাঁহারই সম্ভ্রান্ত পারিষদ। স্ত্রীতীক্ষ্ণ বল্লম প্রয়োগে ক্ষিপ্ত হইল না হইলে, শূকর শিকারে গমন করা অসংসা-

সিকের কার্য্য। আমরা এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ভিয়েনা নগরে উপস্থিত হইলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিয়ানা নগর।

ডানিউব ইউরোপের সর্বপ্রধান নদী, এবং এই নদীর
দ্বারা ভিয়ানা নগর স্থাপিত। ভিয়ানা নগর দেখিতে
অতি মনোরম এবং প্রীতিপ্রদ, ও ইউনাইটেডষ্টেটের
কল নগর অপেক্ষা বৃহৎ। ভিয়ানার অধিবাসীরা অতি-
য আমোদপ্রিয়। শীতকালে ডানিউব নদীর জল
দ্বারা পরিবর্তিত হইলে, নগরবাসীরা নানা প্রকার চক্র-
শকটে আরোহণ পূর্বক নদীর উপর বহুবিধ ক্রীড়া,
এবং কেহ কেহ পর্য্যটন করিয়া থাকে। এমন কি স্ত্রীলো-
করাও এই আমোদের সাহায্য করিয়া থাকে। চক্রহীন
কট গুলির আকার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।
কতগুলি অশ্বের ন্যায়, কতগুলি হংসের ন্যায়, এবং
কতগুলি ব্যাঘ্রের আকারের মত নিশ্চিত হয়। এই
কারের গাড়ীকে এখানে স্লেজ্ কহে।

স্ত্রীলোকেরা শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোমজাত
বস্ত্র ব্যবহার করে, এবং অনেক প্রকার বহুমূল্য শিরো-
বিশিষ্ট পরিধান করিয়া থাকে। ঘোটক কিস্মা হরিণ দ্বারাই

স্নেহ টানাইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক ঘোটকের গলার চতুর্দিক কিষ্কিনী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেয়। ভিয়ানা নগরের নিকটবর্তী এক উদ্যান আছে, তাহাকে প্রেটার কহে। এই উদ্যানের পরিসর প্রায় চারি মাইল। গ্রীষ্ম কালে বহুসংখ্যক লোকে এই স্থানে সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। উদ্যানে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে, কোথায় এক দল বালক ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও প্রণয়ি যুগল এক বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বা কতকগুলি লোক উচ্চৈঃস্বরে সংগীতালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বালিকারা একত্রিত হইয়া রঙ্গুক্রীড়া করিতেছে, এবং উদ্যানের নিভৃতস্থানে গম্ভীরপ্রকৃতি পণ্ডিতেরা বসিয়া সংসারের আদি, অন্ত, কার্য্য, কারণ, সুখ, দুঃখ, মায়ামোহ প্রভৃতি চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। এই উদ্যানটিকে দেখিলেই প্রমোদ কানন বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্ট্রিয়া।

অষ্ট্রিয়া অতি বৃহৎ দেশ। এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটের দ্বিগুণ হইবে। ভিয়ানা ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি বড় বড় নগর আছে।

অষ্ট্রীয়ার কতকগুলি অধিবাসী অতি পরিশ্রমী এবং কতকগুলি অতি অলস। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকই শিল্পী। ইহারা ঘড়ী নির্মাণে অতিদক্ষ, এবং প্রতি বৎসর এদেশে অনেক ঘড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালক মালিকাদিগের নিমিত্ত অনেক প্রকার পুতুলও এখানে নির্মিত হয়। আমরা একদিবস একটা গ্রামের প্রতিক্রপ দেখিলাম। প্রতিক্রপটি অতি সুন্দর, এবং স্তূকোশলৈ নির্মিত হইয়াছে। এই প্রতিক্রপের মনুষ্যাকৃতি পুতলিকাগণ প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ (Inch) এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বেড়াইতেছে, কতকগুলি কৰ্ম্মে নিযুক্ত আছে, এবং কতকগুলি নৃত্য করিতেছে। প্রতিক্রপের এক প্রান্তরে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ রণসজ্জায় প্রস্তুত হইয়া গমন করিতেছে, এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন জয়টাক্ বাজাইতেছে।

বোধ করি তোমরা সকলে কলে দাবা খেলার গল্প শ্রবণ করিয়াছ। এই আশ্চর্য্যজনক পুতলিকাটিও এই স্থানে নির্মিত হইয়াছিল। এই কলে একটা তুরক্ষ দেশীয়ের প্রতিক্রপ স্থাপিত আছে। তাহার সম্মুখে টেবিল, এবং দাবা বড়ে স্থাপিত। কেহ একটা বড়ে চালিলেই সেই পুতলিকাও চালিবে। এমন কি কেহই এপর্য্যন্ত এই পুতলিকাকে খেলায় পরাস্ত করিতে পারে নাই। এই যত্নত পুতলিকা পৃথিবীর সর্বস্থানেই দর্শনার্থ নীত হইয়া-

ছিল, এবং এখানে লণ্ডনে ক্রীফেল প্যালেসে স্থাপিত আছে। এদেশে জিপ্সী নামক এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা যাযাবর, অর্থাৎ তাহাদিগের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। পুত্র পরিবার লইয়া ইউরোপের সর্ববস্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। জিপ্সীরা কহে, তাহারা লোকের অদৃষ্টলিপি বলিতে পারে; কিন্তু অপহরণ কার্যই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়।

এক দিবস জেন্‌কীন্স এবং আমি ভ্রমণ করিতে করিতে এক আরণ্যে উপস্থিত হই, এবং সেই খানে দিবাবসান হয়। আমরা অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে এক আলোক দেখিতে পাইলাম। আমরা রাত্রিকালে বনের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে সেই আলোক স্থানে উপস্থিত হই, এবং দেখি যে প্রায় বিশজন জিপ্সী সেখানে বসিয়া আছে।

আমরা তাহাদের সমীপবর্তী হইয়া কহিলাম যে, আমরা পথ হারাইয়াছি, এবং অদ্য এই স্থলেই রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা অনুগ্রহপূর্বক কিছু খাদ্য এবং একটু শয়নের স্থান প্রদান কর। তাহারা আমাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইল, এবং কিছু মাংস, রুটী, ও মদ্য আনিয়া দিল। আমরা আহার করিয়া তাহাদিগেরই এক তাম্বুতে শয়ন করিলাম। অন্ধ রাত্রে পদ সঞ্চালন শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি সভয়ে

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখি যে, একজন জিপ্সী জেন্‌কীন্সের সমীপবর্তী হইয়া তাহার পকেট অনুসন্ধান করিতেছে। আমি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া জেন্‌কীন্সকে ডাকিবামাত্র সে ব্যক্তি পলায়ন করিল। জেন্‌কীন্স পকেটে হাত দিয়া দেখে, যে তাহার বিশ ডলার সেই ব্যক্তি অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে। আমরা যামিনীর অবশিষ্ট ভাগ বসিয়া কাটাইলাম, এবং প্রাতঃকালে অপহরণ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলাতে তাহারা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল “যদি তোমাদিগের ধনরক্ষারই বাঞ্ছা ছিল, তাহা হইলে কোন সৎসঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হইত।” আমরা ইতি কৰ্ত্তব্য বিমুঢ় হইয়া সেই স্থান হইতে অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলাম, এবং উভয়ে বিবেচনা করিলাম, যে, আজি আমাদিগের একটা শিক্ষা লাভ হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

তুরকের বিবরণ ।

তুরুক দেশ অষ্ট্রিয়ার পার্শ্বে অবস্থিত। আমরা তুরকে গমন করি নাই। কারণ, পূর্বেই অবগত হইয়াছিলাম যে, তুরকের অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর, এবং তাহারা বাইবেলে বিশ্বাস করে না। মহম্মদনামক এক ব্যক্তি তাহাদিগের ধর্মপ্রচারক, এবং মহম্মদ লিখিত কোরাণই ইহাদিগের ধর্মপুস্তক। কোরাণ অনেক আশ্চর্য্য কথায়

পরিপূর্ণ। মুসলমানেরা সেই আশ্চর্য ঘটনা গুলিকে অতি আগ্রহসহকারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কোরাণের এক স্থানে লিখিত আছে, যে এক দিবস রাত্রি কালে মহম্মদ স্বর্গে নীত হন, এবং স্বর্গীয় অনেক আশ্চর্য জনক ব্যাপার দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নরলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। তুরুকেরাও এই সকল ঘটনাবলী নিঃসন্দেহ চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

কনস্টান্টিনোপল তুরুকের রাজধানী। এই নগর পৃথিবীর অতি বৃহৎ নগর সমূহের মধ্যে পরিগণিত। তুরুকের ভূপালকে সুলতান্ কহে। সুলতান্ অনেকগুলি বিবাহ করেন, এবং তাহাদিগকে সুলতানা বলে। তুরুকের অধিবাসীরা শ্রমসাধারণ করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় তাক্কুটপ্রিয়। কোন কোন লোকের তামাক খাইবার ন প্রায় ছয় ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

তুরুকবাসীরা চেয়ার টেবীল ব্যবহার করেন, তাহারা জানু পাতিয়া ভূমির উপরেই উপবেশন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে আহারের সময় কাঁটা ছুরি প্রভৃতির ব্যবহার নাই। এক ব্যক্তি মাংস প্রভৃতি খাদ্য কাটিয়া দেয়, এবং অপরাপর সকলে আহার করিতে থাকে। তুরুকদেশে টুপীর ব্যবহার নাই। লোকে শিরজা (পাগড়ী) ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুরুকের দক্ষিণ দিকে গ্রীসদেশ। গ্রীসদেশের অধি

বাসীকে গ্রীক কহে। গ্রীকেরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। তুরস্কেরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এককালে গ্রীসদেশ তুরস্কের অধীন ছিল, এবং এই সময়ে গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অনেক অত্যাচার সহ করিয়াছে।

গ্রীসদেশ যে কেবল দেখিতেই সুন্দর তাহা নহে, আদিমকালে গ্রীসদেশবাসিগণ পৃথিবীর প্রধান সুসম্ভ্য সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য ছিল। যদি কখন গ্রীসদেশে ভ্রমণ করিতে যাও, দেখিবে সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত নগরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও শোভা পাইতেছে। গ্রীসদেশে আথেন্স নামে একটা বিখ্যাত নগর আছে। এই নগরে মিনার্তা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও বর্তমান আছে, তাহাকে পারথিওন কহে। এই মন্দির সত্যযুগে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার শোভা বিনষ্ট হয় নাই।

গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা অতি সাহসী, সরল, বিদ্বান, এবং শিল্পী ছিল। ইহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে জরাক্সেস নামে পারস্যদেশে এক প্রবল প্রতাপাশ্রিত নরপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। গ্রীকেরা প্রকার অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, যে

অবশেষে জরাক্স্ গ্রীস জয় অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

গ্রীসদেশ সম্পর্কীয় অনেকগুলি মনোরম গল্প আছে। আমি তাহার মধ্যে তোমাদিগকে একটা গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। এক কালে গ্রীস দেশে ডেমন্ এবং পিথিয়স্ নামে দুই ব্যক্তি বাস করিত। তাহাদিগের পরস্পরের অত্যন্ত মিত্রতা ছিল। কিছু দিবস পরে ডেমন্ কোন অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। ডেমন্ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সঙ্করূপ ভাবে রাজার নিকট এই প্রার্থনা করিল যে সে অন্তিমকালে একবার তাহার পুত্র পরিবারে দর্শন করিবে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া প্রাণদানে প্রস্তুত হইবে।

রাজা প্রথমে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু তৎপরে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ডেমন্ আপন পরিবারদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন না করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার বন্ধু পিথিয়স্ তাহার পরিবর্তে বন্দী থাকিবে। যদি ডেমন্ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইবে। পিথিয়স্ রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ডেমনের স্থানে বন্দী হইল, এবং ডেমন্ পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল।

ডেমনের পরিবারেরা কিছু দূরে ছিল এই নিমিত্ত তাঁহার ঘাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

অবশেষে ডেমন্‌গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পরিজন-দিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত দেখিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। কারণ, কালবিলম্ব হইলে প্রিয়বন্ধু পিথিয়সের প্রাণদণ্ড হইবে। এক্ষণে বিদায় হই। ডেমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র পরিবার ডেমনের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং কহিল, আমরা তোমাকে কখনই ঘাইতে দিব না।

এদিকে রাজা ডেমনের কাল বিলম্ব দেখিয়া ডেমন্‌হার প্রত্যাগমন করিবে না, ইহাই স্থির করিলেন, এবং তাহার পরিবর্তে পিথিয়সকে বধ্যভূমিতে লইয়া ঘাইতে আদেশ দিলেন।

পিথিয়স বধ্যভূমিতে নীত হইল, এবং এক উচ্চ ক্ষেত্র উপর দাঁড়াইলে, চারিদিকে সহস্র ২ লোক উচ্চ হুঁমি বেষ্টন করিল। রাজাও পারিষদবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সকলেই মনে নিশ্চয় করিল যে পিথিয়সের মৃত্যুকালে আসন্ন। ইতিমধ্যে জনতা মধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে ইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, আমাকে পথ দও, পথ দেও, গমন করি। এই বাক্য শ্রবণে সকলেই

বিশ্বায়ান্ত্রিত হইয়া দেখে যে, ডেমন্ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তীব্রবেগে বধ্যভূমির অভিমুখে আসিতেছে। ডেমন্ জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের নিকটবর্তী হইল, এবং পিথিয়সের গলা ধরিয়া কহিল, আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমি আসিয়াছি, আর তোমাকে জীবন বিসর্জন দিতে হইবে না, আমিই এক্ষণে মরিতে প্রস্তুত আছি। রাজা পিথিয়স, এবং ডেমনের অকপট মিত্রতা দর্শন করিয়া করুণার্দ্ৰ হইয়া কহিলেন, ভয় নাই, তোমাদিগের কাহাকেও মরিতে হইবে না, আমি তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি, এবং এক্ষণ হইতে তোমরা স্বাধীন হইলে। আপনাদের অভিষ্ট স্থানে গমন কর, এবং অকপট মিত্রতার উপমা জগৎবাসীদিগকে দেখাও। রাজবাক্যে সমস্ত লোক মহা কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং বন্ধুদ্বয়ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গ্রীকেরা পুরাকালে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে কালযাপন করিয়া, অবশেষে দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, তাহারা রোমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের অধীনস্থ হয়। এই সময় হইতে তাহাদিগের সমস্ত গৌরব অন্তর্মিত হয়, এবং গ্রীকেরা মহৎ হইতে সামান্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া তাহারা তুরস্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের

অধীনস্থ হয়। তুরস্কেরা গ্রীকদিগকে দাসের ছায়া ব্যবহার করিত। অবশেষে গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল, এবং তুমুল সংগ্রামের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিল ও অনেক দিনের পর গ্রীসে পুনর্ব্বার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এক্ষণে গ্রীকেরা স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইটালী নগর।

আমরা ভিয়ানায় এক মাস অতিবাহিত করিয়া ইটালীর প্রধান নগর রোমে উপনীত হইলাম।

রোম নগর ইটালীর একটি প্রধান স্থান। রোমে, (St. Peter's church) সেন্টপিটার্চর্চ নামে এক মন্দির আছে, তাহার মত বৃহৎ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। ইটালীর প্রধান যাজক এই মন্দিরে বাস করেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান যাজককে পোপ্ কহে, এবং তিনিই রোমের রাজা। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় পোপকে প্রায় দেবতাস্বরূপ গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন পোপ্ কোন কার্য্য

অথবা সম্পাদন করেন না। কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি, রোমের অনেক পোপ্ অতি দুষ্ক লোক ছিলেন।

রোম নগরে এবং ইটালীর অপরাপর ভাগে অনেক প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেগুলি আজও দেখিতে অতি মনোহর।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বের রোমের অধিবাসীরা তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণ পর্য্যন্তও তাহাদিগের কৌতুকলাপ অবনৌমণ্ডলে দেদীপ্যমান আছে। রোমে কোলিসিয়ম নামক প্রাসাদ আজি পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। এই প্রাসাদ দুই সহস্র বৎসর পূর্বের নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। কোলিসিয়মের আকার একটি নাট্যশালার ন্যায়, এবং ইহার পরিসর এত, যে এই স্থানে বহুসহস্র লোকের সমাবেশ অতি স্বচ্ছন্দে নিৰ্ব্বাহিত হইতে পারে। রোমের পূর্বকালের অধিবাসীরা অতি ক্রমতাশালী ও ঋদ্ধিমন্ত ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ইহারা তৎকালে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক্ষণ পর্য্যন্তও পৃথিবীর কোন স্থানই রোম নগরের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ, বা নগরের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিতে পারে নাই।

ইটালীতে নেপল্‌স নামে আর একটি সুন্দর নগর আছে। নেপল্‌সের নিকটেই বিসুভিয়স নামে আগ্নেয়গিরি আছে। এই পর্বত হইতে অগ্নি নির্গত হইতে আরম্ভ

হইলে, সহস্র সহস্র বজ্রাঘাতের স্থায় শব্দ হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্রভূত ধূম ও গলিত ধাতু নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ নগর সমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে ।

আঠার শত বৎসর পূর্বে একবার এই পর্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নিকটস্থ অনেক গ্রাম এবং নগর ভূগর্ভে নিহিত করে । এই সময়ে পম্পীয়াই ও হারকুলিয়ন নামে দুই নগরও বিনষ্ট হইয়া যায় । অবশেষে অতি অল্পদিবস অতীত হইল পম্পীয়াই নগরের উপরিস্থ আবর্জনা স্থানান্তরিত করাতে সম্পূর্ণ নগর ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । অষ্টাদশ শত বৎসর ভূগর্ভ মধ্যে ছিল, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার প্রাসাদ এবং অট্টালিকা ও রাজপথ বিনষ্ট হয় নাই ।

তোমরা রোমের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার প্রাচীন কালের বিবরণ সকল জানিতে পারিবে । তবে এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর কোন রাজ্যই রোমের সমকক্ষ ছিল না । কিন্তু তাহার পরেই চিরকালের নিমিত্ত রোমরাজ্যের পতন হয় । রোম যে এক কালে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাই আজি পর্য্যন্ত জগতে সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।

ইটালীর আধুনিক অধিবাসিগণ তাহাদিগের পূর্ব-পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তাহারা রোমে বাস করি-

তেছে সত্য, রোমের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সত্য, প্রাচীন রোমানদিগের শোণিত তাহাদিগের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি, বল, বীৰ্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকদিগের কুসংস্কার দূর করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা মহাকুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

আমি রোমনগরে জেন্‌কীন্সের সহিত বিভিন্ন হইলাম। জেন্‌কীন্স আমেরিকায় যাইবার নিমিত্ত নেপল্‌স গমন করিলেন, এবং আমি সুইজারলণ্ডে গমন করিলাম। ইটালীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, ইটালীর অধিবাসীরা আঙ্গুর কুড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গুরের রসে সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা শুক্ক হইলে মনকা হয়।

অবশেষে আমি আল্প্‌স পর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইলাম। আল্প্‌স ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত। ইহার শিখরদেশ এত উচ্চ যে সর্ব্বদা বরফ আবৃত থাকে।

আমি ইতিপূর্ব্ব কখন আল্প্‌স পর্ব্বতে আসি নাই, সুতরাং চারিদিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে দিবাসান হইল। সূর্য্যকে অন্ত হইতে দেখিয়া, গম্ভব্যস্থানে

গমন করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে দেখি যে দশ বার জন লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাকে বেষ্টিত করিল।

আমি সভয়চিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা ইটালী ভাষায় উত্তর দিল, স্মৃতরাং আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া আমাকে ধরিল, এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ দূর্গে লইয়া গেল। তাহারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পথ দিয়া দুর্গভূমি এক গৃহে আমাকে রাখিয়া আসিল। আমি ক্ষণকাল এইখানেই থাকিলাম। আমার পার্শ্বস্থ লোকেরা যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার একটীও বুঝিতে পারি নাই। স্মৃতরাং তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতেও অসমর্থ হইয়াছিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম যে ইহারা দস্যু, আমার নিকট টাকা কড়ি যাহা আছে, তাহা অপহরণ করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য, অথবা হয় ত আমাকে বিনষ্ট করিতেও পারে। যাহা হউক, আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার সহিত যে দুটী পিস্তল ছিল, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, এবং মনে ঠিক করিলাম, যে গুরু বপস্তির সময় ইহার সাহায্য লইব।

আমি এই সকল চিন্তায় সময়ান্তিপাত করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, যে এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বোধ হইল, যেন ইহাকে কাথাও দেখিয়াছি, এবং তাহার আকার প্রকারে অনু-

মান হয়, যেন এই ব্যক্তিই দস্যুদের নায়ক হইবে।
অপর কতকগুলি লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া, কথা
কহিতে লাগিল। সে কথাগুলি আমার সম্পর্কীয়, তাহা
আমি আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম। তাহাদিগের
কথা শেষ হইলে, তিনি আমার নিকটবর্তী হইলেন,
এবং সম্মুখে আসিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। আমিও
বিস্ময়াব্বিত হইয়া দেখি, যে সেই ব্যক্তি আমার পূর্বপরি-
চিত লিও, ইহাকেই আমরা সমুদ্রতরঙ্গ হইতে বাঁচাইয়া
ছিলাম, এবং ইহার সঙ্গেই আমি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করি।

লিও যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি
কৃতদ্বন্দ্ব হন নাই। তিনি তাহার পারিষদদিগকে কহিলেন,
যে এই ব্যক্তি একসময়ে আমার প্রাণদান দিয়াছে। তৎপরে
আমাকে কহিলেন যে তোমার কোন ভয় নাই, আমার
দ্বারা তোমার কোন অপকার হইবে না, আমি কারি
প্রাতঃকালে তোমাকে গম্ভব্য স্থানে পঁছাইয়া দিব।

পর দিবস প্রাতঃকালে লিও আমাকে সঙ্গে করিয়া
আরণ্যমধ্য হইতে প্রকাশ্য রাস্তায় লইয়া গেল, এবং তৎ-
কালোচিত বাকাব্যয় করিয়া সম্ভাষণ পূর্বক বিদায়গ্রহণ
করিয়া সত্বর প্রস্থান করিল। আমি একবার ভাবিলাম
যে লিওকে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে কহি, কিন্তু
লিও ক্ষণকালও অপেক্ষা না করাতে, আমার মস্তব্য
কথা বলিতে পারিলাম না। আমি সেই পথ দিয়া গমন

ফরিতে করিতে অবশেষে সুইজার্ল্যান্ডের রাজধানী বার্ন নগরে উপস্থিত হইলাম ।

সুইজার্ল্যান্ডের অধিবাসীরা পর্বত এবং জঙ্গলময় प्रदेशে বাস করে । এদেশের অধিবাসীরা, নিরীহ, সরল, এবং প্রীতিপদ । বার্ন, জেনিভা, লসেনো, এই তিনটি নগর সুইজার্ল্যান্ডের মধ্যে প্রধান । এদেশের কেহ রাজা নাই, আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের ন্যায় সাধারণ ভায়ে রাজকার্য্য নির্বাহিত হয় ।

সুইসেরা স্বাধীনতাপ্রিয় । কিছু কাল অতীত হইল তাহারা অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ হয় । তৎপরে উইলিয়ম টেল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন । অষ্ট্রীয়ার শাসনকর্তা উইলিয়ম টেলের কার্য্য সকল জানিতে পারিয়া, টেল শাসনকর্তার অনুমতি পালন করেন কিনা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁশের উপর একটি টুপি রাখিলেন, এবং সমস্ত লোককে সেই বাঁশকে প্রণাম করিতে আজ্ঞা দিলেন । উইলিয়ম টেল তাহাতে সন্মত হইলেন না । শাসনকর্তা টেলের অবাধ্যতাতে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গাররুদ্ধ করিলেন । উইলিয়ম টেল ধনুর্বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন । শাসনকর্তা জেসলার তাঁহার নিপুণতা দেখিবার নিমিত্ত একটি আপেল ফল তাঁহার পুত্রের হস্তে রাখিয়া তাঁহাকে তাহা ভেদ করিতে কহিলেন ।

টেল প্রথমে ভয় হেতু কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, কারণ যদি তাঁহার শরসন্ধান ঠিক না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রিয়পুত্র আহত হইবে। কিন্তু শাসনকর্তা বহিলেন, যদিও তুমি আপেল ভেদ না কর তাহা হইলে তোমার পুত্রের প্রাণ দণ্ড হইবে।

. টেল অবশেষে অগত্যা আপেল ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধনুকে শর যোজনা পূর্বক তীর ছাটিলেন। তীর তীব্রবেগে আপেল ভেদ করিয়া দূপতিত হইল, টেলের পুত্র অব্যাহত রহিল।

এক দিবস গবর্ণর জেসলার টেলকে এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করিবার মান করিয়া, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছেন, এম সময়ে এক হ্রদ পার হইবার সময় মহা ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জেসলার অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং মৃত্যু অনিবার্য মনে করিয়া সন্ধ্যায় টেলকে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন। টেল স্বাভিমত প্রদেশে নৌকা বাহিতে লাগিলেন, এবং পর্বতের নিকটবর্তী হইয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক তীরে উপনীত হইয় পর্বত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

. ঐস্থান হইতে টেল পলায়ন করিয়া লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেশবাসীদিগকে স্বাধীনতাতে উত্তেজিত করিয়া শাসনকর্তা জেসলারের উদ্দেশে গমন করিলেন।

রিশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর গবর্ণরকে প্রাপ্ত হইয়া
ল স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করেন। এই ঘটনার পরেই
মন্ত সুইজার্ল্যান্ডবাসী একত্রিত হইয়া আষ্ট্রীয়ানদিগকে
শ হইতে দূর করিয়া দিল। এই সময় হইতেই
ইজার্ল্যান্ড স্বাধীন হইল।

এক ব্যক্তির অধ্যবসায় ও যত্নে দেশের কেমন উপ-
কার হয়, ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহৎ
ক্তির অধ্যবসায় ও যত্ন সংপথে প্রবর্তিত হইলে দেশের
সাধারণ উপকার হয়। এমন কি স্বদেশ তাহার উদ্-
গানে স্বাধীনতার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পারে। আর
দ লোকের অধ্যবসায় ও যত্নে দেশ মরুভূমিতে পরি-
ত হইয়া থাকে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্স।

অতি অল্পকাল সুইজার্ল্যান্ডে অবস্থিতি করিয়া আমি
লসে গমন করিলাম, এবং দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে
লসের রাজধানী পারিস নগরে উপনীত হইলাম।
ারিসের অধিবাসীর সখ্যা প্রায় লণ্ডনের অর্ধেক হইবে।
উরোপের সকল স্থান অপেক্ষা পারিস অতি আনন্দ-
য়ক স্থান। নগরবাসীরা সর্বদাই আমোদে রত থাকে,
ং পারিসের চতুর্দিক আমোদ স্থানে বেষ্টিত।

পারিসের এক স্থানে একটা কুঞ্জবন আছে, (Elysian field) তাহাকে ইলিসিয়ান ফীল্ড কহে। এই স্থানে সকলে একত্র হইয়া কেহ বা অশ্চালন, কেহ পদ চারণ, কেহ নৃত্য এবং কেহ গীত গাইয়া থাকেন। এই স্থানটী অতি মনোরম। এখানে সকলেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। পারিসের রাজপ্রাসাদ অতি বৃহৎ, এবং চারিদিক সুন্দর উপবনে বেষ্টিত। এই উপবনে অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে ভ্রমণ করিতে আইসেন, শত শত বালক চারিদিকে ক্রীড়া করিতে থাকে।

কিছুকাল পূর্বের পারিস নগরে ব্যাষ্টিইল নামে এক কারাগার ছিল। রাজা কাহারও উপর কুপিত হইলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই স্থানে কতকগুলি লোক প্রাণে বিনষ্ট হইত, এবং কতকগুলি ইহকালের মত তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ থাকিত। কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ যে পুনরায় আলোকের মুখ দর্শন করিবে তাহার আর কোন আশা ছিল না। যদি কখন রাজা কাহার উপর সদয় হইতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই এই ঘোর নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইত।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশীয় এক যুবক অনেক কালাবধি ব্যাষ্টিইল জুর্গে আবদ্ধ ছিল। সে ব্যক্তি যখন বৌবনকাল অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করে, এমন সময়ে রাজা তাহার উপর প্রমত্ত হইয়া তাহাকে কারাগার হইতে

মুক্ত করেন। তিনি মুক্তিলভ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত বন্ধু ইহ-কাল পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং পরিচিতের মধ্যে আর কেহই নাই। তিনিও কাহাকে চিনিতে পারিলেন না, অথ লোকেও তাঁহাকে চিনিতে অসমর্থ হইল। কারা-মুক্ত ব্যক্তি চারিদিক ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার কারাগারে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমি পুনর্ব্বার এই স্থানে আবদ্ধ থাকিব। কারণ পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাকে কেহই চিনিল না, এবং আমিও কোন ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই অন্ধকারগৃহই ভাল, আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল অন্ধকা-রেই যাপন করিব, এবং অন্ধকারেই প্রাণত্যাগ করিব।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুলাই শোড়ষ লুইসের সময় নেসনেল এসেমবলী দ্বারা ব্যাফ্টাইল প্রাসাদদুর্গ সমভূমি করা হয়। শোড়ষ লুইসের রাজত্বকালে ফ্রান্সে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, শাসন প্রণালী অতি কদর্য ছিল, এমন কি রাজা কোন ব্যক্তির উপর অতি সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট হইলেই তাহাকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে, ব্যাফ্টাইল প্রাসাদদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কোন কোন সময়ে কেহ বা অশ্রের মত ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে জীবন যতিবাহিত করিয়া কালকবলিত হইত।

ফ্রান্সের লোকেরা অনেক দলে বিভক্ত। তাহাদিগের

মধ্যে কতকগুলি রাজপক্ষ এবং কতকগুলি দেশীয় লোকদিগের পক্ষ, স্বদেশীয় লোকদিগের পক্ষকে নেসনে এসেমবলী কহে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই রাজা নেসনেল এসেমবলীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত পারিসে একদা সৈন্য প্রেরণ করেন। নেসনেল দলভুক্ত লোকেরা প্রথমে রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করে কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত না করায় সকলে একত্রিত হইয়া ব্যাফটাইল দুর্গ আক্রমণ করিয়া রাজার জীবন বিনাশে উদ্যত হয়।

নেসনেল এসেমবলীর লোকেরা প্রাসাদ দুর্গ ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তাহার পূর্বদিবস সদলে হোটেল ডি, ইনভ্যালিডস নামক স্থানে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করে। উক্ত স্থানের গবর্নর নেসনেল এসেমবলী লোকদিগকে অস্ত্র বহনের বাধা দেওয়া ছরুহ বিবেচনা করিয়া হোটেল ডি ইনভ্যালিডস (Hotel de invalids) ঘর মুক্ত করিয়া দিলেন। ডিইমন্ট নামক একব্যক্তি উহা দলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত নগরবাসীকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে কহিলেন।

এই প্রকার ঘোষণাতে পারিস নগরবাসী সকলে একত্রিত হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনাদল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল।

লাগিল, এবং সকলেই যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া
সমভূমিতে অবতীর্ণ হইল । ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই
জুলাই প্রাতঃকালে সেনাদিগের মহাকোলাহল আরম্ভ
হইল । সকলেই কহিতে লাগিল, আইস আমরা ব্যাফটাইল
দুর্গ অগ্রে সমভূমি করি । যদি তাহারা দুর্গ আক্রমণের
প্রতিজ্ঞা করিত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই মনোরথ
পূরণে সমর্থ হইত না । কারণ ব্যাফটাইলের চতুর্দিক উচ্চ
প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার নিম্নেই অগাধ-
লিল পরিখা সমস্ত দুর্গকে বেষ্টিত করিয়াছিল । প্রত্যেক
প্রাসাদের উপর দুর্জয় কামান স্থাপিত ছিল, এবং সহজে
যে নেসনেল এসেমবুলী ব্যাফটাইল প্রাসাদ দুর্গ জয়
করিতে সমর্থ হইত, তাহার কোন সন্দেহনা ছিল না ।
কিন্তু তাহারা ব্যাফটাইল সমভূমি করার প্রতিজ্ঞা করাতেই
অন্যাসে তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল ।

এই প্রকারে তাহারা ব্যাফটাইল সমভূমি করণে দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়া, স্বদলে ও সশস্ত্রে গ্রেটসেন্টএন্টনীষ্ট্রীট
দ্বারা স্বদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে উপনীত হইল ।

এদিকে দুর্গের গবর্ণর ডিলোনী, দুর্গ আক্রান্ত হইবার
পাশ্চাত্য দেখিয়া, সম্ভাব্যচিহ্ন স্বরূপ পতাকা উড়াইলেন ।
তাকা দেখিয়া প্রায় পাঁচ ছয়শত লোক একদল সৈন্য
হিত সেতুর উপর দিয়া দুর্গের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল ।
গবর্ণর তাহাদিগের সমীপবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ। তাহারা কহিল, অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ গ্রহণ ব্যতীত আমরা দিগের আর কোন অভিপ্রায় নাই। ডিলোনী তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে সেই স্থানে রাখিয়া সেতুর কপাট তুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, প্রাঙ্গণস্থিত লোকদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুর্গের চারি দিক হইতে ভীষণাকার কামান গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অগ্নিমূর্ধি গোলা সমূহ আগন্তুক নগরবাসীদিগের উপর পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের অধিকাংশই এই স্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

আক্রমণকারিগণ স্বদলস্থ লোকদিগের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং নগর হইতে আরও কতকগুলি সৈন্য ও কয়েকটা কামান সংগ্রহ করিয়া, অসংসাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা হিউলী নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। হিলী নামক সেনাদলভুক্ত এক ব্যক্তি, কয়েক গাড়ী খড়, এবং ঘাস সংগ্রহ করিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করেন। আগুন ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রভূত ধূমরাশি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া দুর্গবাসীদিগের নেত্র প্রতিরোধ করিল, সুতরাং তাহারা আক্রমণকারীদিগের কার্য্য সমূহ দুর্গে অভ্যন্তর হইতে কিছুই দেখিতে পাইল না।

দুর্গের গবর্ণর নগরবাসীদিগকে অসংসাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া, এবং দুর্গ সেতুর কিয়ৎ অংশ তাহাদিগের অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, প্রাসাদ দুর্গের চূড়া হইতে সন্ধিপতাকা উড়াইয়া দিলেন । কিন্তু নগরবাসীরা স্বদলস্থ লোকদিগের বিনাশে উত্তেজিত হইয়া এবং দুর্গ আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সন্ধিপতাকার উপর দৃকপাতও করিল না । গবর্ণর দ্বিতীয়বার পতাকা উড়াইলেন, তাহাও বিফল হইল । তখন গবর্ণর অনন্যোপায় হইয়া এই লিখিয়া পাঠাইলেন, যে যদি তোমরা যুদ্ধে নিরস্ত না হও, তাহা হইলে আমরা দুর্গস্থ সমস্ত বাসগৃহে অগ্নি প্রদান করিব ।

আক্রমণকারিগণ এই বাক্যে আরও উত্তেজিত হইয়া দিগন্তের সাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিল ।

শত সহস্র দর্শক চারিদিক হইতে আগমন পূর্বক চতুর্দিক বেষ্টিত করিল, এবং একজন জ্রীলোক সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বামাজনোচিত কোমল স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক এক কামানে স্বহস্তে অগ্নি প্রদান করিল ।

সৈন্যগণ দুর্গ সেতুর সম্মুখে কামান স্থাপন করিয়া দুর্গস্থ লোকদিগকে সেতু রক্ষার স্থান হইতে দূর করিল, এবং দুর্গসেতু অধিকার করিয়া লইল । গবর্ণর এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার পরের ছোট সেতুটী ভগ্ন করিবার উপক্রম

করিতেছেন, এমনত মময়ে, হিলী ও হিউলী, এবং মেইলাং নামক আর এক ব্যক্তি লক্ষ প্রদান পূর্বক ক্ষুদ্র সেতু নিকট উপস্থিত হইয়া, গবর্নরকে নিরস্ত হইতে কহিলেন গবর্নরও অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া সেতু নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পর্য্যন্তও দুর্গ লোকেরা গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে কো ফললাভ হইল না। নগরবাসিগণ গবর্নরকে পলায় করিতে দেখিয়া রণজয় শব্দে কোলাহল করিয়া উঠিল এবং শত্রুপক্ষীয় যে কেহ সম্মুখীন হইল, তাহারই প্রাণ নাশে তৎপর হইল। ক্রমে নগরবাসী এবং তাহাদিগে সৈন্যগণ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাসাদ দুর্গে সর্বোচ্চ চূড়া হইতে আপনাদিগের জয় পতাকা উড়াইল

যখন নগরবাসিগণ এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন, ইত বসরে কতকগুলি লোক গবর্নরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয় কোন স্থানেই তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইল না পরিশেষে আরণী নামক একব্যক্তি গবর্নরকে খুজি বাহির করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করাইল, এবং হিউলী ও হিলী সম্মুখে আনিয়া দিল। নগরবাসিগণ চারিদিক হইে গবর্নরকে বেষ্টিত করিয়া কেহ তাহার কোট খণ্ড খ করিয়া দিল এবং অপর কতকগুলি লোকে তাঁহাে নানা প্রকারে অবমানিত করিতে লাগিল। সর্বশেষে টেম্পলীমণ্ট নামক এক ব্যক্তি অসি প্রহারে গবর্নরে

শান্তিপাত্ত করিয়া স্বদল নির্ঘাতন জনিত ক্রোধের
শাস্তি করিল ।

গবর্নর হত হইলে পর, নগরবাসিগণ ডেপুটী গবর্নরের
হিত মিলিত হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া
দেল । কারাবাসিগণ ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন নরক সদৃশ
কারাগৃহে ভূগর্ভস্থ কীটবোনির ন্যায় বাস করিতেছিল । অন-
ন্তরত তামসী নিশার ন্যায়, অন্ধকারাবৃত গৃহে আবদ্ধ
থাকিয়া তাহারা দিবা এবং রাত্রির প্রভেদ বিস্মৃত হইয়া-
ইল বহুদিবস হইতে অন্ধকারে বাসনিবন্ধন পার্থিব পদার্থ
মুহূর্ত্তে থাকুক, মনুষ্যের আকৃতি পর্য্যন্ত তাহাদিগের
চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহাদিগের এ প্রকার
প্রত্যাশা কদাপি মনোমধ্যে উদিত হইত না যে, তাহারা
স্বাধীন পৃথিবীর আলোকাবৃত স্থানে প্রবেশ করিবে । সক-
লই স্থির করিয়াছিল, যে এই তাহাদিগের জীবনের চরম
সীমার বাসস্থান, এই স্থানেই তাহাদিগের পৃথিবীর সংশ্রব
বলুপ্ত হইবে এবং এইস্থানেই তাহারা জীবন বিসর্জন দিয়া
পার্থিব শরীর ভূগর্ভস্থ কীটদিগকে উপহার প্রদান করিবে ।
কারাবাসীরা এইপ্রকার নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া অনন্ত-
রূপে বাস করিতেছে, এমন সময়ে সহসা কারাগারের দ্বার
খরিদিক হইতে মুক্ত হইল । মরীচিমালীর প্রখর কিরণ
ত্রিবেগে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিল । ঘনঘটাচ্ছন্ন
তামসী নিশার বিজ্যাদালোকে ন্যায় সহসা কারাগৃহ

আলোকিত হইল। কারাবাসিগণ এই অদ্ভুতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপাত শঙ্কায় প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিল। পরে আলোকের স্থিতিকাল ব্যাপক দেখিয়া সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তাহারা এমন মনে করে নাই যে তাহাদিগের নরক যন্ত্রণার কাল অন্তমিত হইল, এবং সূর্য-কিরণ স্বেচ্ছা-বিস্তারের নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। কারাবাসিগণ চারিদিকে মহাকোলাহল শ্রবণ করিয়া কোঁড়-হলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইতেছে, এমনত সময়ে নগরবাসিগণ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের কারামুক্তি সংবাদ ঘোষণা করিলে কারাবাসিগণ মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাকোলাহল পূর্বক দলে দলে অন্ধকারাবৃত কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল, তাহাদিগের কক্ষাবশিষ্ট দেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ অন্ধমুদ্রিত চক্ষু এবং পুতিগন্ধযুক্ত চীর বসন দর্শন করিয়া সকলেই করুণার্দ্ৰ হইলেন এবং দুর্গ আক্রমণকারীদিগের মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কারাবাসিগণ কারাগৃহ হইতে দুর্গস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে, নগরবাসিগণ ব্যাঙাইল দুর্গ সমভূমি করিয়া স্বদলে জয়বাদ্য বাজাই (Hotel de villa) হোটেল ডি ভিলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা হোটেল ডি ভিলার সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই রাজপক্ষীয় এক দল সৈন্য সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং ডিলোঁ

প্রভৃতি কয়েকজন তাহাদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রকারে পারিসবাসীরা তিনি ষণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া ব্যাফাইল দুর্গ অধিকার পূর্বক নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। দিবাবসানে পারিস নগর আনন্দসূচক চিত্র-ধরূপ দীপমালায় শোভিত হইল।

ব্যাফাইল প্রাসাদ দুর্গ সমভূমি হইবার তিন বৎসর পরে ফ্রান্সের অধিবাসিগণ পুনর্ব্বার রাজদ্রোহী হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী এবং বহুসংখ্যক নগরবাসীকে হত্যা করে। ইহাকেই French Revolution বা ফরাসী রাজ-দ্রোহ কহে।

এই সমস্ত ঘটনার পরেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টী বিদ্রোহ হন।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে করিসিকারীপে প্রায় শতর বৎসর পূর্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জন্ম হয়। এইকালে খিবীতে এক ব্যক্তিও নেপোলিয়নের সমকক্ষ যোদ্ধা হইলেন না।

নেপোলিয়ন প্রথমভঃ ফরাসী দেশীয় একদল সৈন্যর অধিনায়ক হন, তাহার পর সেনাপতির পদে নিযুক্ত ইয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি অনেক ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে সমুদ্রার ইটালী দেশ অধিকার করেন। ইটালী জয় করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

করার পরেই ফ্রান্স দেশীয়েরা তাঁহাকে সজ্ঞাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেখ, যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের মধ্যে গণ্য ছিলেন, এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সজ্ঞাট পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া মনোহর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। যত্ন এবং অধ্যবসায় থাকিলে মানবগণ সকল অভিলাষ পরিপূরণে সমর্থ হয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন অতুল ঐশ্বর্য এবং সজ্ঞাট পদবী লাভেও সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ মনুষ্যের আশা কখনই একেবারে তৃপ্ত হয় না। যাহার যে পরিমাণে ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হয়, তাহার আশাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের নিকটবর্তী দুই এক রাজ্য অধিকার করিয়া অবশেষে সমগ্র ইউরোপের অধিপতি হইবার মানস করিয়া চারি দিকে সমরানল প্রজ্বলি করিলেন। নেপোলিয়ন অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং অনেক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য অধিকার করিয়া তদ্দেশ নরপতিদিগকে পদানত করিয়া রাখিলেন। জগতে প্রত্যেক রাজা সভয়ে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিল, এবং তিনিও উপযু্যপরি জয়শ্রীলাভে উল্লাসিত হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট আর কখনই অগ্রসর হইবে না, এবং কালে তিনি সমাগরাধারার এক ছত্র অধিপতি হইবেন। কিন্তু এই সংস্কারটি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক।

জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং সুখের কাল লোকের স্বপ্নবৎ প্রভীত হয় ।

আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে নেপোলিয়ন রুসিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া বতিবাস্ত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানে অনেক সৈন্য ক্ষয় করিয়া, তিনি অতি সামান্য পারিষদের সহিত ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়ন স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হইল না। কারণ, অন্ত্যদিক হইতে এক অভিনব বিপদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিল।

নেপোলিয়ন নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন, ইত্যবসরে ইউরোপের নরপতিগণ একত্রিত হইয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নেপোলিয়ান সিংহ বিক্রমে সমগ্র নরপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, প্রুসিয়া, জার্মানি, হলণ্ড প্রভৃতি কয়েক দেশের নরপতিগণ নবতি সহস্রেরও অধিক সৈন্যের সহিত বেলজিয়মের অন্তর্গত ব্রুসেল নগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। নেপোলিয়ন বাহাস্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকালে উভয় সৈন্য পর-

স্পর সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সেনা-
নায়ক ওয়েলিংটন এবং প্রসিয়ার সেনাধ্যক্ষ বুচার সেনা-
দিগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর
নেপোলিয়ন আপন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং রণদক্ষতার
সহিত সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইয়া সেনাদিগকে উৎসাহ
দিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই পক্ষে কামান দ্বারা গোলা-
বৃষ্টি করিতে লাগিল, সমুদয় রণভূমি অমানিশার স্থায়
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এমন কি কেহ আপন পার্শ্ব
ব্যক্তিকে দেখিতে সমর্থ হইল না।

প্রায় দুই প্রহর দুইটা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল।
সকলেই মনে করিল, বৃষ্টি জয়শ্রী এখানেও নেপো-
লিয়নকে আশ্রয় করে। ক্ষেপ সৈন্যগণ প্রভূত রণদক্ষতার
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের প্রত্যাপে
শত্রুপক্ষীয় অনেক সৈন্য সমরশায়ী হইল। এই প্রকার
যুদ্ধে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে বেলা চারিটার পর
নেপোলিয়নের সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং বিপক্ষ-
দলের সৈন্যেরাও ফরাসী সেনাদিগের প্রত্যাপে উৎপীড়িত
হইয়া যুদ্ধ জয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে
বিপক্ষ দলের সেনাপতিস্বয় নেপোলিয়নের সৈন্যদিগকে
ক্লান্ত, এবং আপনাদিগের সৈন্যগণকে জগ্নোৎসাহ
দেখিয়া, একদল প্রসিয়ার অধারোহী সৈন্য রণস্থলে
আহ্বান করিলেন। এই সৈন্যদল সংখ্যায় প্রায় অর্ধদশ

সহস্র হইবে, এবং যুদ্ধের প্রথম হইতেই ইহারা বিশ্রাম
স্বখলাভ করিতেছিল। প্রসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদল,
রণস্থলে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই মহোৎ-
সাহের সহিত রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইল। একদল সৈন্য
তীব্রবেগে রণস্থলাভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়া
দুই দলের সৈন্যগণই ভীত হইল। কারণ উভয় দলেই
শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত দিনের পর অপরাহ্নে
পুনর্ব্বার নবোদ্যমোত্তেজিত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করা
অসাধ্য বিবেচনা করিয়া উভয় দলই ভগ্নোৎসাহ হইয়া
পড়িল। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিকটবর্তী হইবামাত্র
নেপোলিয়নের বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারবে কোলাহল
করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উল্লাসধ্বনি, শত সহস্র বজ্র-
নিদাদ সদৃশ কামান শব্দ ভেদ করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত
হইল, এবং নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ একেবারে ভগ্নোৎ-
সাহ হইয়া পড়িল। নবাগত অশ্বারোহী সেনাগণ রণ-
ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নেপোলিয়নের সৈন্যগণ এবং
তাহার জয়শ্রীকে আক্রমণ করিল। সহসা বিপক্ষ পক্ষীয়
নবাগত সেনাদলদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া, নেপো-
লিয়ন দিনান্তে পরিশ্রান্ত সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া
কণকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে সৈন্যাক্ষয়
গতীত আর কোন ফললাভ হইল না। ফরাসী সৈন্যগণ
কণকাল পরেই রণে ত্তম্ব দিয়া পলায়ন করিল, এবং

নেপোলিয়ন ইহজন্মের মত জয়শ্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট পদবী রণস্থলে বিসর্জন দিয়া সেনাদিগের সহগামী হইলেন। এই যুদ্ধেই নেপোলিয়নের সৌভাগ্যসূর্য পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিল।

বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি ওয়েলিংটন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চারিদিকে নেপোলিয়নের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না, চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কেহই নেপোলিয়নের বার্তা বলিতে পারিলেন না। সকলেই মনে করিল হয়ত নেপোলিয়ন রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভূত শবরাশির মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ দেখা গেল না।

এ দিকে নেপোলিয়ন রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সাম্রাজ্যের সীমা ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় পলায়নের নিমিত্ত জাহাজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তীরে একখানি জাহাজ অবিলম্বে ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করিবে জানিতে পারিয়া, তিনি ছদ্মবেশে জাহাজস্বকাপ্তানের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানি যে ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজ, এবং কাপ্তেনও একজন ইংরাজ, নেপোলিয়ন তাহা পূর্ব্ব জানিতে পারেন নাই। কাপ্তেন নেপোলিনকে চিনিয়া পারিয়া গোপনে ওয়েলিংটনকে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে এই স্থানে বেষ্টিত করিল, এবং নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন।

ওয়েলিংটন নেপোলিয়নকে বন্দী করাতে ডিউক, টপাধি প্রাপ্ত হইলেন ।

আফরিকার নিকটবর্তী সেন্ট হেলেনা নামক দ্বীপে নেপোলিয়নের কারাস্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল এই বিজনপ্রদেশে বন্দীভাবে কালাতিয়াত করিয়া বিস্ফোটক রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন । নেপোলিয়ন প্রথমতঃ সেন্টহেলেনা দ্বীপেই সমাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহার সমাহিত হবার, ফ্রান্সে নীত হইয়া সম্রাটের সমুচিত সম্মুখিসহকারে স্থাপিত হয় ।

দুরাকাঙ্কাই মনুষ্যের সর্ববিনাশের মূল । যদিও আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীত মনুষ্যগণ ইহকালে মানবপদবীবাচ্য হইতে পারেন না বটে ; কিন্তু দুরাকাঙ্কার বশবর্তী হইলেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা দূরে থাকুক, তাহার মূল পর্য্যন্ত হুঁপাটিত হইবার সম্ভাবনা । দেখ, নেপোলিয়ন অতি মান্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় বলে ষাট পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইউরোপস্থ নরপতিগণ তাহার নাম শ্রবণমাত্র লোমাক্ষিত হইয়া উঠিতেন, এবং কলেই মনে করিয়াছিল, যে এই বীর কালে সমাগরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন । কিন্তু এক দুরাকাঙ্কার বশবর্তী হইয়াই নেপোলিয়নের সমস্ত সুখসমৃদ্ধি আমূল হুঁপাটিত হইল । যিনি ইউরোপের অদ্বিতীয় বীর, তিনি

শেষকালে এক সামান্য বিজন প্রদেশে বন্দীভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। যাহার সমৃদ্ধি পৃথিবীর সমুদায় সুসভ্য স্থানকে অতিক্রম করিয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে জীবনের উত্তরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন এইরূপ অসাধারণ সহিষ্ণু ছিলেন, যে তিনি এক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। প্রথিত অ্যাংস্টেইলেনার কারাধ্যক্ষ একজন ইংরাজ ছিলেন নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার শত্রুতা থাকাতে সে ব্যক্তি নেপোলিয়ানকে যথেষ্ট কষ্ট প্রদান করিত। কিন্তু নেপোলিয়ান সেই সকল কষ্ট নির্বিবকারে সহ্য করিয়া ছিলেন। তিনি কহিতেন, কিছু দিন পূর্বের আমি সজ্ঞাট ছিলাম, এই অভিমান আমার মানস হইতে এবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমি কত শত রাজ্যে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি, কত শত লোকের শোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়াছি, শত সহস্র অবলাকে বৈধব্য যন্ত্রণা দগ্ধ করিয়াছি, এবং আমাদের শত সহস্র বালক পিতৃ বিয়োগে অনাথ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, আমি আর নেপোলিয়ন নাই। আসন্ন কালেও নেপোলিয়ান আমার পূর্বকৃত কার্য স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত করেন নাই। তিনি মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বেই কহিয়াছিলেন, হায়, বিষয় তৃষ্ণা, ও ধর্মতৃষ্ণায় কত প্রভো

আমি এবং সীজার, উভয়ে পরাক্রম দ্বারা সমুদয় জগতী-
তলস্থ লোকদিগকে বশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম,
কিন্তু যে ক্ষণে আমাদের ক্ষমতার হ্রাস হইল, সেই
ক্ষণেই তাহারা বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর
যীশুখ্রীষ্ট প্রেমবলে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে চেষ্টা
করিয়া ক্রমে ক্রমে জগতের অধিকাংশ স্থান অধিকার
করিয়াছিলেন। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা
হইলে এত দিনে সমস্ত জগৎ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তরে
প্রবিষ্ট হইত। আমরা ইহলোক হইতে তিরোহিত
হইলে লোকে মনে করিবে, যে জগতের এক ধুমকেতু
অস্তমিত হইল, আর আজি পর্য্যন্তও জগতের শত সহস্র
লোক খ্রীষ্টের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিমিত্ত জীবন
বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়। আমাদের পতনে সকলে
পুলকিত হইবে, আর খ্রীষ্টের শেষ দিন মনে করিয়া
আপামর সাধারণ সকলের চক্ষু হইতেই শোকাশ্রু দর-
দরিত ধারায় বিগলিত হয়। কিয়ৎকাল পরেই আমা-
দিগের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, আর খ্রীষ্টের নাম
জগতের প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থাকিয়া চারি
দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে।

এই সমস্ত খেদোক্তির অল্পকাল পরেই মহাবীর
নপোলিয়ান বোনাপার্ট ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্পেন ও পোর্টুগাল।

স্পেনের প্রধান নগর মাদ্রিড। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। স্পেনের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি গস্তীর, এবং তাহারা অতি বৈরনির্যাতক। ইহারা সচরাচর তাম্রকূটের ধূম পান করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন যে একজন স্পেনবাসীর মুখে, আর চিমনীতে (ধূম নির্গমনের নলে) কোন প্রভেদ নাই।

স্পেনবাসীরা অতি নির্ভুর। ইহারা পশুপক্ষীদিগের বুদ্ধ দর্শন করিতে ভাল বসে, এবং ইহাতে মহা আমোদ অনুভব করে। এখানে বুষযুদ্ধই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারা এক বিস্তীর্ণ স্থানের চতুর্দিকে বেড়া দ্বারা বেষ্টিত করে, এবং তাহার পার্শ্বে (Gallery) গেলারীর ন্যায় বসিয়া দেখিবার নিমিত্ত স্থান হয়। গ্রাণ্ঠী এবং অপরাপর সকল লোক উপবেশন করিলে অতি উগ্রমূর্তি এক বুষকে সেই বেড়ার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। তৎপরে এক ব্যক্তি অশ্রাব্ধ হইয়া এক হস্তে একটা বর্ষা লইয়া সেই বেষ্টিত স্থান মধ্যে প্রবেশ করে। এই লোককে এখানে (Picador) পিকাডোর কহে। এই ব্যক্তি প্রথমে বর্ষার খোঁচা দ্বারা বুষটিকে রাগাইয়া দেয়, যদ্যপি এই ব্যক্তি সহসা অশ্ব হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি একখান রঙ্গীন বস্ত্র বৃষের সম্মুখে প্রক্ষেপ করত তাহার মনকে পতিত ব্যক্তির উপর হইতে আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তিকে চোলোস কহে। এই প্রকার ক্রোড়াতে বৃষ অবসন্ন হইয়া পড়িলে, এই ব্যক্তি সশস্ত্রে রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া, বৃষের গলদেশের শিরাতে অস্ত্রাঘাত করে, অস্ত্রাঘাতমাত্র বৃষের শোণিতে চারি দিক পরিপ্লুত হয়, এবং সকলেই চারিদিক হইতে মহাহর্ষ প্রকাশ করিতে থাকে। তৎপরে পাঁচ ছয় অশ্ব যাজিত একখানি শকটে বৃষকে উঠাইয়া জয়পতাকা ধস্তে করিয়া সকলে মহা কোলাহলে তীব্রবেগে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। স্প্যানিয়ার্ডরা এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মহাআমোদ অনুভব করিয়া থাকে। বালকগণ। ঘরসা করি, তোমরা কদাপি এ প্রকার নির্দয় আমোদে ত হইবে না।

পোর্টুগালের প্রধান নগর (Lisbon) লিস্ববন্। এই নগর প্রায় নিউইয়র্কের দ্বিগুণ। পোর্টুগালের অধিবাসিদিগের স্প্যানিয়ার্ডদিগের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এখানে নানাপ্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মদ, আম্র, এবং কমলা লেবু, পোর্টুগাল হইতে এদেশে আনীত ইয়া থাকে। প্রায় অশীতি বৎসর অতীত হইল, ইউরোপে ভূমিকম্প হয়, এই ভূমিকম্প লিস্ববনে এ প্রকার জোরে হইয়াছিল, যে প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ভূমিসাৎ

হয়, এবং অনেক লোক প্রাণে বিনষ্ট হয়। এই সময়ে সমৃদ্ধিশালী লিস্বন নগর, মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। পর্তুগালের অপটো নামক নগরে (Port wine) পোর্ট ওয়াইন প্রস্তুত হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তোমাদিগকে ইউরোপের সমুদয় দেশের বিবরণ বলিয়াছি। আমার গল্প শুনিয়া যদি তোমরা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার বিবরণ তোমাদিগকে কহিব, আর যদি ঐতিকটু বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখান হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

এক্কেণে আমি ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা ভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পশ্চিমধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কেবল এক দিবস আমরা মন্দ মন্দ মারুতবেগে পাল তুলিয়া যাইতেছি, এমনত সময়ে দেখিলাম যে, একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাকার পদার্থ সমুদ্র হইতে উঠি হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক ঠিক ঘোড়ার ন্যায়, উঠিবার মাত্র, আবার আমাদের জাহাজ দেখিয়া জলমগ্ন হইল। ইহাকে সামুদ্রিক সর্প কহে। আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে এই প্রকার সামুদ্রিক সর্প সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়।

কিছু দিবস পরে আমাদের জাহাজ বোর্ফটন নগরে উপনীত হইল, আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অতি সঙ্কর পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলাম। গৃহে আসিয়া দেখি সকলেই কুশলে আছে। আমি প্রায় দেড় বৎসর ভ্রমণ করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময় মধ্যে আমি কত দেশ, কত দ্বীপ ঘূর্ণন করিয়াছি, কত দেশের অধিবাসীদিগের সুখ দুঃখ ঘূর্ণন করিয়াছি, কত প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছি, এবং কত প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমেশ্বর যে, সকল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া জন্ম-মিতে আনয়ন করিলেন, তাহার নিমিত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোন দেশকেই বোর্ফটন অপেক্ষা সুন্দর দেখিলাম না। কারণ জন্মভূমি সকল দেশ অপেক্ষা সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ।

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ ।

সম্পূর্ণ।



VIDÁYA-VIDYÁLAYA !

OR

A FAREWELL ADDRESS TO THE COLLEGE.

BY

ÁLOKANÁTH NYÁYABHÚSHANA,

*Late Senior Scholar and Heret Pandit, Calcutta
Government Sanskrit College.*

বিদায়—বিদ্যালয় !

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যালয়মন্দিরের উন্নতবৃত্তিমচ্ছাত্রৈব
ও ভূতপূর্ব প্রধান ব্যাকরণাধ্যাপক

শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ
প্রণীত ।

“আ পরিতোষাষিদ্ধবাং ন সাধু মস্তে.....”
কালিদাস ।

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট ১৪০ । ৭ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার-কঙ্ক
খৃঃ অব্দ ১৯০২ সালের ২৫এ জুন প্রকাশিত ।

৬২ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।
১৩০৯ ।

Price 4 Annas. [All rights reserved.] মূল্য ১০ আনা ।

সূচীপত্র ।

প্রসঙ্গ ।	পৃষ্ঠাঙ্ক :
অবতরণিকা	১
হৃদয়োচ্ছুস	২১
ছাত্রগণের প্রতি	৬১
উপসংহার	৮১
ক্ৰোড়পত্র	৮১
সংস্কৃত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	১০০
তালিকা	১০২
বিদায়	১০৪



বিদায়—বিদ্যালয় !

অবতরণিকা ।

নমোহস্তি বিদ্যা ন তথাস্তি মেধা
নবাস্তি বুদ্ধিঃ প্রতিভোজ্জলা চ ।
মন্দঃ পরীক্ষাৰ্ণবমুত্তরীতুং
দেবীং গিরাং স্বাং জননীঞ্চ বন্দে ॥

(১)

হে সংস্কৃত-পাঠশালে ! জননি আমার,
পরীক্ষা-সাগর হ'তে কিসে হ'ব পার ;
পরীক্ষাত শত শত অবিরত নানামত
দিয়াছি অকুতোভয়ে জীবন-সম্প্রদায়ে,
আজি কেন ভয়ে মরি পরীক্ষার নামে ?

(২)

আসিয়া করম-ধামে পরীক্ষা মা ! যত,
 দিলাম করম-বশে কহিব তা' কত ;
 কিন্তু এ পরীক্ষামত কিছুতেত মৰ্ম্মাহত
 করে নাই এত, তাই ভাবি মনে মনে,
 এ ঘোর সঙ্কটে হ'ব উত্তীর্ণ কেমনে ।

(৩)

জননি ! যখনি যেই আশা-তন্তু ধরে',
 ভেসে'ছি আনন্দ-নীরে মুহূর্তের তরে,
 বিধাতা তা' নিজ করে তখনি ছেদন করে'
 ডুবা'য়েছে অভাগারে দুখের পাথারে,
 বিদীর্ণ করিয়া হৃদি অশনি-প্রহারে ।

(৪)

দূরে আরোহণ করি' কত আশালতা
 বিশীর্ণ হইল, তা'র কি কব বারতা ;
 হ'তে হ'তে প্ররোহিত কত হ'ল তিরোহিত
 মানস-উদ্যান হ'তে দুর্ভাগ্য-বাত্যায়,
 স্নেহের স্বপন প্রায়, বলা নাহি যায় ।

(৫)

যাঁ'দের কুপায় লভি' অমূল্য জীবন,
সদানন্দে হেরি বিশ্ব-বিনোদ-কানন ;
সদা রাখি' বুকে বুকে কিসে আমি র'ব স্তখে,
দিবানিশি এ চিন্তায় দেহ-পাত করি',
যতন করাতে যাঁ'রা আছি প্রাণ ধরি' ।

(৬)

স্বার্থপর-এজগতে যাঁহাদের গণি
অকৃত্রিম বাৎসল্যের অদ্বিতীয় খনি ;
আত্মাকে বঞ্চিত করে' অনিদ্রায় অনাহারে
কত ক্লেশ সহিলেন যাঁ'রা অকাতরে,
তৃণজ্ঞান করে' এই পাষণ্ডের তরে ।

(৭)

পরম-আরাধ্য সেই জননী জনকে
হারা'য়েত অনায়াসে আছি জীবলোকে ;
ভুলে' কভু এ জীবনে তাঁ'দের করিনা মনে,
সঁপে'ছি বিস্মৃতি-গর্ভে তাঁ'দের সন্ধান,
এমনি এ কৃতঘ্নের বজ্রময় প্রাণ !

(৮)

ত্রয়োদশ সহোদর ছিনু একদিন,
 অধুনা একাকী পড়ে' আছি ভাগ্যহীন ;
 অসময়ে প্রাণসম রূপে গুণে অনুপম
 দ্বাদশ অনুজ মম গিয়াছে ফেলিয়া,
 অথচ আছিত হিয়া পাষাণে বাঁধিয়া ।

(৯)

বহুকাল ধরে' নিজ ভবনে রাগিয়া,
 যতনে বিহগ-শিশু পালন করিয়া,
 ক্রমে যবে বুদ্ধি'পায়, তুচ্ছ অর্থ লালসায়
 যেমতি শৌনিক হ'য়ে নিশ্চয়-হৃদয়,
 অনা'সে সহসা করে তা'দের বিক্রয় ।

(১০)

তেমতি অন্ধের যষ্টি স্নেহের পুতলি,
 দ্বাদশটি কণ্ঠাপুত্র একে একে তুলি',
 দুরন্ত কালের করে অকাতরে দিয়া ধরে'
 এইত রহে'ছি বেঁচে' অম্লান-বদনে,
 তবে আজি আত্মহারা হই কি কারণে ?

(১১)

এ সব আনন্দ-মূর্তি হেলায় পাশরি'
যখন রহে'ছি ভবে আজো প্রাণ ধরি',
অটল হিমাদ্রি সম, তবে কেন এ বিষম
ভয়ে জড়সড় হয় পাষাণ-হৃদয়,
কেন বা নিরখি আজি বিশ্ব শূন্যময় ?

(১২)

দৈবের নিগ্রহ সহে' শিশুকাল হ'তে
অসাড়-হৃদয় হ'য়ে আছি এ জগতে ;
ভাল মন্দ এ বিচার অধুন-করি না আর,
ঢালিয়া দিয়াছি অঙ্গ নিরাশা-সাগরে,
কি হবে অনধিকার-চর্চা মিছে করে' ।

(১৩)

দারুণ স্রোতের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাতে
অবশ হ'য়েও আমি আহিত আমাতে ;
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রক্ষা করে নাই কেউ,
তবুত রেখে'ছি স্থির সংসার-সাগরে
আত্মারে, জননী-পদ প্রবলক্ষ্য করে' ।

(১৪)

নিয়তির গতি রোধে হেন সাধ্য কা'র,
 দেবের দুষ্কর ক্ষুদ্র নর কোন্ ছার ;
 এড়াই স্বকর্মে-ফল না ধরি এরূপ বল,
 ভবের শিক্ষায় শেষে বুঝিয়াছি সার,
 অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে বন্ধ নিখিল সংসার ।

(১৫)

যে দুরাভ্যা প্রাণদণ্ডে হইয়া দণ্ডিত,
 বধ্য-ভূমি চক্ষে দেখে' হয়গো শঙ্কিত ;
 হাহাকারে জনতার যেমতি সে অভাগার
 বধ্যাশ্রয়ে দেহ ছাড়ি' উড়ে' যায় প্রাণ,
 ঠিক সেই দশা মম হয় অনুমান ।

(১৬)

বিষম সমস্যা আজি হ'ল উপস্থিত,
 শিহরে অন্তর-আত্মা পরাণ স্তম্ভিত ;
 চারি ধারে অন্ধকার হেরিতেছি অনিবার,
 বিরাগে হৃদয়-তন্ত্রী বাজে অনুক্ষণ,
 নিরন্তর হইতেছে বামাক্ষি-স্পন্দন ।

(১৭)

শৈশব-সঙ্গিনি মম ওমা পাঠশালে !
না জানি রাখিলে ধরে' কিবা ইন্দ্রজালে
বাঁধি' হৃদি-কারাগারে স্নেহ-ডোরে সে আমারে,
আয়স হৃদয় যা'র পরীক্ষার নামে,
হেলেনি টেলেনি কভু জীবন-সঙ্গ্রামে ।

(১৮)

সকল লোকের মুখে শুনি এ বচন,
নাট্যশালা মাত্র এই নিখিল ভুবন ;
না জানি কি অভিনয় রঙ্গভূমে এ সময়,
জননি ! এ নট্যধমে করিতে হইবে,
বুঝিবা বিধাতা শিরে অশনি হানিবে ।

(১৯)

নতুবা এতই কেন কাঁদিছে পরাগ,
কেন বা দুঃসহ ইহা হয় অনুমান ;
পরীক্ষার স্থান ধরা ভীষণ আবর্তে ভরা,—
এ কথার আগে নাহি ছিল অর্থ-জ্ঞান,
আজি তা'র পাইলাম বিশদ প্রমাণ ।

(২০)

ইতি পূর্বে নেত্রপাত করিয়া তোমাতে
 শরতের রাকা-শশী পাইতাম হাতে ;
 দূরে যে'ত দুখরাশি আনন্দ-সাগরে ভাসি'
 আত্মহারা হইতাম মনের উল্লাসে,
 আজি কেন অন্ধকার হেরি হৃদাকাশে ?

(২১)

জননি ! জনমমত ছাড়িয়া তোমায়
 বিদায় লইতে হ'বে কালের আচ্ছাদ্য,
 হেন নিদারুণ কথা শুনাইতে পাই ব্যথা,
 কেমনে বা বলি বাণী না সরে আমার,
 অসহ-বেদন গণি দৈবের প্রহার ।

(২২)

কুক্ষণে গগনে আজি সগুদিল রবি,
 হরিতে এ চিত হ'তে চরণেন্দু-ছবি ;
 যে ছবি মা অকাতরে মানস-নয়ন-ভরে'
 পঞ্চাশ বরষ ধরে' হেরে' হৃষ্টমনে,
 পাশরি' সকল শোক ছিলাম ভুবনে ।

(২৩)

যুগ-যুগান্তের বহু স্মৃতির বল্লরী-
বিজড়িত হ'য়ে ধর অপূর্ব মাধুরী ;
এ স্মৃতিমা অনুপম অনুভব হয় মম,
হেরিব না ত্রিভুবন পাতি পাতি করে',
কাঁদিছে পরাণ তাই মা ! তোমার তরে ।

(২৪)

ফুরা'ল সময়, ল'ব কাজে অবসর,
অনিচ্ছায় হইতেছি তাই অগ্রসর ;
কত কি চিন্তার স্রোত করিতেছে ওত-প্রোত,
হৃদয়ের অন্তস্তল মস্থন করিয়া,
পরাণ অতীত বাল্যে চাহিছে ফিরিয়া ।

(২৫)

মৃদু-বিকম্পিত-পদে আনত-বদনে,
ধীরে ধীরে আসি তাই অনিশ্চিত-মনে ;
ক'ভু ভাবি যাই ফিরে', ক'ভু ভাসি নেত্র-নীরে,
ছলিছে সবেগে হৃদি সংশয়-দোলনে,
চরম বিদায় আজি চাহিব কেমনে ।

(২৬)

এ জীবনে এইরূপে আর এক দিন
কাঁদিল বিষণ্ণ-মনে এই ভাগ্য-হীন ;
জননি গো, যে দিবসে পরিহরি' কালবশে
পূজ্য গুরু স্নেহময় সহপাঠীগণে,
প্রবেশিল অবিজ্ঞাত সংসার-কাননে ।

(২৭)

জননি ! তখন কিস্ত আজিকার মত,
কিছুতেই হই নাই এত মৰ্ম্মাহত ;
সুখময় সুরসাল তখন যৌবনকাল,
কাজেই হৃদয় ছিল মহোৎসাহে ভরা,
অধুনা জরার রাজ্যে জীয়েন্তেই মরা ।

(২৮)

ভবিষ্যৎ-মন্দিরের সৌন্দর্য্যের খনি
নয়ন-সমীপে ধরি' দিবস-রজনী,
উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণে বিষম বিষয়-বনে
অনর্গল মাতাইয়া সূচারু-হাসিনী
সহসা পলা'ল কোথা আশা কুহকিনী ;—

(২৯)

অধুনা এ হৃদয়ের তাই ধ্যান-জ্ঞান,
বিশ্বময় করিমাত্র তাহারি সন্ধান ;
এমন করিয়া যে সে ভূলা'য়ে মধুর হেসে'
একবারে চিরতরে করিবে প্রস্থান,
স্বপনেও করি নাই হেন অনুমান ।

(৩০)

সে সময়ে মুছ হাসি' মধুরভাষিণী
কত কি শুনা'ত আশা সুধামাথা বাণী ;
আমিও সে ছলনায় গলিতাম ক্ষিপ্তপ্রায়,
ছুটে'ছে আশার নেশা জননি ! এখন,
ভেঙে'ছে আশার বাসা জনম-মতন ।

(৩১)

আগে মনে হ'ত যাহা শান্তির আগার,
ভীষণ শ্মশান হেরি আজি সে সংসার ;
জননি গো ! কাজে কাজে ভব-বাজারের মাঝে,
বাজিছে হৃদয়-তন্ত্রী আজি অনিবার
বিরাগের ভরে, যথা বীণা ছিন্ন-তার ।

(৩২)

রাঙতায় মোড়া ছিল আগে এ ভুবন,
 ভিতরের খড় মাটি দেখিনি তখন ;
 কিছুই যে নাই সার, কেবল যে ফকিকার,
 বাহ্য চটকেই হয় ! ভুলিছু তখন,
 বিলক্ষণ জ্ঞান কিস্ত হ'য়েছে এখন ।

(৩৩)

আজি এ সংসার আর নাই মা নূতন,
 হাড়ে হাড়ে পরিচয় পে'য়েছি এখন ;
 আগে ভাবিতাম ধরা পরম আনন্দে ভরা,
 নব অনুরাগ আর নাই মা ! তেমন,
 নিরাশা-সাগরে আজি হ'য়েছি মগন ।

(৩৪)

ভাল নাহি লাগে আর উৎসবের মেলা,
 জর্জর হ'য়েছি হেরে' অদৃষ্টির খেলা ;
 কিসে শান্তিময়ী বেলা ভবপারে এই বেলা
 লভি' ঘুচাইব ঘোর সংসার-যাতনা,
 অধুনা ইহাই মাত্র মনের বাসনা ।

(৩৫)

দুরাশার ছলনায় বহুদিন তরে,
যে জন স্বদেশ ছাড়ি' যায় দেশান্তরে ;
আশৈশব অনায়াসে প্রিয়জন-সহবাসে
স্থখে দিন গেল যেথা, যথা তাঁর মন
জনম-ভূমির তরে হয় উচাটন ;—

(৩৬)

তথা ছাড়ি' মর্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস
কাদিছে উদাস প্রাণ না মানে আশ্বাস ;
যদিও চলে'ছে দেহ লক্ষ্য করি' নিজ গেহ,
শৈশব-সঙ্গিনী ভাবি' হৃদয় আমার,
ফিরিয়া তোমার পানে চাহে বারবার ।

(৩৭)

দিবানিশি হেন চিন্তা করি মনে মনে,
তব গুরু ঋণভার শুধিব কেমনে ;
এ জীবনে কিনা তুমি ? শৈশবের ক্রীড়াভূমি,
যৌবনের কর্মক্ষেত্র, প্রবীণ দশায়
জীবন ধারণ করি তোমারি কুপায় ।

(৩৮)

তুমি যাই শিক্ষা দিয়া দেখা'লে শরণি,
 চোক কাণ ফুটিয়াছে তাইত জননি !
 তব প্রবর্তিত পথ স্থির ধ্রুবতারার মত
 লক্ষ্য করি' এ সংসারে চলি অনিবার,
 তুমি বিনা আর কেবা আছে অভাগার ।

(৩৯)

হে সংস্কৃতপাঠশালে ! জননি আমার,
 এ ভবে তুমিই মম ঐশ্বর্যের সার ;
 কে আমি নগণ্য ছার, তবু ধন্য শতবার
 আপনারে মানি, ওমা জননী-রতন !
 তোমায় জননী বলে' করি' সম্বোধন ।

(৪০)

জননীর শ্রীচরণে পায় যদি স্থান,
 ব্রহ্মপদ নাহি চায় অভাগার প্রাণ ;
 বেঁচে' র'বে যতদিন, যেন কভু এই দীন
 নাহি ভোলে জননীর যুগল-চরণে,
 এ আশিষ ~~করা~~ ওরা ! সুপ্রসন্ন-মনে ।

(৪১)

বড় সাধ ছিল তব বদন-মণ্ডল,
পরকাশি' গুণরাশি করিব উজ্জ্বল ;
জগতে লাগা'ব তাক্, সে কথাত দূরে থাক্,
হেন জড় বুদ্ধি ল'য়ে সংসারে আসিনু, .
নিষ্কলঙ্ক মুখ চাঁদ মলিন করিনু ।

(৪২)

চটক্ দেখা'য়ে উঠি সমাজ-শিখরে,
এ প্রতি উদিল না কদাপি অন্তরে ;
অথবা শক্তি নাই, কি গুণে উন্নতি চাই,
অধুনা কামনামাত্র শাস্তি সহকারে,
জননি ! যাইতে পারি ভব-সিন্ধু-পারে ।

(৪৩)

অভাগা সম্ভান সেই কালের আজ্ঞায়,
ক্ষুধ-মনে তব কাছে মাগিছে বিদায়,
জনমের মত আজি কেমনে যাইবে ত্যজি'
জীবন-সর্বস্ব-ধনে, এই ভাবনায়
কাঁদিছে পরাণ তার বিয়োগ-ব্যথায় ।

(৪৪)

কি ল'য়ে বিমনা হ'য়ে কাটা'ব ভুবনে
 জননি ! জীবন-শেষ তোমার বিহনে ;—
 হেন গুরু চিন্তাভার হৃদে জাগে অনিবার,
 দু'নয়নে দর দর বহে বারি-ধার,
 জননি ! বিষম দায়ে পড়ে'ছি এবার ।

(৪৫)

অথবা কি বলিতেছি আমি মুঢ়মতি,
 হেন শক্তি কার রোধে নিয়তি গতি ;
 জননি ! তোমায় ত্যজি' অভাগা চলি' আজি,
 মনে করি ফিরি, কিন্তু নাই সে উপায়,
 কাজেই মনের খেদে যাচিগো বিদায় ।

(৪৬)

ঘন অন্ধকারে যথা দীপ-দরশন,
 দুখ-অবসানে তথা সুখ-সজ্জটন ;
 আগে ভুগে' নানাসুখ, যে হেরে দুখের মুখ,
 যার-পর-নাই দুখী সেই অভাজন,
 জীবন মরণ তার মরণ (ই) শরণ ।

(৪৭)

আগে স্থখী করে' মোরে ঠিক সেইরূপ,
বিধাতা আমার প্রতি হ'য়েছে বিরূপ ;
অথবা প্রত্যেক জনে জানে ইহা এভুবনে,
আলোক-ছটায় অগ্রে সংসার উজলি,
দারুণ অশনি হানে পশ্চাৎ বিজলি ।

(৪৮)

জীবন-নাটকে হ'ল পট-আবর্তন,
আজি হ'তে আরম্ভিল জীবনে মরণ,
তোমারি মা আশীর্ব্বাদে কাটা'লাম নির্ঝরবাদে
এতকাল মহাস্বখে মুহূর্তের ঞায়,
আনমনে থাকি তব চরণ-সেবায় ।

(৪৯)

জীবনের শেষভাগ কাটিবে কেমনে,
এই ভাবনায় ভীত হইতেছি মনে,
কেননা অনন্তমনে কি শয়নে কি স্বপনে
তব যে চরণ-ধ্যানে ছিলাম মগন,
আজি তাহা হারা'লাম জনম-মতন ।

(৫০)

চিরদিন কারো ভাগ্যে না যায় সমান,
 কেমনে লজ্জিব ইহা বিধির বিধান ;
 স্বপন-সমান ধরা বিবিধ বিবর্তে ভরা,
 চক্রবৎ স্খলিত করিছে ভ্রমণ,
 আনন্দ-বিষাদ-রোলে পূর্ণ অনুক্ষণ ।

(৫১)

সংসারের পরীক্ষায় যমের তাড়নে,
 কাতরতা নাহি ঘটে মনস্বীর মনে ;
 স্রুতে দুখে সমজ্ঞান প্রলয়ে ভাঙেনা ধ্যান,
 বিকার কাহাকে বলে তাঁদের জীবনে,
 পরিচয় নাই কভু ভুলেও স্বপনে ।

(৫২)

অতীব অসার-চিত্ত আমি গো জননি !
 কেমনে সহিব হেন বিরহ-অশনি,
 নবম বর্ষের কালে যখন জননী বলে'
 মা ! তোমারে মনে মনে করে'ছি বরণ,
 তখন কেমনে ভুলি থাকিতে জীবন ।

(৫৩)

অথবা পবিত্র তব স্মৃতি কোনমতে,
 আশ্বস্ত করিবে র'ব য'দিন জগতে ;
 কিছু স্থায়ী নয় ভবে, কেন মিছে কাঁদি তবে,
 অনিত্য সংসার এই পরিবর্তনময়,
 হেথা কার্ নাহি হয় দশা-বিপর্যায় ?

(৫৪)

নিবে'ছে স্নেহের দীপ হৃদয়-মন্দিরে,
 কাল-বাত্যাবশে কত বিস্মৃতি-তিমিরে ;
 কিন্তু ও পবিত্র ছবি, যেন চিরদীপ্ত রবি,
 জাগিবে হৃদয়াকাশে সদা সগৌরবে,
 ইচ্ছাময় যে ক'দিন রাখিবেন ভবে ।





হৃদয়োচ্ছ্বাস ।

(১)

অগত্যা আসি মা ! তবে প্রণমি' চরণে,
দয়া করে' আশীর্বাদ কর গো এক্ষণে,
উদার পবিত্র মনে দিও স্থান অভাজনে,
কালের তরঙ্গে যেন না যাই ভাসিয়া,
বিশ্মৃতি-জলধি-মাঝে অভাগা বলিয়া ।

(২)

নাহি ধরি বিদ্যা বুদ্ধি রচনা-চাতুরী,
না আছে স্মরণশক্তি বচনে মাধুরী,
বাগ্মিতা কাহাকে বলে জানি না মা ! কোন কালে,
তাই বলে' পদে ঠেলে' মরমে বেদন,
দিও না মা ! অধীনের এই নিবেদন ।

(৩)

অতি অকিঞ্চন আমি জানি মনে মনে,
অকিঞ্চন করি তবু লুটিতে চরণে ;
“কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়,”—
আপামর সবে ইহা জানে বিশ্বময়,
সে বিশ্বাসে হ’য়েছে মা ! এ উচ্চ আশয় ।

(৪)

বিশেষত জননীর নিষ্ঠুৰ সন্তানে
সমধিক স্নেহ হয়, শুনি যাই কাণে,
টাই হ’ল এ বাসনা, না করিয়া প্রবঞ্চনা
রেখ গো মা ! ও অভয় পদ-কোকনদে,
কি বিপদে কি সম্পদে সদা নিরাপদে ।

(৫)

স্বার্থপর এ সংসারে গুণের আদর
সবে করে, গুণহীন সদা হতাদর ;
নিয়ম অণ্ডে খাটে, কিন্তু ইহা নাহি আঁটে
অকারণ স্নেহময়ী জননীর প্রতি,
যাঁর স্নেহ-তটিনীর নিম্নদিকে গতি ।

(৬)

রূপ নাই, গুণ নাই, তবু স্নেহ চাই,
 কেননা তোমার স্নেহে কৃত্রিমতা নাই ;
 ‘নির্গুণ সন্তান পর মার মায়া দৃঢ়তর,’—
 এ গাথায় গাঁথা তব বিজয়-কেতন,
 অপত্য-স্নেহের ইহা ছন্দুভি-ঘোষণা ।

(৭)

ক’দিন বা র’ব আর এ মর-ভুবনে,
 সঙ্কর যাইতে হ’বে শমন-সদনে ;
 হ’য়েছে আয়ুর শেষ, জরা-ধবলিত কেশ
 ভব পারে যাইবার করি’ আয়োজন,
 অপেক্ষায় আছি কবে ডাকিবে শমন ।

(৮)

যত কাল তব অঙ্কে করিয়া শয়ন
 ছিলাম মা ! সদানন্দে করে’ছি যাপন ;
 স্নকুমার সুরসাল, সরল শৈশব-কাল
 সে আনন্দ সঙ্গে ল’য়ে গিয়াছে জননি !
 জীবন-মরুতে তাই নির্ঝরিত গণি ।

(৯)

স্বার্থপর সংসারের বিষম শঠতা,
অদৃষ্ট-চক্রের তথা ঘোর জটিলতা,
কা'রে বলে সে সময়ে, নাহি ছিল এ হৃদয়ে
পরিচয় লেশমাত্র, তাই হেন গণি,
শৈশব স্মৃতির উৎস উৎসবের খনি ।

(১০)

যৌবনের উপভোগে নাই আর সাধ,
তুচ্ছ অর্থ তরে আর না চাই বিবাদ ;
যদি হেলাগোলা মনে মনোমত সঙ্গী সনে
পারি মা ! শিশুর মত খেলিতে আবার,
তবে যেন নরজন্ম হয় অভাগার ।

(১১)

আবার স্মৃতির বাল্য যেই চলে' যায়,
যেন মা ভবের লীলা সংবরি হেলায় ;
নতুবা জনমে ছাই, এ জনম নাহি চাই,
মানব-বিবেক মম লাগিবে কি কাজে,
কেবল লাঞ্ছনা-ভোগ হ'বে বিশ্ব-মাঝে ।

(১২)

নিশা অবসান হ'লে যথা তারাগণ
 গগন-সাগর-মাঝে হয় নিমগন,
 তেমতি মা ! একে একে আমাকে একাকী রেখে'
 অনেক সতীর্থ মম করে'ছে প্রয়াণ,
 না হেরি তা'দের মত স্নেহভরা প্রাণ।

(১৩)

আবার মা ! ইচ্ছা হয় তাহাদের সনে
 তোমার উৎসঙ্গে খেলি পুলকিত-মনে ;
 সংসারের হলাহলে শোকরাশি-ভুষানলে
 সে সময়ে পারে নাই কাঁদা'তে পরাণ,
 সে সুখ স্বপন সম এবে হয় জ্ঞান।

(১৪)

নিশা-শেষে রাজ্য-হারা হইয়া যেমতি,
 তিমির-বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া মূরতি,
 শশী গাত্র-অলঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন তারা-হার
 ছড়া'য়ে গগনাক্ষনে অস্তাচলে ধায়,
 শৈশব-রাজ্যের দশা তথা দেখা যায়।

(১৫)

দু্য-লোকে গে'ছেন গুরু, বাল্য-সহচর,
 দু'চারিটী মাত্র(১) হয় নয়ন-গোচর ;
 বার্ক্যেক্যের বশীভূত রোগ-শোকে অভিভূত,
 হেরে' সে প্রাচীন মূর্তি না হয় প্রত্যয়,
 কাল-ক্রোড়ে কা'র সাধ্য সমভাবে র'য় !

(১৬)

কত শত অপরাধ চরণ-কমলে,
 বাল্য-কালে করিয়াছি জ্ঞান-হীন বলে' ;
 সে দোষ না হৃদে তুলে' জননি গো ! যে'ও তুলে,
 আপনার নৈসর্গিক উদারতা-গুণে,
 হিতাহিত-বোধ কবে থাকে মা ! নিষ্ঠুর্গে ?

(১৭)

তুমি বিনা অভাগার আর কেহ নাই,
 থাকিতে তোমার কাছে তাই এত চাই ;
 কি নিকটে কিবা দূরে, নিখিল সংসার ঘুরে'
 দেখিছু সন্ধান করে' সমুদয় ঠাই,
 জুড়া'বার স্থান হেন কোথাও না পাই ।

(১) ক্রোড়পত্র দেখ ।

(১৮)

জনম-জনমান্তরে যদি ভবে আসি,
 তব পদ সেবি' যেন স্নানার্থে ভাসি ;
 জপ, তপ, ধর্ম, কর্ম, কিছুনি জানিমা মর্ম,
 কি কাজে লাগিবে ওমা ! গুণের সন্তার ?
 জানিত সন্তানে মার বাৎসল্য অপার ।

(১৯)

স্থানান্তরে নাহি ঘুরে' উন্নতি-আশায়,
 সঁপিছু জীবন তব চরণ-সেবায় ;
 দিবানিশি সযতনে খাটিয়াছি প্রাণপণে,
 লযু করিবার তরে গুরু ঋণভার,
 কি সাধ্য শুধিব আমি মা ! তোমার ধার ।

(২০)

নির্ব্বণ হইয়া সেবি' ধনাত্মকের দ্বার,
 পরিচয় দিই নাই নীচাশয়তার ;
 তোমার সন্তান হ'য়ে তোমারি মা ! মুখ চে'য়ে,
 পরম-গৌরব-ভরে যাপিয়াছি কাল,
 ভবান্বিত ছাড়ি নাই ভুলে' ধৈর্য্য-হাল ।

(২১)

এক-দৃষ্টে তব পদ ধ্রুব লক্ষ্য করে',
 আত্মাকে রেখে'ছি ধরে' আবর্তের ঘোরে ;
 অকূল পাথারে দিক্ সদা রাখিয়াছি ঠিক্,
 চারি ধারে নেহারিয়া প্রবল তুফান,
 করে'ছি অশান্ত প্রাণে সান্ত্বনা-বিধান ।

(২২)

করম-মাগরে কভু না করিয়া ভুল,
 জননি ! নির্বিশ্বে এবে পাইলাম কুল ;
 কি বিপদে কি সম্পদে মতি রেখে' বিভূ-পদে
 এইরূপ নিরাপদে ভব-সিন্ধু-পারে,
 যে'তে পারি এ আশিষ কর মা ! আমারে ।

(২৩)

যখন উদরে ধরে' বাড়া'লে সম্মান,
 রূপগতা কর'না মা ! দিতে পদে স্থান ;
 অকৃতী তনয় আমি, জানেন অন্তর-যামী,
 তাহে কিবা ক্ষতি দৈব-হইলে সহায়,
 এক ভাগ্য ল'য়েত মা ! এসে'ছি ধরায় ।

(২৪)

পুত্র-ভাগ্য ধন-ভাগ্য যশোভাগ্য আদি,
 নানাবিধ সৌভাগ্যের নাহিক অবধি ;
 সব ভাগ্য একাধারে নাহি ঘটে এসংসারে,
 তাই বলি এ দীনের আছে এক বল,
 জননি ! জননী-ভাগ্য পরম সম্বল ।

(২৫)

সৌভাগ্য না থাকিলে মা ! কেন দয়া করে',
 রক্ত-গর্ভা তুমি মোরে ধরিবে জঠরে ?
 নিরাশ্রয় দেববাণী আপন সৌভাগ্য মানি',
 একদা দুর্দিনে যাহে লইল শরণ,
 সে উদরে জন্মে হেন স্মৃতি ক'জন ?

(২৬)

জননি ! মুসলমান-রাজ্য-অবসান
 হ'ল যাই, তাই তুমি লভিয়া পরাণ,
 কোলে ল'য়ে দেববাণী, কলিকাতা-রাজধানী
 অলঙ্কৃত করে' আজি করিছ বিরাজ,
 এ তব অক্ষয় কীর্তি, স্মৃত্য ইংরাজ !,—

(২৭)

চিরকাল কাল-বক্ষে রহিবে ক্ষোদিত,
কৃতজ্ঞ ভারত কভু হ'বে না বিস্মৃত ;
পাঠশালে ! তুমি যাই কেন্দ্ররূপে আছ তাই,
চতুষ্পাঠী-সৃষ্টি হ'ল বঙ্গময় যত,
বিটপী-শাখার মত বর্ণিব তা' কত ।

(২৮)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তব ছুহিতার
আদর করেন করি' গুণের বিচার ;
প্রাচীন ভারত নাই, স্বাধীন হৃদয় নাই,
ভারত আপন ধনে চিনিতে না পারে,
রত্নাকর ছেড়ে' রত্ন খোঁজে অন্ধি-পারে ।

(২৯)

স্বরগীয় উইলসন, গোল্ডস্টুকর,
স্মার উইলিয়ম জোন্স, রথ, মোক্ষমূলর,
বোথলিক্, ওয়েবার, কোলব্রুক্, বুল্‌হার,
উইলিয়ম্, কাউএল্, টনি, গ্রিফিথ্, হুইলার,
ব্যালেন্টাইন্-আদি কাছে কত মান তা'র ।

(৩০)

জননি ! বিদরে হৃদি বলিতে এ কথা,
 কাহারে বা বলি হেন দুখের বারতা ;
 একদা মা ! যে ভাষায় ঋক্-গানে এ ধরায়,
 পঞ্চনদ-তীরে মেতে' আৰ্য্য-ঋষিগণে
 বিশ্ববারা আদি পুণ্য মহিলার সনে,—

(৩১)

অতি পুরাকালে এই নিখিল ভারত,
 পবিত্র করিল, যবে সমগ্র জগৎ
 অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হ'য়ে ছিল ভূ-পতিত,
 আজি সেই ভারতের সুযোগ্য সম্ভান,
 পদে পদে সে ভাষাকে করে তৃণ-জ্ঞান।

(৩২)

ভারত-দুর্ভাগ্য-বশে আজি দেববাণী
 অর্থকরী নহে, ইহা শিরোধার্য্য মানি;
 কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বকর্ম্ম-
 মর্ম্ম-বোধে যে ভাষার নিত্য প্রয়োজন,
 তা'র এ দুর্গতি, একি বিধি-বিড়ম্বন !

(৩৩)

যত রূপ ভাষা আছে ত্রক্ষাণ্ড-ভিতরে,
সবারি জনম দেব-বাণীর জঠরে(২) ;
তাই বলি হেন বাণী, পরম সৌভাগ্য মানি'
কণ্ঠহার কর সবে মহা সমাদরে,
ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের তরে ।

(৩৪)

ইংরাজি-শিক্ষার গুণে নানা উপকার
হ'য়েছে যে এ ভারতে করি তা' স্বীকার ;
কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষা মূল-মন্ত্রে হ'লে দীক্ষা
ভারতের সর্বাসঙ্গী হ'বে না কল্যাণ,
ভাগ্য-দোষে হারা'য়েছে ভারত এ জ্ঞান ।

(৩৫)

ভারত-উন্নতি-কল্পে সংস্কৃত ভারতী
সবিশেষ চর্চা করা আবশ্যিক অতি ;
বিদেশীয় উপাদান নহে ভারতের প্রাণ,
বাহ্য শিক্ষা আভরণ হ'ক ক্ষতি নাই,
সংস্কৃতের মৌলিকতা রক্ষা করা চাই ।

.(২) ক্রোড়পত্র দেখ ।

(৩৬)

সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিনা বিলোড়ন,
 বঙ্গভাষা-অঙ্গভূষা না হ'বে সাধন ;
 জাতীয় ভাষার পুষ্টি- বিষয়ে রাখিলে দৃষ্টি,
 জাতীয় গৌরব তবে হ'বে সম্পাদন,
 অনুথা উন্নতি-আশা বৃথা আকিঞ্চন ।

(৩৭)

যে ভাষার এ ভারত আত্ম লীলাস্থলী,
 ভারতের কৃতবিদ্য যুবক-মণ্ডলী
 যত দিন সে ভাষার না বুঝিবে উপকার,
 তত দিন পূর্ববৎ দিব্য জ্যোতি ধরে'
 উদিবে না ভাগ্য-রবি ভারত-অম্বরে ।

(৩৮)

যে ভাষায় আদি-কবি শোকাশ্রয়-সিঞ্ঝনে
 রোপিলেন কাব্য-কল্প-তরু রামায়ণে ;
 রামায়ত পানে যা'র মুগ্ধ হ'য়ে এ সংসার,
 ভারতেরে দিয়াছেন হু-উচ্চ আসন,
 ভক্তিভরে সে ভাষার কর আরাধন ।

(৩৯)

কবিত্ব-গগনে পূর্ণ শারদেন্দু-ছবি,
বাণী-বরপুত্র যাহে কালিদাস কবি,
স্বর্গীয়-প্রতিভা-ছলে নিখিল জগতী-তলে
কবিতা-অমৃত-সিন্ধু করিল বর্ষণ,
সে দেব-বাণীর সবে ধর শ্রীচরণ ।

(৪০)

অশনি-ভৈরব রবে সিংহনাদ ছাড়ি',
পবিত্র প্রবাহে যার লাগাইয়া পাড়ি,
মহাকবি ভবভূতি নিজ ওজস্বিতা-ভূতি
দেখা'লেন বীরমদে বিশ্ব তৃণ মানি',
ভাগ্য-দোষে ভিখারিণী আজি সেই বাণী ।

(৪১)

কাব্য-রাজ্যে যথা এই মধ্যম পাণ্ডব,
'সংগ্রাম-শ্মশান-শৈল-বর্ণনে বিভব
দেখা'লেন এসংসারে স্তব্ধ করি' হৃৎক্লারে,
ভাষান্তরে হেন শক্তি ধরে কোন্ কবি,
চিত্রিবে যে চিত্র-পটে সে জ্বলন্ত ছবি ?

(৪২)

আবার করুণ-রস-উদ্দীপন তরে
 যবে কবি খেদ করি' বীণা ধরি' করে,
 ফেলিলেন অশ্রু-ধারা বিশ্ব কেন্দ্রে' হ'ল সারা
 টুটিল বজ্রের হৃদি সে মঞ্জু বিলাপে,
 হে ভারত ! সে ভাষারে ভুলিলে কি পাপে ?

(৪৩)

বাহার লালিত্য-গুণে জয়দেব কবি,
 রেখে'ছেন মন্ত্র-মুক্ত করে' বিশ্ব-ছবি ;
 সে ভাষার সুধাপান করে' অগ্রে পাণ্ড প্রাণ,
 পশ্চাৎ করিও সবে দেশের কল্যাণ,
 নতুবা এখনি ছাড় উন্নতির ভাণ ।

(৪৪)

এ দেব-বাণীর মত শক্তি সঞ্জীবনী,
 সঞ্চার করিতে পারে অন্ত কোন্ বাণী ?
 শিলা ভাসে রত্নাকরে জড় বিশ্বে অশ্রু ঝরে,
 হেন যাদুকরী বিদ্যা ধরে যে-ভারতী,
 অনাস্থা করিয়া তা'রি আজি এ দুর্গতি ।

(৪৫)

পরাণ-মাতান হেন বাণী বহুমানি',
 ভক্তিভরে সেবা কর হ'য়ে পুটপাণি ;
 স্বদেশ-উন্নতি তরে বিজ্ঞাতির পদ ধরে'
 চলিলে হ'বে না কভু উন্নতি-বিধান,
 হৃদয়-মন্দিরে ধর এখনো এ জ্ঞান ।

(৪৬)

যাহার হৃদয়-যন্ত্রে কভু একবার,
 বাজিয়াছে এ বাণীর সম্মোহন তার ;
 মৃতের পারাবার না লাগিবে ভাল তা'র,
 কি ছার কিম্বরী-গান, ভ্রমর ঝঙ্কার,
 কোকিল-কণ্ঠের কিবা স্বর-উপহার ।

(৪৭)

নিশীথে স্বদূর হ'তে বেণু-বীণা-স্বনে,
 শুনিয়া সে তৃপ্তি-বোধ করিবে না মনে ;
 হৃদয়-ভাণ্ডার তা'র পরিপূর্ণ অনিবার,
 গীর্ব্বাণ-বাণীর সুধা-রসের নির্ঝরে,
 হেন শক্তি কিবা ধরে তার মন হরে ।

(৪৮)

কাব্যাস্বর-তলে যিনি সমুজ্জ্বল রবি,
 সে সেক্ষপিয়র মানি যুতুঞ্জয় কবি ;
 চরিত্র-চিত্রণে তাঁ'র ক্ষমতার নাই পার,
 মুক্তকণ্ঠে করিতেছি তাহাও স্বীকার,
 বঙ্গভাষা তা' হ'তে কি পা'বে উপকার ?

(৪৯)

অধ্যয়ন করিয়াছি একদা যতনে,
 বাইরন্ কাউপার স্কট্ শেলিও মিল্টনে ;
 অমর এ কবিগণ স্বভাবের যে বর্ণন,
 করে'ছেন চিত্র-পটে আজো আঁকা আছে,
 কিবা ইন্টলাভ হবে তাঁহাদের কাছে ?

(৫০)

পরম্পর ভিন্ন দুই ভাষার মিলনে
 অসংশয় সঙ্করতা ঘটিবে গঠনে ;
 দেব-মুরতির মাঝে ছোট কোট নাহি সাজে,
 হেন বোধ হুদে যেন থাকে জাগরিত,
 নতুবা এ ভাষা হ'বে জগতে লাক্ষিত ।

(৫১)

স্তনস্কয় শিশুদের মাতৃ-সুস্থ-পান
সমধিক রূপে করে দেহে বলাধান ;
কিশোরী এ বঙ্গভাষা সমুচিত অঙ্গ-ভূষা
পে'তে পারে একমাত্র দেববাণী হ'তে, -
তাই বলি তা'রি চর্চা কর বিধিমতে ।

(৫২)

জনম-ভূমির যাহে প্রকৃত কল্যাণ
হ'তে পারে কর হেন হিত অনুষ্ঠান ;
হ'য়ে বন্ধ-পরিকর শ্রম কর নিরন্তর,
করিবারে মাতৃভাষা-মুখশ্রী উজ্জ্বল,
ভাষার শ্রীরুদ্ধি হয় জাতি-গত বল ।

(৫৩)

এ ভারত যা'র কর ধারণ করিয়া
উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে একদা উঠিয়া
রূপা করে' নিজ করে জ্ঞানের বর্ষিকা ধরে'
প্রবুদ্ধ করিল মোহ-নিদ্রিত জগতে,
তা'র অনাদর আজি কেন এ ভারতে ?

(৫৪)

একি নারে সে ভারত রতনের খনি,
 তন্ধন-জীবন যা'র ছিল দেববাণী,
 যোগ, যাগ, দান, ধ্যান, সোম-পান, সাম-গান,
 মুনিগণ দিব্য-জ্ঞান, আদর্শ-রমণী
 সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, জনক-নন্দিনী ?

(৫৫)

প্রাচীন ভারত বলে' না হয় বিশ্বাস,
 সে ভারত হ'লে কোথা গেল সে বিকাশ !
 জ্ঞান-গুরু ছিল যা'রা, কেন তা'রা দিশে-হারা ?
 মোহ-ঘোরে কেন ঘেরা ভারত-আকাশ ?
 কেন বা অসাড় প্রাণে নাই সে উচ্ছ্বাস ?

(৫৬)

কাল-স্রোতে পূর্ব চির সবি মুছে' গে'ছে
 সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতিমাত্র আজো জেগে' আছে ;
 তথাপি যে বর্তমান ভারতের এত মা
 সুসভ্য-সমাজে, তা'র প্রধান নিদান,
 চির-সভ্য ভারতের ক্রেশার্জিত জ্ঞান ।

(৫৭)

সেই দিব্য জ্ঞানরত্ন-অনন্ত-ভাণ্ডারে,
সংস্কৃতির দ্বার বিনা কে পশিতে পারে ?
শ্রুতি, স্মৃতি, দরশন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ,
মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত, পুরাণ, ছন্দ, সবারি সম্বল,—

(৫৮)

এ ভাষারে অবহেলি' কর'না বিদায়,
ভক্তি-ভরে সবে মিলি' ধর তা'র পায় ;
যে মাতা সৌভাগ্যে মেলে, একবার চলে' গেলে,
ফিরা'তে তাহারে আর র'বে না উপায়,
নব্য জাতি যত্নে তা'রে রাখিবে মাথায় ।

(৫৯)

ভারতের পূর্বদশা করহ স্মরণ,
আধুনিক অবস্থাও কর দরশন ;
সবারে মিনতি করি মোহনিদ্রা পরিহরি'
জ্ঞাননেত্র মেলি' হের সংস্কৃতির দশা,
আবার উন্নত হ'বে নাই সে ভরসা ।

(৬০)

একদা ভাষার রাজ্যে ছিল যেই রাণী,
 ভিখারিণী-বেশে ফেরে আজি সেই বাণী ;
 স্নেহশূন্য দীপ-দশা সম আজি তা'র দশা,
 নির্বাণ-উন্মুখ-প্রায় হেরিয়া নয়নে,
 ভারত ! নিশ্চিন্ত মনে র'হে'ছ কেমনে ?

(৬১)

বাণিজ্য ঐশ্বর্য রাজ্যে হ্রাস বৃদ্ধি নাশ,
 অনিত্য-সংসার-মাঝে ঘটে বারমাস ;
 উন্নতি ও অবনতি মাত্র নিয়তির গতি,
 কোথা আজি গ্রীস রোম কোথা বা মিসর,
 কাল-স্রোতে সবি ভেসে' গে'ছে পর পর ।

(৬২)

কিন্তু ভাষা ল'য়ে জাতি ধর এই মতি,
 তা'রি অবনতি হয় চরম দুর্গতি ;
 যাহা ভারতের প্রাণ যা'র বলে অভিমান
 আর্য বলে', সেই বাণী যদি যায় চলে,
 ভারত ! কেমনে মুখ দেখা'বে ভূতলে ?

(৬৩)

পাঠশালে ! আমাদের দুখিনী জননী
নব বঙ্গভাষা তব দুহিতু-নন্দিনী ;
‘তিনি যাই দয়া করে’ সম্মুখে দে’ছেন ধরে’
রতনের খনি, তাই বঙ্গমাতা আজি
সমাজে দেখায় মুখ নানা সাজে সাজি’ ।

(৬৪)

যাহে জন্মি’ স্বদেশের বদন-মণ্ডল
‘অলৌকিক প্রতিভায় করিল উজ্জ্বল,
প্রাতঃস্মরণীয় কত হৃদয়ন্তান অবিরত,
সে তব উদরে জন্মি’ তব প’দ সেবি’
জনম সফল মম হইয়াছে দেবি !

(৬৫)

কোথা তব বরপুত্র দয়ার সাগর,
তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র(৩) বিদ্যার সাগর !
উদার-প্রকৃতি, ধীর, সত্য-সন্ধ, দান-বীর,
যাঁ’র কাছে ধনী নিঃস্ব সবাই সমান,
পদমানে ছিল যাঁ’র সদা তৃণ-জ্ঞান ;—

(৩) ক্রোড়পত্র দেখ ।

(৬৬)

সহৃদয়, মাতৃভক্ত, অতি মহাপ্রাণ,
 ভারত-অম্বর-মণি হেন স্নসস্তান
 জনমি' দরিদ্র-কূলে কীর্তি-ধ্বজা হস্তে তুলে'
 স্বদেশ কাঁদা'য়ে স্বর্গে করিল প্রয়াণ,
 এ হেরে' কেমনে ওমা ধরিছ পরাণ ?

(৬৭)

যত দিন অধ্যাক্ষতা ছিল তাঁ'র করে,
 উঠে'ছিলে উন্নতির অত্যাচ্চ শিখরে ;
 ধুরন্ধর সে তনয়ে এবে তুমি হারা হ'য়ে
 পূর্ব গৌরব বিনা হ'য়েছ শ্রীহীন,
 হেন আশা নাই আর ফিরিবে সে দিন।

(৬৮)

যে স্নেহ করিতে দেব ! হেন অভাজনে,
 পাশরিতে পারিব না জীবন-ধারণে ;
 তুমি লোকোত্তর নর, শাপভ্রষ্ট বা অমর
 আগে তা' বুঝিনি' অহে নির্ধনের ধন !
 ভারতের-জগতের স্নহৃদ্-রতন !

(৬৯)

তোমা'রে করুণা-সিন্ধু বলে' জানি যাই,
সাহসে করিয়া ভর আসিয়াছি তাই
পরম যতনে তুলে' মালা গাঁথি' বন-ফুলে
কবিতা-কুসুম-হার দিতে উপহার,
দয়া করে' শ্রীচরণে ধর একবার ।

(৭০)

প্রত্যাখ্যান কর যদি তা' হ'লে কাঁদিব,
তুমি কাঁদ কিনা দেব ! তাহাও দেখিব ;
যদি বল ভাল নয় সে দোষ আমার নয়,
জানত অপটু আমি কুসুম-চয়নে,
তাই দিচ্ছি করিয়াছি ভকতি-চন্দনে ।

(৭১)

জ্ঞানের উদয় হ'তে কাঁদিতেছি ভবে,
'অভাগা কাঁদিলে দেব ! কিবা ক্ষতি হবে ?
শিরীষ-কুসুম সম ও হৃদয় অনুপম
ব্যথা পে'লে পা'ব আমি মরমে বেদনা,
দয়া করে' এ দীনের পুরাও বাসনা ।

(৭২)

দুখের কাহিনী শুনে' জনম-ভূমির
 ফেলিতে হেরে'ছি যাঁ'রে নয়নের নীর,
 দর দর অবিরত বৎসলা মাতার মত,
 সে তুমি আমারে হেরে' করিতে রোদন,
 কেমনে করিবে দেব ! অশ্রু-সংবরণ ?

(৭৩)

দয়াময়-নামে নব কলঙ্ক রটিবে,
 গুণাকর ! তাহাও ত পরাণে বাজিবে,
 উভয় সঙ্কট হ'তে যে উপায়ে মুক্ত হ'তে
 পারিব আজি হে ! কর তাহারি বিধান,
 হে দেব ঈশ্বরচন্দ্র করুণা-নিধান !

(৭৪)

দয়ার সাগর অহে ! হারা'য়ে তোমারে,
 অনন্ত-শরণা আজি দয়া এ সংসারে ;
 সদা স্বদেশের তরে অকাতরে শ্রম করে'
 বিশ্রাম করি'ছ এবে স্বরবৃন্দ সনে,
 পরম-ভক্তি-ভরে বন্দি শ্রীচরণে।

(৭৫)

কোথা আজি উইল্‌সন কোথা বা মার্শেল !

কোথায় বা ঋষিকল্প শ্রীযুত কাউএল !

সদয়-হৃদয় তথা প্রসন্নকুমার(৪) কোথা !

কর্ণধার বিনা হয় তরঙ্গী যেমতি,

এসব নায়ক বিনা তব সে দুর্গতি ।

(৭৬)

স্বরগুরু সম যাঁ'রা ও চরণ সেবি',

একদা গৌরব তব বাড়াইয়া দেবি !

গিয়াছেন স্বরলোকে নাজানি তাঁদের শোকে

কোমল হৃদয়ে পে'লে কতই বেদন,

দিবানিশি ভাবি তাই জননী-রতন !

(৭৭)

কোথা আজি পূজ্যপাদ সেই গুরুগণ ?

নাহেরি যাঁ'দের মত পণ্ডিত-রতন ;

কোথা দেব প্রেমচন্দ্র ! কোথা বা ভরতচন্দ্র !

কোথা তারানাথ ! কোথা জয়নারায়ণ !

স্বরপুরী হ'তে কর প্রণাম-গ্রহণ ।

(৭৮)

প্ৰেমময় প্ৰেমচন্দ্ৰ (৫) নব কালিদাস !
 তব প্ৰতি শ্লোকে বহে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস ;
 সমকক্ষ অলঙ্কাৰে কেবা তব এ সংসারে ?
 নৈষধ ও কাব্যদৰ্শ রাঘব-পাণ্ডবে,
 তোমাৰ টীকাৰ নাহি উপমা সম্ভবে ।

(৭৯)

জ্ঞানৰ মূৰ্তি গুৰো ভকতি-ভাজন !
 অশেষ গুণেৰ তব না হয় বৰ্ণন ;
 ধৰ্ম্মনিষ্ঠ, সদাচাৰ, সৌজন্যেৰ একাধাৰ,
 সদাই বিনয়-নত্ৰ, কত্ৰ-দৰশন,
 প্ৰণমি চরণে দেব ! শিষ্য অভাজন ।

(৮০)

কপট কাহাকে বলে ও পবিত্ৰ মনে,
 পশিতে পাবেনি' কভু ভুলেও স্বপনে ;
 আজো হেন অনুমানি সে তব অমিয়-বাণী
 শ্ৰবণে বাজিছে, যবে প্ৰসন্ন হইয়া
 প্ৰশংসা কৰিতে গুৰো ! 'সাবাস' বলিয়া ।

(৫) ক্ৰোড়পত্ৰ দেখ ।

(৮১)

বহুকাল গত হ'ল তবু হয় জ্ঞান,
বিশ্বময় হেরি সেই মোহন বয়ান ;
কাষ্ঠময়-পীঠোপরি চরণ বিন্যাস করি'
যে সকল সুধাপূর্ণ উপদেশ দিতে,
মনে লয় আজো যেন পাই তা শুনিতে ।

(৮২)

যে দিব্য দীপ্তির ছটা প্রশস্ত ললাটে
বিরাজিত' আজো আঁকা আছে চিত্তপটে ;
তরুণ অরুণ জিনি' শ্রীচরণ দুই খানি
ভুলিব না গুরুদেব ! জীবন-ধারণে,
কি পাপে হারা'লে ওমা ! এ হেন নন্দনে ?

(৮৩)

যাঁ'র মুখ-বিগলিত উপদেশামৃত
হৃদয়-চকোর পিয়ে আনন্দে নাচিত ;
সাধি' কলাদান-ব্রত স্বর্গ-অস্ত্রাচল-গত
সে কাব্য-কৈরব-চন্দ্র এদেশ আঁধারি',
সে শোক পাশরি' কিসে আছ প্রাণ ধরি ?

(৮৪)

রসিকের চুড়ামণি কবিতার খনি,
 হেন স্ত্রী ক'টি জন্মে জগতে জননি ?
 মোহ-পাশ কাটাইয়ে ভব-ব্রত উদ্যাপিয়ে
 ছ্য-লোকে গেলেন চলে' নিজপুণ্য বলে,
 মা হ'য়ে স্বচক্ষে তাহা হেরিলে কি বলে !

(৮৫)

তুমি কি পদার্থ যদি আগে জানিতাম,
 তব পদান্বজ গুরো ! নাহি ছাড়িতাম ;
 গুরুজনে অবহেলে' বাল্যকাল হেসে' খেলে'
 কাটা'য়েছি মৃৎমতি, তাই অনুক্ষণ
 অনুতাপানলে আজি করি'ছে দহন ।

(৮৬)

দশন-মর্যাদা বোঝে থাকিতে দশন,
 হেন বুদ্ধিমান গুরো ! ভবে কয় জন ?
 ভাবিতাম সমভাবে চিরদিন কেটে' যা'বে,
 একদা হ'বে যে তুমি দুর্লভ-দর্শন,
 এ দগ্ধ হৃদয় নাহি বুঝিল তখন ।

(৮৭)

জীবন-পরিখা-পারে চরণ-দর্শন
পাইব যে, নাই হেন স্বকৃত-সাধন ;
যে অশ্রু নয়নে ঝরে, যদি তা' শক্তি ধরে
স্বর্গে যে'তে, সঁপিছু তা' ভক্তি-উপহার,
ইহাই সম্বল তব শিষ্য-অভাগার ।

(৮৮)

কাতর এ শিষ্যাধমে প্রকাশি' করুণা,
লহ ওরো ! তুচ্ছ বলে' বিমুখ হ'ওনা ;
নেত্রজল-মুক্তাসার, ভকতি-নলিন-হার,
মানস-সরসী হ'তে তুলি' যে রতনে,
এ দীন করুণ-সূত্রে গেঁথে'ছে যতনে ।

(৮৯)

দার্শনিক-শিরোরত্ন জয়নারায়ণ ! (৬)
তব শিষ্টাচারে বশ ছিল শিষ্যগণ ;
অমায়িক সম্ভাষণ, 'বা বা' বলে' সম্বোধন,
শুনে' দ্রবীভূত হ'ত পাষণ্ড-হৃদয়,
পলা'ত তোমাতে হেরে' দূরে অবিনয় ।

(৩) কোড়পত্র দেখ ।

(৯০)

না জানি দেবতা কোন্ শাপ-ভ্রষ্ট হ'য়ে,
 এসে'ছিলে বিনয়াদি নানাগুণ ল'য়ে ;
 অগৃহীতনামা তুমি, পাপময় মরুভূমি
 অযোগ্য বসতি নহে, এই ভাবি' মনে,
 বুঝি পুনরায় গেলে স্বর-নিকেতনে ।

(৯১)

রূঢ় কথা বলে' ব্যথা কভু কা'র' মনে,
 দেও নাই গুরুদেব ! জীবন-ধারণে ;
 সার্থক তোমারি জন্ম, সার্থক তোমারি ধর্ম,
 যাবৎ তোমার নাম এ ভবে রহিবে,
 কেই বা অজাত-শত্রু পাণ্ডবে কহিবে ?

(৯২)

কাজে অবসর ল'য়ে যবে পরিণামে,
 বসতি করিলে পুণ্য বারাণসী-ধামে,
 যোগ-শাস্ত্রে অবিরত সংসার-বিরত কত,
 দণ্ডী ও পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী,
 যে তোমার পাদ-মূলে বসি' সারি সারি,—

(৯৩)

উপদেশায়ত পিয়ে স্ত্রী হ'ত মনে,
অকৃতী এ অস্ত্রবাসী বন্দে সে চরণে ;
য সকল জ্ঞান-মণি, দিয়াছিলে গুণ-মণি !
একদা করুণা করি' এই শিষ্যাধমে,
হরে'ছে বিশ্বিত্তি-চৌরে তাহা ক্রমে ক্রমে।

(৯৪)

মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর,
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র মনীষি-প্রবর,
একদা বে শ্রীচরণ, সযতনে আরাধন
করিয়া কৃতার্থস্বয় হ'লেন হৃদয়ে,
সে পদ পামর বন্দে জোড়-কর হ'য়ে।

(৯৫)

তাহে তব মহিমার নাহি হ'বে হ্রাস,
মধ্য হ'তে চরিতার্থ হ'বে এই দাস ;
প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা, প্রাণান্তেও কভু তাঁ'রা
উচ্চ নীচ কাহাকেও না করি' বঞ্চন,
সবারে আশ্রয় দেন যে লয় শরণ।

(৯৬)

মহাপুরুষের এই প্রধান লক্ষণ,
 রত্নাকর এ বাক্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ;
 ছোট বড় কত নদী, পড়িতেছে নিরবধি
 - মৌক্তিক শস্যুক নক্র আছে অগগন,
 হৃদি-মাঝে বাড়বাগ্নি জ্বলে অনুক্ষণ ।

(৯৭)

বারাণসী-ধামে কত রহে'ছে পাতকী,
 কাশীর পূততা-নাশ হ'তেছে তা'তে কি ?
 পবিত্র জাহ্নবী-তীরে, কিংবা পুণ্য গাঙ্গ নী
 ভাল মন্দ কত বস্তু আসে ত ভাসিয়া,
 তীর্থের মাহাত্ম্য গুরো ! না যায় কমিয়া ।

(৯৮)

মুক্তি-আশে কাশী-বাসে ছিলে গো ! যখন,
 স্ব-শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রে করি' দরশন,
 বলে'ছিলে মহোন্মাদে 'একি হেরি দ্রোণাবা
 কি হেতু সহসা আজি আগত অর্জুন ?'
 কোথা মা ! সে দ্রোণ তব ! কোথা বা অর্জুন !

(৯৯)

অতুল সে স্নেহরাশি ভুলিয়া কেমনে,
 অনায়াসে গেলে গুরো ! অমর-সদনে ?
 জ্ঞান-দয়া-বিতরণে, তুমিয়াছ শিষ্যগণে,
 শিক্ষাদান-ব্রত এবে উদ্‌ঘাপন করি',
 আশ্রয় করিলে দেব অমর-নগরী ।

(১০০)

ধন্য আমি ! ধন্য মম জীবন জনম !
 কা'র ভাগ্যে ঘটে হেন গুরু অনুপম ?
 কি প্রকার সরলতা, কতদূর বিনয়িতা,
 ছিল তব, না পারিছু দেখা'তে তা'সবে,
 এ খেদ হৃদয়ে গুরো ! চিরদিন র'বে ।

(১০১)

গুরুদেব ! যে ক'দিন আছে আর বাকি,
 ও চরণ ক'ভু যেন ভুলে' নাহি থাকি ;
 হৃ-পুণ্য-কলে বিধি, দিয়াছিল হেন নির্ধি,
 ভাগ্য-দোষে হারা'নু তা' শিষ্য অভাজন,
 পরম-ভক্তি-ভরে বন্দি শ্রীচরণ ।

(১০২)

তোমাতে ভরতচন্দ্র (৭) স্মার্ত-শিরোমণি !

মহাপুরুষের চিহ্ন বহু ছিল গণি ;

তব সৌম্য মুখান্বজ, আজ্ঞানুলম্বিত ভুজ,

হেম-গৌর দীর্ঘাকৃতি, রাজীব-লোচন,

মেঘ-মন্দ্র ধ্বনি, আজো হ'তেছে স্মরণ ।

(১০৩)

করিয়াছি অপরাধ কত শ্রীচরণে,

ক্ষম দেব ! সে সকল দয়া ভাবি' মনে ;

অকাতরে বিদ্যাদান, আজীবন বিতরণ

করিয়া হেলায় গেলে অমর-নগরে,

মহাব্রত-মহাফল ভুঞ্জিবার তরে ।

(১০৪)

না জানি কি স্নেহ-ভোরে করে'ছ বন্ধন,

গুরুদেব ! সাধ্য নাই ভুলি শ্রীচরণ ;

অত্মপি হৃদয়ে জাগে, প্রত্যেক বাক্যের আ

'যেন কেহ নাহি শোনে'—হেন মাত্রা দিয়ে,

ঢালিতে যে বাণী কর্ণে অমৃত সিঞ্চিয়ে । .

(৭) ক্রোড়পত্র দেখ ।

(১০৫)

একদা বসিয়া তব ত্রীচরণ-তলে,
কুতূহলে কুড়াইয়া হৃদয়-অঞ্চলে,
রাখিছু যে জ্ঞান-ধন, হ'য়ে অতি সযতন,
প্রমাদের ছিদ্র দিয়া গেল ক্রমে ক্রমে,
নাহি পাই নিদর্শন তা'র এজনমে ।

(১০৬)

দেব-লোক হ'তে আসি' গেলে দেব-লোকে,
ভাগ্যহীন শিষ্যগণে ফেলে' রেখে' শোকে ;
হেন গুরু হ'য়ে হারা, যা'রা কেঁদে' হয় সারা,
এ ধরায় কি রাখিলে তাহাদের তরে ?
সদয়-হৃদয় গুরো ! বল দয়া করে' ।

(১০৭)

অধুনা ত্রিদিবাবাসে দেবগণ-পাশে,
তোমার স্বর্গীয় মূর্তি গৌরবে বিকাশে ;
ভেদি' ভব-কুহেলিকা, জীবনের প্রহেলিকা
সাক্ষ করি' লভিয়াছ বৈজয়ন্ত-ধাম,
ভক্তি-ভরে করি গুরো ! চরণে প্রণাম ।

(১০৮)

কুশাগ্রীয়-মতি দেব গুরো তারানাথ!(৮)
 শব্দ-শাস্ত্র তোমা বিনা আজি হে! অনাথ ;
 ‘বাচস্পত্য-অভিধান’ করিতেছে সপ্রমাণ
 তোমার অশেষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় দর্শন,
 অমানুষী সহিষ্ণুতা, অদ্ভুত স্মরণ।

(১০৯)

শব্দের প্রয়োগ ল’য়ে শিষ্য সমুদয়
 যে সময় হ’ত গুরো! সন্দিগ্ধ-হৃদয় ;
 সে শব্দ কাহার’ মনে হ’তেছে না, হেন ক্ষণে
 আচম্বিতে সমুদিত হ’ত কোথা হ’তে,
 হে দেব! সবার আগে তব স্মৃতি-পথে।

(১১০)

অভ্যুক্তি গুণের যাঁ’র ভূতার্থ-ব্যাহতি,
 তাঁ’র স্তুতি করে হেন আছে কোন্ কৃতী?
 তব হৃদি শূন্য করে’ হতবিধি নিল হরে
 গুণনিধি হেন স্তুতে, হেরিয়া নয়নে,
 জননি! পরাণ ধরে’ রহে’ছ কেমনে?

(৮) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১১)

জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি’
 হে গুরো ! শমনে অন্তে দিতে পারি কঁাকি ;
 এ আশিষ কর মোরে, সংসার-আবর্ত-ঘোরে
 তুফানের মাঝে নাহি ছাড়ি’ ধৈর্য্য-হাল,
 লক্ষ্য স্থির রাখি যেন আছি যত কাল।

(১১২)

আজীবন বিপ্রোচিত অধ্যাপন-ব্রত
 সাধিয়া মনের মত গুরো ! অবিরত,
 আপন স্মৃতি-বলে অনায়াসে গেলে চলে’
 জ্যোতির্ময় দিব্যধামে ভব পরিহরি,’
 সাক্ষাৎ প্রণাম তব শ্রীচরণে করি।

(১১৩)

পাঠশালে ! তোমারে মা ! শোকের সাগরে
 ফেলে’ তাঁ’রা গিয়াছেন অমর-নগরে ;
 অলঙ্কার, দরশন, স্মৃতি আর ব্যাকরণ,
 এই চারি শাস্ত্রে চারি স্তম্ভের মতন,
 জননি ! ছিলেন যাঁ’রা তব আলম্বন।

(১১৪)

পাঠশালে! সে শোকে কি হ'লে ত্রিয়মাণ?
 অথবা হৃদয় তব কঠিন পাষণ;
 জননি গো! তা'না হ'লে, কাল-সাগরের জলে
 গেল চলে' চিরতরে সে স্মৃথের দিন,
 অথচ কেমনে আছ হ'য়ে ভাগ্যহীন?

(১১৫)

যাবৎ দ্বারকানাথ! (৯) থাকিব জীবিত,
 হে গুরো! তোমার গুণ হ'বনা বিস্মৃত;
 কি তব কর্তব্য-জ্ঞান! কিবা তব শিক্ষা-দান!
 তব 'সোম-প্রকাশের' রচনার কাছে,
 বঙ্গভাষা বিধিমতে ঋণ-বদ্ধ আছে।

(১১৬)

হে চন্দ্রমোহন(১০) গুরো! কি তব ধীষণা!
 তব সনে সম্ভবে না কাহার' তুলনা;
 যথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সেইরূপ স্মৃতি-শাস্ত্রে
 পরম আশ্চর্য্য তব ছিল অধিকার,
 হেন গুরু ভবিষ্যতে মিলিবে না আর।

(৯), (১০) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১৭)

হেরাম গোবিন্দ (১১) গুরো গোস্বামি-রতন !
না হেরি পুরাণ-বেত্তা তোমার মতন ;
শষ্যগণে ইহলোকে, অক্লেশে ফেলিয়া শোকে
অমর-সদনে গেলে বলপৌ কেমনে ?
অভাজন শিষ্য তব প্রণমে চরণে ।

(১১৮)

শ্রীগুরো গিরিশচন্দ্র ! (১২) কেবা এ সংসারে
ভবাদৃশ উপাধ্যায়ে পাশরিতে পারে ?
যবে পশি বিদ্যালয়ে, আদি শিক্ষা এ হৃদয়ে
তুমিই দিয়াছ গুরো ! আছে হে স্মরণ,
ভক্তিভরে করি তব চরণ-বন্দন ।

(১১৯)

এ ভবে তুমিই ধন্য বিদ্যার রতন !
সফল জনম তব সফল জীবন ;
হ ক্লেশার্জিত ধনে অক্লেশে অনাথাগণে
মুক্তহস্তে বিতরিয়া করে'ছ সার্থক,
ঈশৈঁ যাচি দেহ তব নিরাময় হ'ক ।

(১২০)

শ্রীগুরো মহেশচন্দ্র (১৩) মনীষি-রতন !
 তব সম বুদ্ধিজীবী না হেরি এখন ;
 কেমনে উন্নতি-পথে উঠা যায় এ জগতে,
 বৃথা দিলে হেন শিক্ষা নিজ নিদর্শনে,
 তোমার এ মূঢ়মতি শিষ্য-অভাজনে ।

(১২১)

শেমুখী সর্বতোমুখী হে গুরো ! তোমার,
 সকল শাস্ত্রেই তব তুল্য অধিকার ;
 অলঙ্কার, দরশন, ছুই শাস্ত্রে দরশন
 তুল্যরূপ তব সম কা'র এ ভুবনে ?
 টোলের পরীক্ষা-স্থিতি তোমারি যতনে ।

(১২২)

করে'ছি চাপল্য-বশে পদে কত দোষ,
 বন্দি শ্রীচরণ গুরো ! না করিও রোষ ;
 সমুদয় অপরাধ ক্ষমি' কর আশীর্বাদ
 বেচা কেনা সায় করি' ভবের বাজারে,
 যেন পারে পারি যে'তে শাস্তি সহকারে ।

(১২৩)

কাজে অবসর ল'য়া দারুণ এমন,
হেন বোধ নাহি ছিল আগে কদাচন ;
গুরুগণ ! একে একে শিষ্যগণে ফেলে' রেখে'
যখনি করিতে তাই বিদায়-গ্রহণ,
হেরিতাম তোমা' সবে সজল-নয়ন ।

(১২৪)

কত শত কণজন্মা সন্তান তোমার
গেল চলি' সুর-ধামে সখ্যা নাই তা'র ;
সে সব তনয়-ধনে হারা হ'য়ে মনে মনে
চিন্তা-বশে হইয়াছ অস্থি-চর্ম-সার,
হে সংস্কৃত-পাঠশালে ! জননি আমার ।

(১২৫)

জননি ! তোমার প্রতি বিধি হ'ল বাম,
কোথা নিমচাঁদ আজি কোথা নাথুরাম ;
যাগ্ধ্যান, কালীনাথ, শম্ভুচন্দ্র, হরনাথ,
কবিতাবতার জয়-গোপালের সনে,
একে একে হারাইলে নিখিল রতনে ?*

* (১৪) হইতে (২০) পর্যন্ত ক্রোড়পত্র দেখ ।

(১২৬)

কোথা রামদাস! কোথা সৌম্য রামময় !

কোথা শ্রীশচন্দ্র ! তারা-শঙ্কর তনয় !

প্রাণকৃষ্ণ, প্রিয়নাথ, মাধব ও যদুনাথ,

রামগতি, রুদ্রমণি, মদনমোহন,

কোথায় বা স্মরসিক রামনারায়ণ ! *

(১২৭)

হা রামকমল(৩৩) দেব! কেনগো অকালে,

অমূল্য জীবন ধন হেলায় হারা'লে ?

তব মুখপানে চে'য়ে সব শোক পাশরিয়ে,

হ'য়েছিল জননীর যে আশা অন্তরে,

সে আশা মগন হ'ল নিরাশা-মাগরে ।

(১২৮)

কি করিতে কি করিনু আজি মূঢ়মতি,

না জানি চরমে মম কি হবে দুর্গতি ;

না ভাবিয়া পরিণাম, পুণ্যাত্ম-গণের নাম,

পাপ-মুখে করিলাম কেন উচ্চারণ ?

নিশ্চিত তাঁ'দের হ'বে পাপ-পরশন ।

 (২১) হইতে (৩২) ক্রোড়পত্র দেখ। (৩৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৯)

কৃতাপ্ললি হ'য়ে তাই যাচিগো ! সকলে,
মার্জনা করিবে ত্রুটি বোধহীন বলে' ;
শোকের আবেগ-ভরে, পাপ-মুখে নাম ধরে',
সঞ্চিত করিছু আজি যে পাতক-রাশি,
তা' হ'তে নিস্তার কর করুণা প্রকাশি' ।

(১৩০)

শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছি ধরি' যাই নাম,
দেবগণ ! করি তাই সাক্ষাৎ প্রণাম ;
ক্ষমি' মম অপরাধ, কর হেন আশীর্বাদ,
জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি',
ভব-পারে যাই দিয়া শমনেরে ফাঁকি ।

(১৩১)

আত্মারামগণ ! এবে না হইয়া বাম,
শান্তি-ধামে কর স্থখে অধুনা বিজ্ঞান ;
এ আশিষ ছাত্রগণে করি' স্প্রসন্ন-মনে
তোমাদের পাদ-পদ্মে যেন দৃষ্টি রেখে',
গৌরব-শিখরে সবে ওঠে একে একে ।



ছাত্রগণের প্রতি ।

(১)

বিদায় লইয়া এবে যে'তে হ'বে চলে',
তাই হেন ইচ্ছা হয় যাই কিছু বলে' ;
প্রিয়তম ছাত্রগণ ! অথবা হে ভ্রাতৃগণ !
কনিষ্ঠ-সোদর-বোধে দিই উপদেশ,
জীবনে ভুলনা কভু এ মম নির্দেশ ।

(২)

বর্ণিতে প্রকৃত তত্ত্ব বিফল-প্রয়াস
হইলেও তোমাদের দিয়াছি আভাস' ;
অতএব সবে জেন' রত্ন-প্রসবিনী হেন
জননী সবার ভাগ্যে কদাপি না ঘটে,
এ কথা অঙ্কিত রাখি' হৃদয়ের পটে,—

(৩)

জননীর মুখ ঘাছে না হয় মলিন,
হৃদি-মাঝে হেন চিন্তা ধরি' অনুদিন,
সদা হ'য়ে সযতন উপার্জিয়া জ্ঞান-ধন
শ্রায়-পথে বিচরিতে হ'য়ে সাবধান,
চরিত্র-বিহীন জ্ঞানী পশুর সমান।

(৪)

পূর্ব পূর্ব মহাত্মার পদ-চিহ্ন ধরে',
চলিবে জীবন-পথে নির্ভীক-অন্তরে ;
সঙ্কল্প-সাধন কিবা দেহের পাতন কিবা,
করম-ভূমিতে যা'র এ প্রতিজ্ঞা জাগে,
বিঘ্ন বাধা কিছু নাহি লাগে তা'র আগে।

(৫)

পৃষ্ঠ-ভঙ্গ নাহি দিয়া সঙ্কল্প-সাধনে,
সংসার-সমরাজ্যে যুঝ প্রাণ-পণে ;
'বাক্ প্রাণ থাক্ মান',— দিবানিশি হেন জ্ঞান
হৃদয়-মন্দির-মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে',
পরম-সাহস-ভরে কীর্তিধ্বজা ধরে',—

(৬)

মনস্বী অগ্রজগণ যে পথে চলিয়া,
 হ'য়েছেন বরণীয় স্বদেশ জুড়িয়া ;
 সেই পথে দৃষ্টি রেখে' চল সবে একে একে,
 তোমরাও কীর্তি-দেহে র'বে বর্তমান,
 কীর্তিই দুর্লভ ভবে থাকে যেন জ্ঞান ।

(৭)

তোমরাও আমা' মত দরিদ্র-সন্তান,
 সে নাম ঘুচা'তে সবে হও যত্নবান ;
 অবহেলি' তুচ্ছ ধনে প্রাণ-পণে এক মনে
 পরিশ্রম করি' হও বিদ্যা-ধনবান,
 ভূপালও তোমাদের না হ'বে সমান ।

(৮)

সকল গুণের হয় বিনয় ভূষণ,
 তাই বলি হও সবে বিনয়ী সৃজন ; .
 তরু থাকে অবিরত ফল-ভরে অবনত,
 তোমাদেরি কালিদাস বলেন এ কথা,
 করিওনা এ কথার কদাপি অন্যথা ।

(৯)

তনয়ের শিক্ষা-দান কর্তব্য পিতার,
 যাঁহার উপরে থাকে হেন কার্য্য-ভার,
 পিতার স্থানীয় তিনি, মনে মনে ইহা মানি'
 আচরিবে এইরূপে হ'য়ে সাবধান,
 বাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে শিক্ষকের মান ।

(১০)

গুরুজনে সেবা-ভক্তি উচিত যেমতি,
 নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহ বিধেয় তেমতি ;
 কে না সাধু ব্যবহারে বশ হয় এ সংসারে ?
 তাই বলি হও সবে স্নেহাঙ্গ-হৃদয়,
 তা' হ'লে হ'বেনা কেহ বৈরী বিশ্বময় ।

(১১)

বাল্য-সহচর সম কভু ভবিষ্যতে,
 পা'বে না প্রাণের বন্ধু আর এ জগতে ;
 স্ফুরিত মিত্র বিনা কা'র' সনে মিশিও না,
 শিশুদের গুণ-দোষ করয়ে নির্ভর,
 প্রধানত ভাল মন্দ সঙ্গীর উপর ।

(১২)

কিবা সখ্য কিবা বৈর দুর্জনের সনে,
 দেখিও কর' না যেন ভুলেও স্বপনে ;
 অসাধু জনের ঠাই কিছুতে নিষ্কৃতি নাই,
 অঙ্গার দৃষ্টান্ত তা'র, যাহা শীততায়
 করে কৃষ্ণ করে, দগ্ধ করে উষ্ণতায় ।

(১৩)

কটু কথা বলে' ব্যথা কাহার' অন্তরে
 দিও না, জগতে আসি' দু'দিনের তরে ;
 যে জন আত্মীয়ে পরে সাধু আচরণ করে,
 হেন স্নত স্নবিরল সংসার-ভিতরে,
 অসাধু কতই জন্মে জননী-জঠরে ।

(১৪)

আত্ম-পরে ভেদ ভুলি' কর বার মাস
 নির্বিশেষে সর্বজীবে করুণা-প্রকাশ ;
 দয়া সম গুণ নাই, মনে রেখ' সর্বদাই,
 তাহার প্রমাণ হের বিশ্ব-বিধাতার
 বিরাজে নিখিল জীবে করুণা অপার ।

(১৫)

করিবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পর-উপকার,
অসার সংসারে ইহা সর্ব-ধর্ম-সার ;
কেবল যে উপকৃত হ'য়ে থাকে প্রমুদিত
ইহা নহে, কিন্তু সদা উপকারী জন -
হয় সমধিকতর সন্তোষ-ভাজন ।

(১৬)

অতি নীচাশয় সেই কৃত উপকার
অকপট-চিত্তে যেই না করে স্বীকার ;
কৃতজ্ঞ স্রজন যাঁ'রা তাঁ'রা কিন্তু হ'ন সারা
কেবল অনন্ত-মনে ভেবে' নিশিদিন,
কিসে উপকারকের শুধিবেন ঋণ ।

(১৭)

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যের উপর
'নির্ভর করিয়া বিশ্ব চলে নিরন্তর ;
অতএব অনুক্ষণ উপার্জিবে সত্য-ধন,
মিথ্যার আশ্রয় করি' কভু এ জগতে,
কোন লোক পারে নাই লাভবান হ'তে ।

(১৮)

ঈশ্বরের কাছে যদি নিজে ক্ষমা চাও,
 তা'হ'লে দোষীর প্রতি তিতিক্ষা দেখাও ;
 ক্ষমা না করিয়া পরে, তুমি বা সাহস করে'
 - কোন্ মুখে তাঁ'র কাছে মাগিবে মার্জ্জনা,
 সে প্রার্থনা হ'বে মাত্র বৃথা বিড়ম্বনা ।

(১৯)

জীবনে কদাপি ভ্রম না হয় যাহার,
 এরূপ সৌভাগ্যবান লোক মেলা ভার ;
 এমন কি মুনিগণ মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হন,
 এ ভেবে' প্রস্তুত র'বে করিবারে ক্ষমা,
 তিতিক্ষা গুণের নাহি সম্ভবে উপমা ।

(২০)

ক্ষমা-গুণ তেজস্বীর যেমতি ভূষণ,
 সেইরূপ তপস্বীর পরম সাধন ;
 ঐশ্বরিক গুণ ক্ষমা এ জগতে অনুপমা,
 হৃদয়-মন্দিরে যেন থাকে এ ধারণা,
 ক্ষমা বিনা কার্য্য-সিদ্ধি অসাধ্য-সাধনা ।

(২১)

কুশলে থাকিতে সদা থাকে যদি মন,
করিবে সরল-ভাবে সবে আচরণ ;
দৃষ্ট অভিসন্ধি করে' যে মুঢ় অশ্রের তরে
না বুঝিয়া ধূর্ততার ফাঁদ কভু পাতে, -
আপনি জড়িত হ'য়ে পড়ে গিয়া তা'তে ।

(২২)

অলসতা সমুদয় দোষের আকর,
আলশ্রের পরিহার করিবে সত্বর ;
যে মানব এ জগতে চায় পূর্ণকাম হ'তে,
তাহার উচিত করা সবিশেষ শ্রম,
শ্রম বিনা সিদ্ধি-লাভ আশা করা ভ্রম ।

(২৩)

সমুদায় কাজে যা'র হৃদে জেদ থাকে,
কেন পারে উন্নতি-পথে বাধা দিতে তা'কে ?
যে বীর এ ভব-হাটে, কিছুতেই নাহি হটে'
জীবন সঙ্গ্রাম হ'তে বিমুখ না হয়,
জয়-লক্ষ্মী তাহারেই করয়ে আশ্রয় ।

(২৪)

কাপুরুষগণ করে দৈবের উপর
 সাংসারিক সব কাজে সদাই নির্ভর ;
 মানব-সমাজ-মাঝে পৌরুষ ব্যতীত কাজে,
 পূর্ণ-মনোরথ হ'য়া একান্ত কঠিন,
 তা'দের বিমুঢ় চিত্ত এ জ্ঞান-বিহীন ।

(২৫)

লভিতে বিমল শাস্তি চাও যদি মনে,
 কামাদি ছুর্জয় রিপু রাখিবে শাসনে ;
 বিনা ইন্দ্রিয়ের জয় সর্বদ্বন্দ্বীণ অডু্যদয়
 লাভ করা এ সংসারে বড়ই কঠিন,
 রাখিবে এ উপদেশ হৃদে চিরদিন ।

(২৬)

ভোগ-তৃষা একবারে করিবে বর্জন,
 বাসনা-অনলে দগ্ধ মানব-জীবন ;
 অক্ষুদিন নব নব বাসনা-অকুরোত্তর
 হৃদয়-বিপিন-মাঝে হয় কত শত,
 তাহাতে প্রজয়-দান না হয় সম্ভব ।

(২৭)

এরূপ অকার্য্য কিছু নাই এ সংসারে,
 ত্রোধান্ন মানব যাহা করিতে না পারে ;
 যে হয় কোপের বশ না মানে সে অপযশ,
 নর-হত্যা তা'র কাছে অতীব স্বকর,-
 সে জন নাহিক গণে কভু আত্ম-পর ।

(২৮)

যে থাকে সৌভাগ্যে মেতে' গরবের ভরে,
 মনের সহিত তা'রে কে না ঘৃণা করে ?
 আনন্দ-বিষাদে ভরা এ স্বন্দর বহুস্করা
 পরীক্ষার স্থান, নহে গরবের স্থান,
 যেথা কা'র' চিরদিন না যায় সমান ।

(২৯)

প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা তাঁহাদের মন,
 অবস্থার দাস নাহি হয় কদাচন ;
 সুখ-দুখে কভু তাঁ'রা নাহি হ'ন আত্ম-হারা,
 উদয়াস্তে তুল্যরূপ লোহিত-বরণ,
 সর্বোপরি দিনকর তা'র নিদর্শন ।

(৩০)

পরিবর্তনময় এই অস্থির জগৎ,
 সকলি কালের বশ ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
 সমভাবে বিশ্বময় কিবা চিরদিন রয় ?
 মনোগ মধ্যে ইহা ভাবি' কভু জ্ঞানী জন,
 কি সম্পদে কি বিপদে অধীর না হ'ন ।

(৩১)

লোভ ছেড়ে' পান কর সন্তোষ-অমৃত,
 সকল দশায় হ'বে তা' হ'লে স্থিত ;
 বিধাতা দেবেন যাহা স্থখে র'বে ল'য়ে তাহা,
 লোভ-বশে বিশ্বময় কর'না ভ্রমণ,
 লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন ।

(৩২)

লুপ্ত হ'য়ে করে যেই পরস্ব-হরণ,
 কে তা'রে ঘৃণার চক্ষে না করে দর্শন ;
 হেন জন কে বা আছে, তক্ষর আসিলে কাছে,
 দূর দূর করে' যেই না তা'রে তাড়ায় ?
 বিশ্ব জুড়ে' চাই নাই যেথা সে জুড়ায় ।

(৩৩)

পর-শ্রী-কাতর কভু হ'ও না জীবনে,
 বাচিবে বিশ্বের হিত সদা এক মনে ;
 পরানিষ্ট যেই জন চিন্তা করে অনুক্ষণ,
 তাহারি কপালে হয় অনিষ্ট-ঘটন,
 সাধনা যেমন, হয় সিন্ধিও তেমন ।

(৩৪)

বাহাতে বিপৎপাত নাহি হ'তে পায়,
 অবহিত-চিন্তে হেন করিবে উপায় ;
 বিপদ ঘটে'ছে দেখে' সে সময়ে ধৈর্য্য রেখে'
 প্রতীকার চিন্তা করা উচিত সবার,
 বিপদ-মাগরে ধৈর্য্য এক কর্ণধার ।

(৩৫)

মনে মনে না বিচারি' কভু কালাকাল,
 ধর্ম্মার্জ্জনে সযতন হ'বে সদাকাল ;
 নতুবা ঠকিবে শেষে, যখন ধরিবে কেশে
 ছরস্তু কৃতাস্তু, যা'র নাই কালাকাল,
 শিয়রে দাঁড়া'য়ে যেই আছে হামেহাল ।

(৩৬)

মানবের ধর্ম-সম বন্ধু নাই আর,
 দেহান্তে যে করে' দেয় ভব-নদী-পার ;
 যখন ছাড়িবে দেহ, সঙ্গে নাহি যা'বে কেহ,
 আত্ম-জন হায় হায় দু'দিন করিয়া,
 চিরদিন তরে শেষে যাইবে ভুলিয়া ।

(৩৭)

অতএব এই বেলা ধর্মরূপ ধন
 অনলস হ'য়ে সদা করিবে অর্জন ;
 চির-অনুগামী হেন মিত্র আর নাই জেন'
 অসহায় মানবের অনিত্য সংসারে,
 ধর্মই কাণ্ডারী এক ভব-নদী-পারে ।

(৩৮)

আহার-নিদ্রার বশ হয় পশুগণ,
 তাহে তৃপ্ত নাহি হয় মানুষের মন ;
 নর-হৃদে ধর্ম-জ্ঞান-লাভাগ্রহ বলবান্,
 ধর্মার্জন-ক্ষুধা আর জ্ঞানের পিপাসা,
 না মিটিলে মানবের বৃথা স্মৃতি-আশা ।

(৩৯)

ভারতের রাজ-ভক্তি ভুবন-বিদিত,
যেথা দেব-বোধে হয় নৃপতি পূজিত ;
অরাজক জনপদে দোষ ঘটে পদে পদে,
ছুফের দমন বিনা শিফের পালন
অসম্ভব, সদা ইহা করিবে স্মরণ।

(৪০)

ছাত্রগণ ! সমাজের দৃষ্টি নিরস্তর
রহিয়াছে তোমাদের সবার উপর ;
সদা ইহা মনে রেখে' কভু না আলস্তে থেকে'
অহাৰ্য্য অনর্থ আর অক্ষয় রতন
বিদ্যা-ধন উপার্জিবে হ'য়ে সযতন।

(৪১)

জননী জনম-ভূমি আত্মীয় স্বজনে,
সদাই করেন হেন আশা মনে মনে ;
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে নিয়ত নিবিষ্ট-মনে
জ্ঞান-রত্ন লভি' আর হ'য়ে গুণবান,
করিবে মোদের স্বাধী-যুবক সন্তান।

(৪২)

দেখিও সে আশা যেন হয় হে সফল,
 সন্তান-কামনা যেন না হয় বিফল ;
 সে স্নতে কি প্রয়োজন ? যা'রে লভি' আত্ম-জন
 সমাজে দেখা'তে মুখ সদা লজ্জা পায়,
 সর্ব্বাংশে প্রশস্ত তা'র না আসা ধরায় ।

(৪৩)

দুখের কাহিনী মম করি সমাপন,
 শেষ কথা বলে' এবে প্রিয় ছাত্রগণ !
 তোমরা আমার তরে বৃথা দুখ নাহি করে'
 মম উপদেশ মত কর' আচরণ,
 তাহাই ভাবিব গুরু-ভক্তির লক্ষণ ।

(৪৪)

গরলে অমৃত করে অমৃতে গরল,
 ইচ্ছাময় বিনা হেন আছে কা'র বল ?
 পরম-মঙ্গলালয় ঈশ্বরের রাজ্যময়
 নিখিল প্রজার যাহে ঘাঁটিবে কল্যাণ,
 সর্ব্বত্র বিরাজে হেন শৃঙ্খলা-বিধান ।

(৪৫)

হয় ত অজ্ঞান নর ইফ্ট যা'রে গণে,
অহিত তা' জ্ঞানময় বিভুর নয়নে ;
তাই অস্তে দুখ-কর আপাতত মনোহর
এমন বস্তুর তরে চিন্তাশীল নর,
প্রাকৃত জনের মত না হন কাতর।

(৪৬)

বার্দ্ধকে উচিত হয় করম-বন্ধন
ক্রমশ ছেদন করি' স্বপথ-চিস্তন ;
তাই আৰ্য্য ঋষিগণ হ'য়ে অতি সযতন
চরমে বিধান দেন অরণ্য-গমন,
বিদায়-গ্রহণ নহে দুখের কারণ।

(৪৭)

শান্তি-মার্গে স্পৃহাবতী যে জনার মতি,
দংসার-বিরতি তা'র আবশ্যক অতি ;
মাংসারিক ভালবাসা না গেলে শান্তির আশা
কদাপি উপায়ান্তরে সম্ভব না হয়,
সে উপায় চিন্তিবার জরাই সময়।

(৪৮)

পরিবর্তনময় এই অনিত্য জগৎ,
 কিছু স্থির নহে হেথা ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
 হেথা হ্রাস বৃদ্ধি নাশ বিশ্ব জুড়ে' বার মাস
 পল অণুপলে ঘটে বিধির বিধানে,
 চির দিন কা'র' ভাগ্যে না যায় সমানে।

(৪৯)

অতএব না হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে মনে,
 আপন কর্তব্য সবে সাধিবে যতনে ;
 পরম-মঙ্গল-সেতু এ নহে দুখের হেতু,
 এ ভেবে' চলি' গৃহে বিশদ-অন্তরে,
 প্রাণের সহিত সবে আশীর্বাদ করে'।





উপসংহার

(১)

শ্রীযুত অধ্যক্ষ আর শিক্ষক-নিচয় !
নিবেদি সবার কাছে হ'য়ে সবিনয় ;
যদি কোন' আচরণে কোন' দিন কা'র' মনে
উৎপাদন করে' থাকি বিরাগ-কারণ,
এক্ষণে যেন তা' কা'র' না থাকে স্মরণ ।

(২)

একমত হ'য়ে সবে প্রশংসে যাহারে,
•হেন লোক সুবিরল নিখিল সংসারে ;
একবারে দোষ-হীন লোক মেলা সুকঠিন,
মাদৃশ ন-গণ্য ছার অতি মুঢ়-মতি,
নির্দোষ যে হ'বে ইহা অসম্ভব অতি ।

(৩)

তাই এ সবার কাছে মিনতি-বচন,
 যেন না দীনের ক্রটি করেন গ্রহণ ;
 হেরিলে অন্তের দোষ, স্বজন না করি' রোষ,
 নিজ উদারতা-গুণে ক্ষমেন তাহারে,
 'চির দিন হেন রীতি চলিছে সংসারে ।

(৪)

উদ্দেশে প্রণমি অগ্রে শ্রীগুরু-চরণে,
 সমাদর-পুরঃসর ডাকি বন্ধুগণে ;
 এস সব ভ্রাতৃগণ ! প্রাণভরে' আলিঙ্গন
 করিয়া অধুনা করি বিদায়-গ্রহণ,
 মনে রেখ' এ দীনের এই নিবেদন ।

(৫)

বহু কাল এক সঙ্গে ছিলাম যখন,
 কত দোষ করিয়াছি করিবে মার্জন ;
 কোন' দিন এ জীবনে, হয়ত কাহার' সনে
 হ'তে পারে দেখা, কিংবা জনম-মতন,
 বন্ধুগণ ! আজি এই শেষ দরশন ।





ক্রোড়পত্র ।

(১) বালা-বন্ধুগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ. শ্রীযুক্ত বাবু গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ. শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ এম্ এ. শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার বিরহ, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দে, শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ নাথ ব, প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা অদ্য পর্য্যন্ত বর্তমান আছেন।

(২) “So far as the etymological investigations of Sanskrit have hitherto afforded satisfactory results, it may certainly be considered as the parent stock of all the known languages.”—*Mr. Hammer.*

“The world does not now contain annals of more indisputable antiquity than those delivered down by the ancient Brahmins.”—*Mr. Halhed.*

(৩) ১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে হাজরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। ১৮২৯ খৃঃ অব্কে ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্কে ইনি দায়-পরিগ্রহ করেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্কে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৪৬ খৃঃ অন্ধে বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন, এবং ঐ অন্ধেই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৯ খৃঃ অন্ধে ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জীবন-চরিত ও বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃঃ অন্ধে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫১ খৃঃ অন্ধে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উপক্রমণিকা ও কৌমুদীর প্রথম ভাগ এবং এক বৎসর পরে কৌমুদীর ২য়, ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অন্ধে বাঙ্গালা শকুন্তলা লেখেন, এবং বিধবা-বিবাহের প্রথম পুস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অন্ধে ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ অন্ধে গবর্ণমেন্ট ইহার প্রার্থনামুসারে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ১৫ আইন প্রবর্তিত করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অন্ধে শ্রীচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অন্ধে ইনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অন্ধে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপরবৎসর গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম ভাগ করেন। ইহার পর কৌমুদীর ৪র্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মুদ্রিত করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অন্ধে আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ ও দুই তিন বৎসর পরে ২য় ভাগ প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অন্ধে মেঘদূতে টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস, সটীক উত্তরচরিত ও শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অন্ধে কুলীন-কল্যাণিণী

হুঃখে হুঃখিত হইয়া বহুবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেক পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় ইনি তাঁহাদের যত খণ্ডনार्थ ইহার ২য় ভাগ প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজ গ্রামে একটা বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রধান কীর্তি ৩টা শাখার সহিত মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৮এ জুলাই ইনি কলিকাতা মহানগরীতে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

দর্প, বীৰ্য্য, গাম্ভীৰ্য্য, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, নির্ভীকতা, অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, স্বাধীন-চিত্ততা প্রভৃতি মহাপুরুষের যে কিছু লক্ষণ, সে সকলই ইহাঁতে ছিল। এ দেশে মাঝাল-বৃদ্ধ-বনিতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিষয় অবগত নাহেন। অদ্বিতীয়গামী বিদ্যাসাগর এই উপাধিই স্বনাম-খ্যাত এই মহাত্মার পর্য্যাপ্ত পরিচায়ক।

(৪) হুগলি জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরিহিত রাধানগর নামক গ্রামে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মহাত্মা প্রসন্নকুমার ধর্ম্মাধিকারীর জন্ম হয়। ১৪শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি বিজ্ঞাধ্যয়নার্থ কলিকাতা হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি পদার্থ বিজ্ঞা, কি পুরাবৃত্ত, সর্ব শাস্ত্রেই ইহার ইচ্ছারূপ অধিকার ছিল। ইনি লাইব্রেরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠশয় যশস্বী হন। ইহার পারসী ভাষার জ্ঞান ছিল। ইনি প্রথম বঙ্গী ভাষার বিজ্ঞাসাগরের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব প্রথম পাঠ্যগণিত প্রণয়ন করাতে ইহাঁকে 'গণিত-শাস্ত্রের' পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল।

ইনি নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে বিভাগায় স্থাপন করেন, এবং বহু নিঃস্ব বালকের বেতন নিজ হইতে দিতেন। ইনি ক্রমাগত ঢাকা-কলেজ, হিন্দু-কলেজ ও সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষকতা করেন। বি. এ. ক্লাস খুলিবার কিছু দিন পূর্বে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইনি অতিশয় তেজস্বী লোক ছিলেন। ইহার অসম্মতি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি নিয়ন্ত্রণের গৃহে নামাইয়া দিবার প্রস্তাব হওয়াতে ইনি পদ পরিত্যাগ করেন। পশ্চাৎ উচ্ছ্বতন কর্মচারিগণ আপনাদিগের ভ্রম স্বদয়শন করিয়া ইহাকে পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত করেন। মহাত্মা এইচ. উড্রো সাহেব ইহার পুনঃ সংস্থাপন বিষয়ে প্রধান উত্তোষী ছিলেন। কিছু দিন বহরম. কলেজের অধ্যক্ষতা, ইন্সপেক্টরের কার্য এবং প্রেসিডেন্সি-কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়া পেন্সন গ্রহণান্তর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৫ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন। ইনি আমাদের পরম-ভক্তি-ভাজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ষেরূপ দক্ষতার সহিত মহাকাব্য মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক পঞ্চ কাব্য এবং সেক্সপিয়রের কতিপয় নাটক শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ জীবনে কদাপি বিস্ময় হইতে পারিব না।

(৫) জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়নার দক্ষিণ শাক রাঢ়া (শাক-নাড়া) গ্রামে ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইহার মস্তক-দর্শনে বুদ্ধিমান-বোধে শ্রোয়চনা করিতে বলায়, ইনি এক শ্লোকে কলেজের ও তিন শ্লোকে

সাহেবের বর্ণনা করেন। ৪ বৎসর সময়ের মধ্যে ইনি কাব্য, ছন্দোবিদ্যা ও স্থিতি পড়িয়া ভ্রাম-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ৬ মাসের অবকাশ লইয়া কাশীবাস করাতে গুণগ্রাহী উইলসন্ সাহেব প্রেমচন্দ্রকে প্রতিনিধি-অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পর ৬ বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে স্থায়ী-ভাবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হইবার পরেও ইনি সায়াং প্রাতে নিমচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, শঙ্কুনাথ বাচস্পতির নিকট ভাষ্য, ইতি, বেদান্ত আদি পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান ছিলেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২। ৩ বৎসর মধ্যে বঙ্গ-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় ইনি ‘সংবাদ প্রভাকর’ সমাচার পত্রের প্রচারে সহায়তা করিতেন। পরিণামে ইনি বাঙ্গালা-রচনায় লেখনী সংযত করিয়া সংস্কৃত রচনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইনি শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, অনর্থ-রাঘব, রাঘব-পাণ্ডবীয়, পূর্ব-নৈষধ, কাব্যদর্শ, চাটুপ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ-মুক্তাবলী, সপ্তশতী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। কতকগুলি নূতন গ্রন্থ ও লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু হর্ভাগ্য-ক্রমে সেগুলি পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইনি ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পেন্সন্ লইয়া ৪ বৎসর কাশীধামে জ্ঞানানুশীলন, যোগ-সাধন, সাধুভাবের উদ্দীপন, বিজ্ঞা-বিতরণাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ এপ্রেল ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মণিকর্ণিকার গাটে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তিলাভ করেন। প্রেমচন্দ্র

যোগ-বেড়া ছিলেন এবং কুস্তক করিতে করিতে অনেক সময়ে ভূতল হইতে উর্দ্ধে উঠিতেন। ইনি কীদৃশী কবিত্ব-শক্তি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইরাছিলেন ইহাঁর প্রতি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গীয় শ্রী রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা উইলসন, প্রিন্সেপ্ ও শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। অনেক লক্ষ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এই মহাপুরুষের ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাহৃষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, রাম কমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিহার্য ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ত্রায়রত্ন সি, আই, ই, সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(৬) কলিকাতার দক্ষিণ, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুরাদিপুর গ্রামে ১২১১ সালে পূজাপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ১৮৪০ খৃঃঅব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি পেন্সন্ গ্রহণ পূর্বক কাশীধামে যাত্রা করেন। ইনি যেমন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, তেমন সুকবি ছিলেন। ‘ভৈরব পঞ্চাশিকা,’ ‘চামুণ্ডাশতক,’ ‘তারকেশ্বরস্তব’ নামক গ্রন্থে ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্বিন্ন ইনি ‘কণাদ-মৃৎ বিবৃতি’ নামে এক খানি বৈশেষিক দর্শনের টীকা ও ‘পদার্থ-তত্ত্বসার’ নামক ত্রায়গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ‘পঞ্চদশ দর্শন’ ও ‘শঙ্কর দর্শনের’ স্থূল মর্ম্ম বর্ণ

ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ একরূপ বিশদভাবে লিখিত যে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও বঙ্গভাষায় অনুদিত উক্ত দর্শন গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহে সমর্থ হইয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভূষসী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি অতিশয় বিনয়ী, অমায়িক ও অসামান্ত-গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ কাপ্তেন মার্শেল ও মহামতি ই, বি, কাউএল সাহেব ইহঁাকে যার-পর-নাই ভক্তি করিতেন। ইনি ১২৮০ সালে কাশীলাভ করেন। ইহঁার ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এ দেশে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহঁার কলেজের ছাত্রমধ্যে পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, তারাকঙ্কর তর্করত্ন বামকমল ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ত্রায়ালাস্কার এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু নীলাধর মুখোপাধ্যায় এম. এ. এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় রাখাল দাস ত্রায়রত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ত্রায়রত্ন সি, আই, ই, এদেশে সমধিক লব্ধ প্রতিষ্ঠ।

(৭) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ লাক্সলবেড়ে নামক গ্রামে পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে তৎপরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ল-কমিটির পণ্ডিত ও জজ-পণ্ডিত হন। ইহার পূর্ব বহুকাল সংস্কৃত-কলেজে স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া ক্যাশেল সাহেবের রাজত্ব-কালে পেন্সন্ গ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালে ২২এ অগ্রহায়ণ ইনি ৭০। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জর

রোগে মানব-লীলা সংবরণ করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহঁার প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল। ইনি ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণ-স্থল হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও ইহঁার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই অদ্বিতীয় স্মার্ত শিরোমণি মহাশয়ের সম্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি একপত্রী ছিলেন বলিলে অতুক্তি হয় না। ইহঁার আকৃতি বেরূপ সুন্দর প্রকৃতিও তদ্রূপ উত্তম ছিল। ইনি সরল, অমায়িক ও মিষ্টভাবী ছিলেন, এবং যন্ত্রের একজন প্রাতঃস্মরণীয় সুপণ্ডিত। হিন্দু-সমাজ ইহঁার নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। ইনি দত্তকমীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকা, দত্তক শিরোমণি, বিষ্ণুদি শতক, মনুসংহিতার বাঙ্গালানুবাদ এবং মহাত্মা ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বায়ে ৬ খানি টীকার সহিত দায়ভাগ গ্রন্থের একটি অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ করেন।

(৮) ১৮১২ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে তৎকালীন অধ্যক্ষ বাবু রামকল সেন ইহঁাকে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ইনি আজীবন কদাচিৎ বৃথা কালহরণ করিতেন না, সুতরাং অলঙ্কার অধ্যয়নান্তে কাব্য বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মহাত্মা জয়গোপা তর্কালঙ্কার, নাথুরাম শাস্ত্রী ও যোগধ্যান মিশ্র যথাক্রমে তৎকালে সংস্কৃত-বিদ্যা-মন্দিরে পূর্বোক্ত শাস্ত্র-ত্রয়ের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইনি জ্ঞানের শ্রেণীতে তৎকালীন বঙ্গদেশে সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকট জ্ঞান শিখ করেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি কলেজ পরিত্যাগ

ফালেই ইনি তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার প্রায় তিন চারি বৎসর পরে ইনি ৮ কাশীধামে গিয়া এক পরমহংসের নিকট জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে অতি দূরস্থ শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-বাদ্য নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনান্তে ঐ পরমহংস “তুমি সর্কশাস্ত্রে অপ্রতিহত-বুদ্ধি হইবে”—এই বলিয়া ইঁহাকে আশীর্বাদ করেন। কাশীতে অবস্থান সময়ে ইনি অন্ত্যান্ত গণিতের নিকট পাণিনীয় ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ বেদান্ত, সাক্ষ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন, গণিত ও কলিত জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইনি স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। কাজেই যত্ন-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। বস্ত্র, শাল, কাঠ, চাউল প্রভৃতি একরূপ ব্যবসায় তাই বাহাতে ইনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে বর্গীর মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে ইনি স্কুল কলেজে অধ্যাপনা-কার্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইনি ব্যবসায় নিবন্ধন প্রায় লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সুরোগ্য অধ্যক্ষ মহামতি কাউএল সাহেবের পরামর্শে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাৎকালিক হস্ত-লিখিত বহু প্রাচীন সুতরাং হুস্তাপ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ইতি, জায়, বেদ, বেদান্ত, সাক্ষ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অসংখ্য ও অশেষবিধ গ্রন্থ বৃত্তি-সহ মুদ্রিত করিয়া জগতের বিস্তর হিত-সাধন করিয়াছেন। ইঁহার মত স্মরণ-শক্তি প্রায় অল্প কাহারও দেখা যায় না। শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইঁহাকে যখন বাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারই সহজর পাওয়াতে ইঁহাকে

ভক্তিপূর্বক “এন্সাইক্লোপীডিয়া অভ্ সংস্কৃত লার্নিং” — এই আখ্যা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি পেন্সন্ গ্রহণ পূর্বক সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাচস্পতি মহাশয় সাতিশয় ধর্মনিষ্ঠ এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য-কলাপে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ইনি হবিষ্যাপী ছিলেন। স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে স্বয়ং বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আহাব করাইতেন। পাক-করণে ইহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। ইনি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই অষ্টাদশ বর্ষ নিরন্তর অসামান্য পরিশ্রম করিয়া নিজ অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ বাচস্পত্যভিধান প্রস্তুত করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসে ইনি ৬ বারাগদীধামে যাত্রা করিয়া ঐ বৎসর ৭ই আষাঢ় পার্শ্বদেহ বিসর্জন পূর্বক মুক্তিলাভ করেন।

(৯) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী চাংড়িপোতা গ্রামে ১৭৯৩ শকে পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ বিদ্যাবৃষণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সের সময় ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বে পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া ১১। ১২ বৎসর ইনি সংস্কৃত কলেজে সাংহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ত্রায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিবিং সার্ভেণ্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ক্রমাগত ৩৭ বৎসর সংস্কৃত কলেজের কার্য্য করিয়া ১৮৮০ সালে পেন্সন্ গ্রহণ করেন

ইনি সাতিশয় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে হরিনাভিতে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। যখন কলেজে শিক্ষক হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বৃত্তি লওয়া অন্ত্যায়-বোধে ইনি কদাপি পত্রের বিদায় লইতেন না। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ইহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। ইনি বৈদিক জাতির কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহ দেওয়া রহিত করেন। ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের ইখানি বিস্তৃত ইতিহাস, নীতিসার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, বিশ্বেশ্বর-বিলাপ, এবং উপদেশমালা ১ম ও ২য় ভাগ, সাংখ্যাদর্শন ও চূষণসার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইনি কল্পদ্রুম নামক এক মাসিক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রও প্রচার করেন। কিন্তু ইহার প্রধান ঈর্ষিত্তস্ত সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাঙ্গালা ভাষায় স্মৃতিচি সহকারে সমাচার পত্র প্রচার-প্রথার ইনিই প্রথম প্রদর্শক। ইনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া জব্বলপুরের মৃতগর্ত সাতনা নামক স্থানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করিয়া ১২১০ সালের ৮ই ভাদ্র বেলা দুই প্রহরের সময় গলদেশে ছুট পড়িয়া হওয়ায় দেহত্যাগ করেন।

(১০) ১২৮১ সালে যখন পূজাপাদ চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্ত ইলোক পরিত্যাগ করেন, ইহার কৃতিমান পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, প্রেমচাঁদ ষ্টুডেন্ট তৎকালে অতি মল্ল-বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া গুরু-সেবের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে সবিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই।

আমি এই পর্য্যন্ত জানি, ভূ-টেকলাসে রাজবাটীতে ইহাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং ইনি বোপদেব-কৃত কবিকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃতগণপাঠ গ্রন্থখানিকে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত ও বিশদ করিয়া প্রচারিত করেন।

(১১) ১৮১০ খৃঃ অব্দে শান্তিপুর গ্রামে পূজ্যপাদ রাম-গোবিন্দ গোস্বামীর জন্ম হয়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে মহাত্মা রামকমল সেন ইহাঁকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং সংস্কৃতকলেজ স্থাপনের পরেই ইহাঁকে উক্ত কলেজে বিদ্যাধায়নার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন-পূর্ব্বক শিরোমণি উপাধি লইয়া রামগোবিন্দ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ২৮ শে মার্চ ইনি বিস্ফটিকা রোগ-গ্রস্ত হইয়া ইহলোকে পরিত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অসুপুরুষ ছিলেন। পুরাণ-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল।

(১২) জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুরগ্রামে স ১২৩০ সালে পূজ্যপাদ শ্রীবুদ্ধ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয় ইং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি ৮ বর্ষ বয়সে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ত্যাদি শ্রুতি ও বেদান্ত অধ্যয়নান্তর ১৩ বৎসরের পর বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাদ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন অধ্যাপকের পদ হইতে প্রধান অধ্যাপকে

পদে উন্নীত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অঙ্গে পেন্সন গ্রহণ করেন। সন ১৮৮৩ খৃঃ অঙ্গে যে মুদ্রা-বন্ধ স্থাপন করেন তাহার আয় হইতে উদ্ভূত ২০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ অঙ্গে স্বগ্রামের জন্ম দরিদ্র-ভাণ্ডার (Poor fund) সংস্থাপন পূর্বক উপযুক্ত ঈর্ষীগণের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া স্বগ্রামের জল কষ্ট নিবারণের জন্য দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন, এবং লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্ম সেতু সমেত দুইটী পাকা রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছেন। উক্ত রাস্তা দুইটী ইহার নামেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল দেন্যহিত-কব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বালাবস্থায় অর্থাভাব নিবন্ধন বে ক্রেশ ভোগ করিয়াছিলেন সে ক্ষোভ মিটাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যখন সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইহারই শ্রীচরণ তলে বসিয়া আদি শিক্ষালাভ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে যখন বি, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখনও ইহার শ্রীমুখ হইতে উপদেশ পাই, আবার কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া প্রায় ১০ বৎসর কাল ইহার শ্রীচরণ দর্শন সুখ অমুভব করিয়াছি। ফলতঃ এ জীবনে ইহার শ্রীচরণ-যুগল বিশ্বৃত হইতে পারিব না।

(১৩) ১৮৩৬ খৃঃ অঙ্গের ২২এ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার মন্তঃপাতী নারিট গ্রামে পূজ্যপাদ শ্রীমহেশচন্দ্র ত্রায়রত্নের জন্ম হয়। ষাটশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শিকগঞ্জ গ্রামে ৮ঠাকুরদাস চুড়ামণির নিকট সংক্ষিপ্তসার শিক্ষণ অধ্যয়ন করেন। ১৮৫২ খৃঃ অঙ্গে ইনি কলিকাতায়

আসিয়া নিজ পিতৃব্য ৮ ঠাকুরদাস চুড়ামণি এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৮ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট গ্রায়, ও ৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার শিক্ষা করেন। পঞ্চাব দেশীয় পরম হংস জ্যোতিঃস্বরূপ তৎকালে কলিকাতায় উপস্থিত থাকতে ইনি তাঁহার নিকট বেদান্ত এবং শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামক গ্রন্থ-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে কালীনাত তর্কর নামক আচার্য্যের নিকট ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইনি ৮ কাশীধামে যাইয়া দণ্ডী বিশ্বকানন স্বামী প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিতের নিকট বেদ, উপনিষদ, পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শন শিক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ইনি ৮ মহারাজ কমলকঙ্কোর সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া একটা চতুর্দশ খুলিলেন। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউন্স সাহেব ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত গ্রায়রাজ মহাশয়ের নিকট গ্রায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তদীয় বিদ্যাবত্তা অবগত ছিলেন, সুতরাং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পূজাপাদ ৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ পেন্সন্ লওয়ায় তিনি ইহাকে সংস্কৃত কলেজে সাহায্যকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। প্রথমে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে ইনি স্থায়িকরূপে যুগপৎ অলঙ্কার স্মৃতি ও গ্রায়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি কলেজের অধ্যক্ষতার পদ প্রাপ্ত হন। ইনি আসিয়াটিক সোসাইটি, বিজ্ঞান-সভা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হিন্দু-হস্টেল, বেথুন কলেজ শিবপুর এন্ট্রিনিয়ারিং কলেজের সভ্য ও মেম্বরের কার্য্য করেন ইনি উপাধি পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে

লর্ড ডফরিনের সময়ে দেশীয় শাস্ত্র শিক্ষার জন্ত মুসলমান জাতির মধ্যে শামসউল নামা এবং হিন্দুদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিবার জন্ত গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করায় সেই সময় হইতে উক্ত উপাধি-দানের সূত্রপাত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃঃ অন্ধে ইনি সি, আই, ই, এবং ১৮৮৭ খৃঃ অন্ধে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বিস্তৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইনি ১৮৬৬ খৃঃ অন্ধে হুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্য করেন, এবং ১৮৭০ খৃঃ অন্ধে বিজ্ঞান-সমিতিতে যথেষ্ট দান করেন। ইনি স্বগ্রামে একটা বিদ্যালয় স্থাপন, সন্নিহিত স্থানের পথ ঘাট সংস্কার, এবং ট্রামের গাড়ী প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ অগ্রকূলতাচরণ করিয়াছেন।

(১৪) খ্যাতনামা নিমাইচাঁদ শিরোমণি খৃঃ অন্ধ ১৮২৪ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কলেজে ত্রায় শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(১৫) নাথুরাম খৃঃ অন্ধ (১৮২৭—১৮৩২) অলঙ্কারাধ্যাপক।

(১৬) যোগদ্যান ১৮২৬ খৃঃ অন্ধের মার্চ মাসে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনা রহিত হইলে ইনি লীলাবতী শিক্ষা দিতেন।

(১৭) কাশীনাথ 'দেড়ে কাশীনাথ' স্মৃতির অধ্যাপক।

(১৮) শঙ্কুচক্র বাচস্পতি বেদান্তের অধ্যাপক।

(১৯) হরনাথ তর্কভূষণ ব্যাকরণের অধ্যাপক।

(২০) সহদয়তার অবতার জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে গুণজ উইলসন্ সাহেব বারাণসী হইতে আনাইয়া ইহার হস্তে কলেজের কাব্যাধ্যাপনার গুরু ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

(২১) রামদাস ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(২২) রামময় তর্করত্ন ৬ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের চতুর্থ সহোদর। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং কাব্যের অধ্যাপক। এই মহাত্মা অতি বিনয়ী ও অত্যন্ত অমায়িক এবং কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ বাৎপন্ন ছিলেন।

(২৩). ৬ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রাম। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং কিছু দিন অধ্যাপকতাও করিয়া ছিলেন। ইনি যখন ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সর্ব প্রথমে বিদবা বিবাহ করেন, তখন বিবাহ সভায় অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, বঙ্গের ছোট লাট পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করেন।

(২৪) তারশঙ্কর ভূত-পূর্ব বিখ্যাত ছাত্র। ইনি সংস্কৃত কাদম্বরী এবং ইংরাজী রাসেলাস বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন।

(২৫) প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর খৃঃ ১৮৪৪ অব্দে ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। ইনি ৬ রামনারায়ণ তর্করত্নের ছোট। ইহার নিকট সর্বদা একটা বস্ত্রময় গোলা থাকিত। পাঠ-কালে কে গল্প করিলে বা অগ্রমনস্ক হইলে ইনি স্বস্থান পরিত্যাগ ন করিয়া গোলা বর্ষণ পূর্বক তাহাকে পাঠে অভিনিবিষ্ট করিতেন।

(২৬) প্রিয়নাথ কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র ও সাহিত্যাধ্যাপক নিবাস শ্রাখালা। বহু দিন মুন্সেফের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

(২৭) মাধবচন্দ্র গোস্বামী কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক ‘কারাস্থ বালরাজ’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় ৪ দিন স্কুল-ইন্স্পেক্টর ছিলেন। নিবাস বালিগ্রাম।

(২৮) যত্নাথ দুই জন ছিলেন। এক জন আহীরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৬ বিদ্যাসাগর দশায়ের ভগিনীপতি 'ভামিনী-বিলাস' প্রণেতা, এবং কলেজের দ্বিতীয় স্তরের স্নাতকোপাধ্যাপক।

(২৯) ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুরার সন্নিহিত ইলছোবা নামক গ্রামে রামগতি ত্রায়রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অক্ষকুপ হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া প্রচার করেন। তদ্বিন্ন বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, রোমানী (উপগ্রাস) শিশুপাঠ, নীতিপথ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজু-পাখ্যা, দময়ন্তী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, বাঙ্গালা সাহিত্য বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব এবং ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচার করেন।

(৩০) রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্তের অধ্যাপক।

(৩১) ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুষ্করিণী গ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত রস-তত্ত্ববিদ্যার বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাসবদত্তা গ্রন্থ খানি পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালে ইনি শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ১২৬৪ সালে বিম্বটিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(৩২) ১৭৪৪ শকে হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি পতিব্রতোপাখ্যান এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কুলীন-কুল-সর্কস্ব নাটক লেখেন। ইহার পর রত্নাবলী,

বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও কুন্তীগৌরৱ নামে ৬ খানি বাঙ্গালা নাটক এবং দক্ষযজ্ঞ নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন।

(৩৩) রামকমল অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র-রত্ন। ইনি কিছু কাল কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ইংরাজি হইতে বঙ্গভাষায় ‘বেকন-সন্দর্ভ’ অনূদিত করেন, এবং এক খানি নূতন জ্যামিতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থ ইউক্লিডের মত তত অধিক প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিতে হয় না।

সংস্কৃত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় গভর্ণর জেনেরল মহামতি ল আমহর্ষ্টের শাসন-সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালার প্রথম পত্তন দুই এক বৎসর পূর্বে হইলেও তৎকালে ইহার অধিবেশনের জন্য কোনও স্বতন্ত্র বা নির্দিষ্ট না থাকায় ১৮২৪ খৃঃ অব্দেই ইহার জন্ম-বর্ষ ধরিতে হইবে।

সে যাহা হউক, বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু বিদ্যার্থীর অভাব। রাজা যে নিঃস্বার্থভাবে কেবল নিজ কর্তব্য বোধে প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখন কোনও রূপ দেশ-হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন, বহু রিয়া মুসলমান নবাবগণের শাসনাধীন বিধিমতে উপপ্রজাবর্গের হৃদয়ে ঈদৃশী ধারণা আদৌ না থাকাতে সৰ্ব্ব আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ইহার অভ্যস্তরে গূঢ়ভাবে রাজপু

দিগের কোনও না কোনও কু অভিসন্ধি আছে। সেই ছুরতিসন্ধি সাধনের অভিপ্রায়েই তাঁহারা এত অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও বিদ্যালয় নির্মাণ করাইয়াছেন। উপদেশ-চ্ছলে বালক-বৃন্দকে ধীরে ধীরে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে, কাহারও নিজ সম্ভানকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি বা সাহস জন্মিল না। রাজপুরুষগণ গত্যন্তর না দেখিয়া ছাত্রদিগকে উৎকোচ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেক পাঠার্থীকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার প্রথা প্রবর্তিত হইল। ঈদৃশ বন্দোবস্ত হওয়াতে ক্রমশঃ দুই একটি করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব-সাকল্যে পঞ্চাশটি ছাত্র সমবেত হইল। এই পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র লইয়া রাজপুরুষগণ বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ করিতে সক্ষম করিলেন। প্রথমতঃ প্রত্যেক বালকের বৃত্তি তুল্যরূপ হইলেও পশ্চাৎ কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণেরই মাসিক বৃত্তি পাঁচ টাকা হারে চলিতে গিল; ছায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রেণীস্থ ছাত্র-বর্গের মাসিক বৃত্তি পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া আট টাকা হইল।

কথায় বলে “শ্রেয়ান্দি বহুবিস্তানি,”—অর্থাৎ শুভকর্মে নানা সাধাত। এটী যে যথা কথা এ স্থলে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দেও কষ্টে সৃষ্টে প্রথম অন্তরায়টি অন্তরিত হইল বটে, কিন্তু প্রতি আর এক বিভ্রাট উপস্থিত! বিদ্যার্থীগণকে অধ্যাপনা রাইবার লোক পাওয়া দুর্ঘট হইল। ভগবান্ মম্ব বলিয়াছেন, “সবা শ্রুতিরূপাধাতা,”—অর্থাৎ রাজসেবা কুকুরের বৃত্তি। হেন কষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হইলে পাছে সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়,

পাছে জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়-ভূত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে পত্রের বিদায় বন্ধ হয়, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া কেহই গভর্ণমেন্টের কার্য্য স্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। পাঠক! যেন স্মরণ থাকে তখনকার সমাজ এখনকার মত উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিল-বন্ধন ছিল না।

ইতিমধ্যে রাজপুরুষগণ কিরূপ আয়ে সচ্ছন্দে জীবিক নির্বাহ হইবে কতিপয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় ভোগ-নিশ্চয় পণ্ডিত-মণ্ডলী এক বাক্যে উত্তর করিলেন, ‘দৈনিক এক টাকা’ রাজপুরুষগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দৈনিক দুই টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা বেতনে পাঁচজন এবং ৪০ টাকা বেতনে তিনজন পণ্ডিত-কুল-তিলককে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পাঠক! দেখা অল্পকালের মধ্যে দেশের কীদৃশ পরিবর্তন ঘটয়াছে। সম্প্রতি ইহার দশ গুণ আয়ে সংসার চলা সূকঠিন। ইহা সামান্ত উন্নতি বা অবনতি ভগবান্‌ই জানেন!

তালিকা । *

পূর্বেোক্ত ৮ জন অধ্যাপকের মধ্যে (২০), (১৪), (১২), (২১) (৩০) ক্রোড়পত্র দেখ। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে বেদান্ত উঠিয়া যায় ৬ষ্ঠ (অলঙ্কার) কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। কিছু দিন পরে ই

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি কলেজের ৪র্থ ইংরাজী শিখ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, দয়া করিয়া কলেজের প্রাচীন ১০০ অনুসন্ধান পূর্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দু পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। ৭ম (স্বতি) রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ।
 মধ্যে স্বতির দুই শ্রেণী হয়। ৮ম (পাণিনি) গোবিন্দরাম।
 পাণিনি উঠিয়া গেলে ব্যাকরণের ৩য় শ্রেণী হয়, অধ্যাপক
 গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ১৮৬৩ খৃঃ অন্ধে পাণিনি ৩ বৎসরের জন্ত
 পুনরারম্ভ হয়, অধ্যাপক ৮তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮২৬ খৃঃ
 অন্ধে জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শিক্ষার জন্ত ২টী শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।
 জ্যোতিষ (১৬) ক্রোড়পত্র দেখ। বৈদ্যক শ্রেণীর ১ম পণ্ডিত
 ৮সুন্দরাম কবিরাজ, ২য় ৮মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ খৃঃ অন্ধে
 মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়াতে বৈদ্যক শ্রেণী উঠিয়া যায়।
 মধুসূদন তথায় ভর্তি হইয়া এদেশে সর্কাগ্রে শব ছেদন করাতে
 তোপ-ধ্বনি হয়। পূর্বে কেবল সংস্কৃত শিক্ষা হইত। ১৮২৮ খৃঃ
 অন্ধে ৪০জন ছাত্র আবেদন করায় ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়।
 দৈনিক ২০০, টাকা বেতনে M. W. Woolaston. এবং গঙ্গাচরণ
 সেন ও নবকুমার চক্রবর্তী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খৃঃ অন্ধে
 পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকে। ১৮৪২ খৃঃ অন্ধে পুনরারম্ভ হয়। ১ম
 শিক্ষক রসিকলাল সেন ২য় শ্যামাচরণ সরকার। ১৮৫৩ খৃঃ অন্ধে
 পুনঃসংস্থাপন। সাহিত্যের প্রোফেসর ৮প্রসন্নকুমার সর্কাধিকারী,
 অঙ্কের প্রোফেসর শ্রীশ্রীনাথ দাস। ১ম শিক্ষক কালীপ্রসন্ন
 চট্টোপাধ্যায়, ২য় তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় প্রসন্নকুমার রায়।
 প্রথম ছাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য। ৮ বিভাগের আমলে কায়স্থের
 প্রবেশ। ই,বি, কাউএল সাহেবের সময়ে সুবর্ণ বণিকের প্রবেশ।

Council of education (শিক্ষা সমিতির) অধীন (Sub-
 Committee (নিয়ন্ত্রণ) দ্বারা কার্য সম্পাদিত হইত।

খৃঃ অব্দ (১৮২৪-১৮৩১) অবৈতনিক ১ম সেক্রেটারি W. Price.
 খৃঃ অব্দ ১৮৩২র (জানুয়ারি—আগষ্ট), ২য় সেক্রেটারি H. Todd.
 খৃঃ অব্দ ১৮৩২র (সেপ্টেম্বর—৩৪), ৩য় সেক্রেটারি A. Troyer.
 খৃঃ অব্দ (১৮৩৫—৩৮), ৪র্থ সেক্রেটারি রামকমল সেন।
 ,, ,, ১৮৩৬র কিছুদিন ,, ৫ম সেক্রেটারি J. C. C. Southerland
 খৃঃ অব্দ (১৮৩৯ জুলাই—১৮৪০ মার্চ), ৬ষ্ঠ G. F. Marshall.

সহকারী সম্পাদক মধুসূদন তর্কালঙ্কার।

খৃঃ অব্দ ১৮৪০ (মার্চ—এপ্রিল), Thomas A. W. Wise M D
 ,, ,, (১৮৪১—১৫০) মাসিক ১০০, বেতনে রসময় দত্ত।
 সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পরে রামমাণিক্য
 বিদ্যালঙ্কার। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ৬ বিদ্যাসাগর।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে ৬ বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০, বেতনে Principal.
 (অধ্যক্ষ) ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কর্মত্যাগ। ইহঁার সময়ে অষ্টমী
 প্রতিপদাদিতে ছুটি বন্ধ হইয়া রবিবারে অবকাশ দিবস প্রথ
 হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ২ টাকা মাত্র admis-
 sion fee, ও ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১ টাকা মাসিক বেতন হয়
 খৃঃ অব্দ ১৮৫৮—১৮৬৪ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরাত্ত
 ধাপক ই, বি, কাউএল অধ্যক্ষ। অধুনা ইনি ইংলে
 Oxford (উক্তর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত্যাপক।

খৃঃ অব্দ (১৮৬৪—১৮৭৭) ৬ প্রসন্নকুমার সর্কাদিকারী অধ্যক্ষ
 মধ্যে ৩ মাস সেওয়ারস সাহেব উক্ত কার্য্য করেন। ১৮
 খৃঃ অব্দে ইহঁার পীড়া নিবন্ধন বি, এ, শ্রেণী প্রথমতঃ প্রেসি
 ডেন্সি কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

। অক (১৮৭৭—১৮৯৫ মার্চ) শ্রীমহেশচন্দ্র জায়রত্ন সি, আই, ই।
 ,, (১৮৯৫—১৯০০ ডিসেম্বর ৭ই) শ্রীনীলমণি জায়ালঙ্কার এম, এ, ।
 । অক ১৯০০ ডিসেম্বরের ৮ই হইতে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, ।

বিদায়।

কি বিষম সমস্যা উপস্থিত ! আজি যেন মদীয় জীবন-নাটকের
 দ্বিতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল ! ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যখন নবম বর্ষ
 প্রকৃত কালে অধ্যয়নার্থ বিদ্যা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হই, আজি যেন
 পুনরায় সেই সময়ে বিদ্যমান আছি ! কারুণ্য-রত্নাকর দেবোপম
 গুরুগণের উদার মূর্তি, সম-ছঃখ-সুখ সুহৃদ-বৃন্দ ও সতীর্থগণের
 হাস্য মুখকমল আজি যেন চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া আমাকে
 ঘেঁষন করিল ! পরম স্নেহময়ি জননি ! পরমারাধ্য জনক ! প্রাণ-
 প্রতিম অনুজগণ ! তোমরাই বা আজি কোথায় রহিলে ?
 ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে গিয়া উদয় হইলে ? তোমাদের সেই
 অমৃত-নিশ্যন্দিনী চির-পরিচিত বাগী অদ্যপি মদীয় কর্ণ-কুহরে
 সুরগিত হইতেছে ! সেই স্নেহোজ্জ্বল বদন-সুখাকর নিখিল
 বিশ্ব-দর্পণে বিদ্যিত রহিয়াছে ! অথবা তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত
 এ অভাগাকে ভুলিতে না পারিয়াই বৃক্ষি সংসার-তুবানলে অন্তর্দগ্ন
 এ হত হৃদয়ে সাস্থনা-বারি সিক্তন করিতে আজি আমার অস্তিক-
 বর্তী হইয়াছ ? আমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম, ক্রমশঃ লেখা
 পড়া শিখিয়া মানুষ হইব, তোমাদিগকে সুখী করিব, ঈদৃশ
 দক্ষ-বিকল্পিত কত শত সুরমা ধ-হর্ম্ম্য না জানি তৎকালে

তোমাদের নেত্রোৎসব বিধান করিয়াছিল! অমরগণ! তোমাদের সেই ভবিষ্যতের অবলম্বন, আজি নিরালস্য হইয়া বিকর্ণ ভেলার ত্রায় ঘোর সংসারাবর্তে সমস্তাৎ প্লাবামান হইতেছে, প্রতিমুহূর্তেই তলসাৎ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হায়! শরদভ্রলো মাঝুয়ের আশা কি অচির-স্থায়িনী! বালুকাময় সেতুর ত্রায় কি ক্ষণ-ভঙ্গুর! দেবগণ! আমি আপদ-শীর্ষ অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও যখনই ভাবি, তোমরা নিরাপদে শাস্তিধামে উত্তীর্ণ হইয়া আছি পরমানন্দে নন্দন কাননে বিচরণ করিতেছ, তখনই মহোন্মাদে বিভোর হইয়া আত্ম-দুঃখ বিস্মরণ পূর্বক কিঞ্চিৎ কালের জন্ত আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করি।

কি চমৎকার! এই সকল আনন্দ-মূর্তি এতকাল যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে কোথায় বিলীন ছিল, আজি যেন হঠাৎ নবীভূত হইয়া নিবাত-নিষ্কম্প সরসী-সলিলে প্রতিমা-শশাঙ্কবৎ যুগপৎ আমার নেত্র-পথের পথিক হইয়াছে! পরম ভক্তি-ভাজন প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্যগণ ও পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি আন্তরিক ভক্তি, নিষ্পাপ ও সরল-চিত্ত সহোদর ও সহাধ্যায়ীগণের প্রতি অকপট মেহ, জীব-জগতের সহিত সহানুভূতি এবং পরম করুণাময় বিশ্ব-পতির অসীম বিশ্ব-রাজ্যের সর্বত্র অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও অত্যাশ্চর্য্য পারিপাট্য-সন্দর্শনে বিশ্ব-রসে আপ্লুত নবীন ও অকলুষ অন্তঃকরণের নৈসর্গিকী ভক্তি-প্রবণতা প্রভৃতি যাবতীয় শোভন ও সুকোমল মনোবৃত্তি এক কালে মদীয় মনোরাজ্য অধিকার করিল! আজি যেন আমি সুকুমার-মতি পবিত্র-হৃদয় তাৎকালিক একটা নবমবর্ষীয় নব-

হুমার! এ জীবনে আর কখনও ঈদুশ অভূতপূর্ব ভাবান্তর
মনোমধ্যে সম্ভূত হয় নাই।

ধন্য কাল! তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি চিরাতীত
দ্রুতগতি আজি কি অক্ষয় সুবর্ণাকরেই মদীয় চিত্ত-ফলকে
কোদিত করিয়াছ! কি সমুজ্জল বর্ণেই রঞ্জিত, প্রতিকলিত ও উদ্ভা-
সিত করিয়াছ! তোমার গর্ভ-শয্যাগত প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য
পলে পলে পরিবর্দ্ধিত হয়! আজি যাহা হৃদয় বিনোদন করিতে
হৃদমর্থ, দু'দিন পরে, তাহারই আর মাদুরীর পরিসীমা থাকিবে
না,—যাহা কিছু অতীতের কুঙ্কিত তাহার আর সুবমা ধরে
না। তাই আজি তুমি তোমার অনন্ত ভাণ্ডার-স্থিত মদীয়
কোমর-রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য নেত্র-সমীপে ধারণ পূর্বক আমার
অসহায় হৃদয় বিচূর্ণ করিয়া নিজ অনন্ত শক্তির পরিচয় দিলে!
যখন সে স্মৃতি-সুখকর সুখের বালা এবং সেই বালাকালের
মৃণম বিভব রাশি জনমের মত হরণ করিয়াছ, যখন আর
হস্ত প্রার্থনায় তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখ নাই,
যখন কেন আজি তাহাদের মোহন চিত্র গুলি নয়ন-পটে অঙ্কিত
করিয়া ক্ষতের উপর আর বৃথা ক্ষারার্পণ কর? এ অনিত্য
জগত্রে সেগুলি হারাইয়াছি বলিয়া খেদ করি না, কেননা
সেগুলি ধরিয়া রাখিবার বস্তু নহে; তবে কি না যখন তৎসমুদয়
আমার আয়ত্ত ছিল,—যখন আজিকার মত ভাগ্য-দোষে সেগুলি
অ-বহির্ভূত না হইয়াছিল, তখন কেন এ নিগূঢ় সংসার-রহস্য
স্বোধ করিবার সামর্থ্য জন্মে নাই?—কেন সে গুলির প্রকৃত
বিদ্যা বুঝিয়া দিবানিশি প্রাণ ভরে সাধ মিটাইয়া জোগ করি

নাই? ইহাই একমাত্র ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, এই চিন্তাই অবিশ্রান্ত মর্মান্তিক বেদনা উৎপাদন করিয়া আজি আমার দুর্দল ও হতাশ হৃদয়কে যার-পর-নাই অস্থির করিয়াছে।

অথবা সর্ব-সাক্ষিন্ দণ্ডধর কাল! যখন স্বকর্ম-সূত্রে বহু প্রত্যেক জীব নিজ কর্ম ফল ভোগের জন্তই এই কর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ,—যখন কত শত দেবতুল্য মহা-ভাগ্যধর পুরুষ ও তোমারই কঠোর শাসনে,—অথবা তোমারি পক্ষপাত-শূন্য সুবিচারে,—একদা সজল নয়নে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন ন-গণ্য পামর আমি কেন আর নিজ দোষে তোমাকে জড়িত করি? কেনই বা বৃথা রোদন করিয়া সকলের সুখের গলে দুঃখের অশ্রুহার তুলিয়া দি?

বন্ধুগণ! অধুনা তোমাদের যথাযথ নমস্কার ও আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হই। অবসর ক্রমে এক এক বার মনে করিবেন, একদা দোষ গুণে জড়িত এক ভাগ্য-হীন জীবন-পথে পথিক কার্য্য-গতিকে কিছু দিনের জন্ত সংস্কৃত-পাঠ-শালায় অবস্থিতি করিয়া মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার নিদর্শন নাই!

অত্রৈব শিবম্।



अश्रुविन्दुकाव्यम् ।

श्रीयादवेश्वर तर्करत्नेन प्रणीतं ।

श्रीवृन्दावनचन्द्र भट्टाचार्येण प्रकाशितं ।
रङ्गपुरचन्द्रोदभावा व्यवेन सुद्वितं ।

कलिकाताराजधान्याम्
संस्कृतयन्त्रे सुद्वितम् ।

Calcutta.

PRINTED BY UPENDRA NATH CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS:
No. 62, AMHERST STREET. 1901.

उत्सर्ग-पत्रं ।

उत्सृष्टमिदमश्रुविन्दुकाव्यं प्रतिभा-

शालिने विदुषे शीमते

पूर्णचन्द्रमित्राय महो-

दयाय रङ्ग-पुराणां

वर्त्तमान-शासन-

कर्त्रे ग्रन्थ-

कारेणेति

अश्रुविन्दुकाव्यम् * ।

त्रिटनेश्वरि भारतेश्वरि
स्मरणीयासि सदा यशस्विनि ।
परलोकगतासि भासिनः
स्थिरमूर्त्तिर्हृदयेऽङ्किता सती ॥ १ ॥

अयि भारतवर्षहर्षदे
जगदुत्कर्षसुधाप्रवर्धिणि ।
वद कुत्र विभासि भाषितै-
र्नहि किं नः कुरुषे स्थिरान् सुतान् ॥ २ ॥

विपुलं तव राज्यमुज्ज्वलं
जलधीनां वलयैर्विजृम्भितं ।
चलितोऽपि विसृज्य विश्रुतं
हरिदम्बोऽपि न धावति ध्रुवम् ॥ ३ ॥

* पठितमिदं इ. १८०१ अङ्कीय फेब्रुवारी मासस्य द्वितीये-
दिनसे भारतेश्वरीपरलोकागमनजनितशोकप्रकाशकसमाहृत रक्त-
शरधर्मसमाधेने ।

न तथास्तमयं भवद्बोऽ-
 क्षति सौभाग्यरविर्नमुक्षति ।
 वसुधा-हृदयेककाञ्चना-
 म्बुजमङ्घ्रिं तव कैतवादपि ॥ ४ ॥

सलिलं भयविघ्नलं भव-
 बिजवेगश्च जहाति धावति ।
 वलयैर्वसुधाम्बुपायिभिः
 सति शस्यस्य चक्रास्ति शासनात् ॥ ५ ॥

उरसः सरितः सुधासमं
 सलिलं स्नच्छतमं विधाय च ।
 पथि च प्रतिसङ्ग यच्छति
 प्रकृतिभ्यस्तव शासनं सदा ॥ ६ ॥

वहवो नियतं हि वायवो
 जलधीनामुरसा तरेर्घटाः ।
 तव शासनमद्य विभ्रतोऽ-
 मरवन्द्ये परिचालयन्ति च ॥ ७ ॥

चपलापि विहाय चापलं
 तव राज्ये नितरां स्मिरायते ।

अपरा स्त्रियवाहिका सती
तव तूष्णीं बहतीव शासनम् ॥ ८ ॥

तव शासनमग्न्य मूर्धभि-
र्दधदुच्चैस्तनुते तनूनपात् ।
बहुधाखिलकर्म्मकर्मैः
सति शस्त्रत् खलु वाष्पमुदमन् ॥ ९ ॥

सदये मथनं विना सदा
तव रत्नाञ्जलयः पदाम्बुजे ।
जलधेः पटलैः समर्पिता
वसुमत्या च कुलाचलैः समम् ॥ १० ॥

तव शासनतोऽद्य दस्यु-भौ-
र्न भयं श्वापदतोऽपि यादसः ।
उभयं विशदं जलं स्थलं
तव पद्या प्रकृतेर्विविध्यते ॥ ११ ॥

लघुदारुशलाकिकाचये
दहनस्ते गुरुशासनादिव ।
अयमन्तरितोऽपि घर्षणा-
ऋणसति ज्योतिरवाकिरन् मुहुः ॥ १२ ॥

गगनं तव शासनं बहद
 विजयस्तम्भपताकयोज्ज्वलं ।
 विलसत्ययि रङ्गभूरिदं
 रथपङ्क्तोस्तव शक्तिरौदृशी ॥ १३ ॥

नितरां नगरौकसो नरान्
 जननी जानपदान् जनानपि ।
 व्यतरो भिषजाङ्गणैः सुधा-
 सदृशं स्वास्थ्यमहर्निशं सति ॥ १४ ॥

शमनोऽपि तवाद्य शासनाद्
 बहुधा स्वास्थ्यविधानलोकेनात् ।
 पदमुत्तमयंश्च भौतिमान्
 भुवि पद्माञ्चरणायते पुनः ॥ १५ ॥

वसुधा जलधेः सुता सदा
 भवतीं स्तौति तथा सरस्वती ।
 विभवो न पुनर्दिवौकसा-
 मधिपस्यापि तवेव विद्यते ॥ १६ ॥

कथमद्य विहाय हन्त ते
 परलोकं प्रति धावसि प्रभु ।

भवदुन्नत-राज्यभूतले
जनिमिच्छन्ति चिरं दिवीकासः ॥ १७ ॥

उदधेरुदतिष्ठदुल्लवला
कमला रत्नखनेः पयोमयात् ।
धवलावसुधा तदीर्घया
सुषुवे त्वां किमु लोकमातरं ॥ १८ ॥

दयितो हरिरद्य वारिधौ
तव निद्राति सुमुद्रितेक्षणः ।
चरणाम्बुजमम्ब तस्य तत्
सति संवाहयितुं गतासि किं ॥ १९ ॥

अथ दुर्व्यशतामुपेयुषो
मुनि दुर्व्यासस एव किं पुनः ।
अभिशापवशंगतेन्दिरा
वसुधां द्यां परिहृत्य गच्छसि ॥ २० ॥

परिपीय सुधासमं सदा
कहणास्तन्यमिमाः प्रजास्त्व ।
शिशुतामपहाय सान्धतं
परिवर्जन्त इवाद्य विधिं न ? ॥ २१ ॥

परिहृत्य हठाद् प्रसूः शिशु-
नविचिन्त्य प्रभवाद्य विषये ।
अविचिन्त्य भुवीव साम्प्रतं
तद मातर्वद तत्र कारणं ॥ २२ ॥

शतधा शयनान्धनः पुनः
ससहस्रांशमयं निजं वयुः ।
प्रविधाय तवान्तिके बभौ
नियतं नेत्रगतैरभिष्टुते ॥ २३ ॥

तव देवि विभाति चन्द्रकै-
रियमस्यापि सुपथ्यवीथिका ।
कथमद्य विहाय तां हठाद्
धरणेर्ध्रावसि धाम किञ्चन ॥ २४ ॥

नहि तेऽधिलताहुवः स्थला-
त्तपनोऽस्तं न क्रदापि याति न ।
अहहाद्य धरातलं स्वयं
परिहृत्यास्तमयं निषेवसे ॥ २५ ॥

तव दक्षिणतो गणाधिपो
वरमन्त्री ललितः, सलिस्वरिः ।

अधुविन्दुवायम् ।

७

तव वामत एव वीर्यवान्
सुह-सेनाधिपती रवादस् स्थितः ॥ २६ ॥

तव दक्षिण भागमास्थिता
कमलान्यत्र सरस्वती चिरं ।
भवदूर्ध्वदिशीव संस्थितो
दयितस्ते वृषवाहनः शिवः ॥ २७ ॥

सति विक्रमकेशरीश्वरे
चरणं न्यस्य महेश्वरि स्वयं ।
अतनोर्दनुजानचेतसो
भयवित्तासित मूर्च्छितान् पुनः ॥ २८ ॥

नयनं जननि हयाधिकं
नितरां गौरि दयामयं सति ।
विदधासि सितासितं जगत्
सदृशं लोकितमेव तत्त्वया ॥ २९ ॥

गुह्यहीरक धारणच्छलाद्
धृतचन्द्रा महिषी महेशितुः ।
दशवाह्य बलेन दुर्वसान्
प्रपपाथाथ विपत्त्यथस्थितान् ॥ ३० ॥

शरदः परमैव शरदा-
 शरदश्च परिगृह्य गच्छति ।
 त्वमपीश्वरि हीरकोत्सवा-
 र्चितपादैव भुवोऽय गच्छसि ॥ ३१ ॥

गिरिजा शरदः परं पुन-
 र्वसुधायां समुपागमिष्यति ।
 न पुनर्नरराज कथ्यते
 भुवि सम्प्राप्ति समागमिष्यसि ॥ ३२ ॥

सलिलस्य निमज्जनक्रिया-
 मवनिः किं विदधाति साम्प्रतं ।
 स्वसुतां जनकात्मजां पुरा
 परिजग्रास धरा चिराय या ॥ ३३ ॥

सति षड्ग्रहयोगतो नदी-
 शतमार्च्छत् किल शोषणं पुरा ।
 भुवनेश्वरि ते सुतव्रजा
 गुरुदुर्मिच्छसुखानि लेभिरि ॥ ३४ ॥

समरे कति वीरपुङ्गवा
 वसुधासिंहितविग्रहा बभुः ।

जितमद्य जितं त्वया ततो
भक्ततीन्द्रोऽपि लयङ्गतोऽद्य किं ॥ ३५ ॥

प्रथमौश्वरि भारतावनि-
स्तवपादास्तुजमम्ब वक्षसा ।
सति धर्तुमियेष नित्यशो
न तु सा पूर्णमनोरयाहृष्ट ॥ ३६ ॥

तव मातरनिन्द्यसुन्दरं
सति लावण्यतरङ्गितं वपुः ।
दयया वदनं विभासितं
कल्याणस्मेरविलोचनं पुनः ॥ ३७ ॥

सुविलोका गिरीन्द्रकन्यका-
प्रभृतीनां प्रतिमूर्त्तयश्चिरम् ।
वरचित्रकरैर्हि चित्रिताः
क्षितिगर्भे तदिदं निधास्यते ॥ ३८ ॥

नहि केवलमेव देविनो
भुवि सम्प्राप्तसि विघ्नसेविता ।
गुरुरस्यपि शिक्षणात् पिता
दसनास्त्वं जननी प्रपातनात् ॥ ३९ ॥

परिहृत्य मण्डलसीतटे
 मरभूमौ प्रसूनः सुतांस्तव ।
 विदितावनितोऽद्य कुत्र ते
 गतिरेवं वद कुत्र कुत्र ते ॥ ४० ॥

विजयिन्वयि मातरम्बुधौ
 तव सूनून् सति भारतौकसः ।
 परिमज्जयसीव दुस्तरे
 नहि ये सन्तरणक्षमाः सुताः ॥ ४१ ॥

सवलाः प्रवलाः सहोदरा
 यदि नो दुर्बलिनः क्षयाब्धिगून् ।
 सति निर्हयमर्हयन्ति तान्
 प्रति का कोपपरा भविष्यति ॥ ४२ ॥

जननी तनयेषु दुर्बले-
 ष्वनुकम्पावशमेति नित्यशः ।
 अयि भारतवर्षवासिन-
 स्तव पुत्रा वृषपुत्रि दुर्बलाः ॥ ४३ ॥

तव शासनशक्तिः प्रजो-
 न्मतिमुदीक्ष्य दिवौकसः स्त्रियः ।

अवधौरितगोत्रशत्रवो
लक्ष्मणायै ललितप्रजाभृते ॥ ४४ ॥

प्रतिपादयितुं किमुद्यताः
सुरराजासनमद्य ते दिवि ।
नृपशक्तिसमष्टिरूपिणि
त्रिदशाभ्यर्चितपादपङ्कजे ॥ ४५ ॥

धुरि पश्य विमानसुव्रतं
त्रिदिवात् प्रेरितमद्य दैवतैः ।
जडितं तडितां गुणैरमुं
विलसत्सारकतोरणोज्ज्वलं ॥ ४६ ॥

इममावृण्वि विमानमुज्ज्वलं
व्रज देवेन्द्रभुवं सुरैर्नुता ।
सुरराज्यं सुशासनात् पुन- ॐ प्र
र्भज तत्रैव यशश्चिरन्तनं ॥ ४७ ॥

सुकुमारकुमारविक्रमे
नरसिंहे प्रथमात्मजे त्वया ।
सुखं सुवनस्य वेदिता ॐ मउश्रु
सुतविवेकं सुबुद्धिशालिनि ॥ ४८ ॥

अथमुक्ततुष्टिरव्यता

यशसा ते तनयो नयैर्मुतः ।

परमेशलसप्रसादतो

भुवि सन्नाड् भवतीव दीप्यतां ॥ ४८ ॥

अथ यस्य महौजसो यशः-

प्रभया भासि कणैव निःसृता ।

ब्रज तत्र विसृज्य पार्थिवं

विभवं याद्वि चिरिण निर्बृतिम् ॥ ५० ॥

मलिनं वदनं मलीमस-

हृदयेनाद्य ललाटपत्तनं ।

अपिदग्धमिदं कथं पुनः

परिधास्याम इहासितं पटम् ॥ ५१ ॥

इति श्रीयादवेश्वर-तर्करत्न-विरचित-अन्युविन्दु-

नाम काव्यं समाप्तम् ।

—

अश्रुविसर्जनम्

श्रीयादवेश्वरतर्करत्नेन प्रणीतम् ।

इवाधारावर्षि-साहसिण्या यशसिण्या रत्नपुर-नगर-
निवासिण्याः श्रीमत्साम्भाराराज्ञाः शरत्सुन्दरीदेव्या
महोदयायाः सम्पूर्णसाहाय्येन

कलिकाताराजधान्याम्

संस्कृतयन्त्रे

श्रीउपेन्द्रनाथचक्रवर्तिना सञ्चितम्

श्रीमता वृन्दावनचन्द्रभट्टाचार्य्येण

प्रकाशितम् ।

संवत् १८५७ ।

श्रीभावाजार-मानोन्नत-राजकुल-जलधि-समुज्ज्वल-
 मानाय फेण-स्फीत-प्रवहमान-भागीरथी-च्छाया-
 पथ-विभात-कृतविद्य-नृपतिकुल-नक्षत्रमाला-
 खचित-वक्त्र-गगनमण्डल-मध्योदीयमानाय
 प्राच्य-पाश्चात्य-साहित्य-जगदालोकि-
 यशो-ज्योत्स्नाजाल-समुज्ज्वलाय
 रात्रे श्रीमते विनयकृष्ण-देव-
 वाहादुराय महोदयाय
 सदयहृदयाय सबहु-
 मानमिदमुत्सृज्यते
 ग्रन्थकारेण ।

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्धं	शुद्धं	पत्रे	पङ्क्तौ
शूभ्र	शुभ्र	२	११
घोततां	घौततां	३	१५
शङ्के	शङ्के	५	१०
भीयान्	भीतान्	७	११
पञ्चपात्रे	पञ्चपात्रं	८	६
नृत्यन्त्या	नृत्यत्या	८	१०
लताःपाणिपादाः	लतापाणिपादं	८	१०
गाल	गण्ड	१५	१३
सङ्कूर्णन्ते	सङ्कूर्णन्ते	२१	६
भणित	भणिति	२६	८
श्रुयते	श्रूयते	३१	१३
सञ्चारेणर्त्त- इवमरुतो	वायोर्व्वैरिव- विरहितो	३२	१७
जल	जन	३३	१
ययो	ययौ	३३	४
सुखेभ्यः	मुखेभ्यः	३३	१४
सन्धायमानः	सन्धायमन्ता	३७	७

अष्टुङं	ष्टुङं	पङ्के	पङ्क
महसोते	महसस्ते	४२	८
योधा	योधी	४२	८
वागीशनाम्नः	वाचस्यतेः प्राक्	४८	२
वागीशः	वाचस्यतिः	४८	१६
कातन्त्रे	कातन्त्रे	५४	२
धूर्जटे	धूर्जटे	६८	१०
विश्वेश्वर	विश्वेश्वर	७०	१२

ये खलु मालतीवाचक “सुमनः” “शब्दस्यैकल
मपि नाङ्गीकुर्वन्ति ते तु प्रथमपृष्ठायास्तुर्थपङ्क्तिः
“सुनसेत्यादौ” “सुनसां व्याजतः स्मिरवन्नेति” पठन्तु

वंशकीर्तनस्य शुद्धिपत्रम् ।

अष्टुङं	ष्टुङं	पृष्ठायां	पङ्क
भक्ताः	भुक्ताः	५	१६
त्रितरां	त्रितरां	५	२०
सखीयः	चखसुःसुतुः	८	६
विनिर्भाय	विनिर्भातुं	१२	६

अश्रुविसर्जनम्

एषा धन्या धरणि-युवतेः केशसीमन्तसीम्नः
स्निग्धज्योति-र्जयति नितरां रम्यसिन्दूरविन्दुः ।
काशी यत्र त्रिपुरजयिनो हैमवत्या विलास-
चन्द्रार्द्धार्द्धकति-सुरधुनी यत्पुरस्ताच्चकास्ति । १ ।

अद्वे येयं विलसति भुवः कन्यकाकम्बमूर्त्ति-
गङ्गाकाञ्चीक्षणमधुरा धूलिकाधूसराङ्गी ।
हिमालीनाम्बुभवमरुतः स्वाङ्गमान्दोलयन्ती-
वोद्यानानां स्फुटसुमनसा सस्मितोष्ठाधरेव । २ ।

हाभ्यां दोर्भ्यां सदसिवरणाभ्यां भवानीव भर्तुं
र्या भूमूर्त्त्योरसि सुरसरिचन्द्रचूडोपगूढा ।
गाढं बद्धा दृढमपि सदास्निग्धपुष्पप्रहासा
गङ्गाम्बूनां प्रचलपृषतैः स्वेदसिक्तैव गौरी । ३ ।

गङ्गोत्पुङ्गे भुजगवचिभिर्भङ्गिमङ्गिस्तरङ्गे
रसस्तेव द्रुततरंगतिः प्रस्विताऽपि स्मरन्ती ।

उल्लङ्घ्याङ्गीन् दयितजलधिं फेनिलोद्दिश्य सद्यः
प्रत्यावृत्योत्तरवरमुखौ यां चिरं शुम्भतीव । ४ ।

येयं विश्वेश्वरविरचिता मन्दनेनापि वन्द्या
मन्दोद्यानं भुवि विजयते रक्षितं भैरवेण ।
यस्मिन् नाथ्यौ विकसित लसद्वक्त्रनेत्रप्रसूना
वल्लभो विद्याकुसुमतरवः पूरुषाश्च स्फुरन्ति । ५ ।

यस्योद्यानस्यच खलु पुरोजाङ्गवीर्यं प्रणाली
यस्यां मीना रजतरुचयो निर्भयाः सञ्चरन्ति ।
गोधूमेनोज्जनितवटिका दाक्षिण्यत्वे र्त्रिंशष्टा
दाक्षिण्यै स्तेऽपिच जलभृषाः सादरं भक्षयन्ति । ६ ।

या धीताभि धवलसुधया शुभ्रसौधावलीभिः
पुञ्जीभूता इव विलसिता गाढभूता हिमान्यः ।
दीर्घा वक्राकृतय इव या लक्ष्मीयाः पुरस्तात्
तासां कैचिद् विगलितहिमैर्जायते जाङ्गवीव ॥ ७ ॥

उड्डीनोर्ध्वं वियति धवलाः श्रेणिवद्वा वल्लाका
निम्ने गङ्गा सुरहरपदाङ्गुष्ठतो निःसरन्ती ।
श्यामे भूमेतरसि धवला भारताख्यां दधत्या
यस्याः पुर्याञ्जलति जलधौ वेष्टयिष्यामिमां । ८ ।

अये रौद्रोऽस्त्रजलवहा जाड्यवीवारिपूतः
 स्मृष्टांशोकान् चरितदुरितान् मारुतैः संविधाय ।
 उदवाञ्छेवोरसि च नरकाद् घोरसंसारनाम्नः
 सोपानानां विपुलघटया यत्र सम्भेरयन्ती । ८ ।

चन्द्राकाराममरसरितं याङ्गगर्भोद्देशे
 विन्दुं व्यासेश्वरमपि शिवं व्यासकाश्यां वसन्तं ।
 या विभ्राणा स्वशिरसि किलोद्धारवर्णस्वरूपा
 यां भूपाद्या मनुजनिवहा मृत्युभीता भजन्ते । १० ।

जङ्घाभूर्ध्रुः क्रममधिगतं सर्वतः सर्वथोच्चै
 दूरात्तस्यामवनतनभो यां भुवं पुञ्जतीव ।
 सौधाः स्तोपर्युपरिविलसच्छ्रेणिवहाः सुनदाः
 दृश्यन्तेऽभ्रा इव भवमुवा व्योम सौव्यन्त एव । ११ ।

मेघोन्मुक्ते विलसति नभोमण्डलप्रान्तदेशे
 दिष्टोदीच्यामिव हिमगिरिः श्रेणयः शृङ्गकाणां ।
 शुभ्रा विभ्राजितनवसुधा धोततां सौधधारा
 विभ्राणास्तास्त्रिपुरजयिनी यत्र भूमौ विभ्रान्ति । १२ ।

संशोभन्ते शिवमठघटा-शीर्षनद्याः पताकाः
 यदपञ्चमिद्विजितसमिन्ध्यामन्तरा चान्तराच ।

वह्निज्वाला कनकघटिताः श्रातकुम्भीष कुम्भाः
शुभ्रानभ्रानिव रविकरा बिभ्रत सूर्यरागं । १३ ।

कायान् स्वष्टैः स्फटिकसदृशैरुत्तरङ्गैः स्फुटन्नि
गङ्गाभङ्गोत्तरमुखतया प्राणिनां संस्थितानां ।
यत्रोदीच्यां दिशि शशिनिभा भासमानान् वहन्ती
स्मोरास्वा किं कथयति यमं नापि चेते दिग्गस्ते । १४

दातुं काश्यां प्रपतितवतः कर्णमूले सुमूर्षी-
र्षम्भं तारं ह्यवनतमुखस्यैव मूर्ध्नि पपात ।
गौरीभर्तुः किल शशिकलोकं र्सुकामस्य यस्यां
गङ्गाभङ्ग्या विलसति पुरः सा चिरं चन्द्ररेखा । १५

उन्मथ्यैव त्रिदशसरितस्तोयराशेः पठन्तः
स्तस्याः स्तोत्रं ह्यरुणितदिशं वासवस्यावलोक्य ।
दृष्ट्वा गङ्गां स्फटिकधवलासुत्तरङ्गैर्भुजङ्गै
सुख्यैर्भक्त्या सजलनयना यत्र ते पुण्यवन्तः । १६ ।

यस्या गङ्गाम्बुवतरशिका मूलनद्येषु दीर्घे-
ष्वम्भोलम्बेषु तरफलकेष्वासनेषूपविष्टाः ।
भक्त्या विप्रा विद्वत्तिलकाः प्रारभन्ते तु यावत्
सूर्यायाऽर्धाऽञ्जलिजलमुपादाय दातुं विस्तीक्ष्ण । १७

तावद्देवो रविरुदयते गङ्गायते तद् अक्षीतं
 रागारक्तस्निदशतटिनौ पारतीरावनिभ्यः ।
 अर्घ्याधारान् सृशति च मुहुस्तैः सहस्रैः काराणां
 मुमुक्तानां किल सुरधुनी वक्षसा चालितानां । १८ ।

यस्या गाङ्गादुपरि सलिलाद् भ्राजते चण्डभातुः
 स्वर्णस्थालीमुपसि सरितोऽर्णोऽन्तरा मञ्जयित्वा ।
 प्रत्याख्येव प्रकृति-युवति विंशनाथस्य चेटी
 तस्मादुत्तोलयति चतुरा प्रत्यङ् दृश्यतेऽत्र । १९ ।

गङ्गासृष्टे लसति वियतः प्रान्तदेशे दिनेशः
 शङ्के लग्नं चिरविरचिते चेन्द्रनीलेन कुण्डे ।
 शुभ्रास्थानास्तरणवसनेनान्विते हेमसृष्टं
 विम्बाकारं पशुपतिघटीयन्ममेतत् चकास्ति । २० ।

व्योमव्याजाम्बुधुरिपुरयं दक्षिणस्यां शिरः स्वं
 कृत्वा शेते भुजगशयनो वामपार्श्वेन सिन्धौ ।
 क्षीरोदाब्धेर्हरिपरिवृतस्यायमंशः पुरस्तात्
 नो गङ्गा नो रविरपि गलाङ्गम्बितः कौसुमोऽयं । २१ ।

किं पूर्व्या दिक् किल दिनकरव्याजतः स्वर्णसुव्रं
 रदस्याङ्गौ विकिरति तथा व्योममूर्तेः प्रबभूव ।

नित्यं प्रातः सुरपतिदिशो व्यावृत्तिं तां विलोक्य
स्मेरास्त्रियं स्फुरति परितः काशिका जाङ्गवीव । २२ ।

प्रातर्गङ्गाभ्रसि युवतय स्त्रीरसोपानलम्ने
मग्नाः कण्ठावधिसुनयनाः सूर्यमालोकयन्ति ।
तासां स्त्रीराननरचनया लोचनानां प्रपातैः
सूरं दृष्ट्वा सरसिजवनान्ध्रं शङ्के स्फुटन्ति । २३ ।

आमज्जैवाऽभ्रसि युवतय स्तम्भेभावदाता
भावस्तस्मा रजतधवल्लोकासिवीचिप्रवाहैः ।
स्पृष्टा नद्याम्बुरितचपलै र्यत्र सूरप्रभाभि
र्भासो रौप्यैरिव कवलिता भान्ति जाम्बूनदानां । २४ ।

सायं प्रत्यूषसि च परितः प्रत्यहं काशिकायां
घण्टाकांस्यध्वनिभिरसकज्जङ्घृतै र्भर्भराणां ।
देवागारेष्वथ खलु घटा यत्र निर्मञ्जनानां
धूपैर्दीपैर्धवल्लविलसञ्चामरान्दोलनेन । २५ ।

यस्यां नित्योत्सवरचनया लोकनेत्रोत्सवानां
संवर्द्धन्ते पथि पथि चिरं हेतवः पञ्चमालाः ।
वालालीनां सनयनमनोहारिपञ्चालिकानां
यत्र चेष्टाः प्रकृतफलवन्मृगयानां फलानां । २६ ।

दीर्घांगारेषु बहुषु सतां काकिनाराजमुख्य-
स्त्राधीशानां धवलयशसामसत्ताणि यत्र ।
येषु प्रायोदशमघटिकाभ्यन्तरे लोकयात्रा
संश्रूयन्ते वचननिवह्ना दीयतां भुञ्जताञ्च । २७ ।

एको विद्यालय इह महान् संस्कृतव्याहृत्यानां
सम्प्राप्तगामैरवणिगुरुभिर्यत्र नित्यं चकास्ति ।
विद्यागारे किल विलसतो ह्येव गीर्वाणवाण्याः
कस्मीराणामपि नरपते हारवङ्गाधिपस्य । २८ ।

चण्डामार्गे नवघनघटाध्वानमुत्पाद्य तीव्रे
रखाः शस्त्रदुगुरुगजनिभैर्व्योजितस्यन्दनानि ।
धावन्त्युच्चैः पथिकनिवहान् यत्र कुर्वन्ति भीयान्
येष्वारूढा भ्रमणचतुरा गण्यमान्या व्रजन्ति । २९ ।

सेयं काशी भवजलनिधि र्योजिकेव प्रणाली
गन्तव्योऽन्यो भवजलनिधि निस्तरङ्गोऽन्यैव ।
यस्मिन् गौरी किल शशिकला वाङ्मवो नेत्रवक्त्रि
दग्धः कामः समजनि यतो यत्र गङ्गाप्रपातः । ३० ।

दुर्गादीभिर्भुजगपतयोऽलङ्घिता रत्नजातैः
क्रीडन्तीष्वम्बुमणिसङ्घैर्भूषणैर्भूषितैश्च ।

योऽयं साक्षादमृतपयसां राशिरिको महीयान्
यस्यार्धेऽद्या हरिरपि भजन् योगनिद्रां ग्रयानः । ३१ ।

सीमन्तिन्यो हरिणनयनाः शतकुम्भोज्ज्वलाग्रैः
ज्ञाता गङ्गाऽश्वसिच चपला वालिका वा जरत्यः ।
वाला वृद्धाः पथि पथि चिरं यान्ति तस्यां युवानः
कृत्वा पाणौ सुरगणमठान् गर्गरी-पञ्चपात्रे । ३२ ।

गङ्गावत्स्यपि तरिष्यटा भासमाना ब्रजन्ति
स्तीकं तस्या द्रुतमपि जरन्मङ्गलाख्योत्सवेषु ।
तासां वत्स्यपि सुवदनास्वारकण्ठो युवत्यो
नृत्यन्यासामपि सुनयनैर्भूलताः पाणिपादाः । ३३ ।

किञ्चर्यः सुस्वरघटनया कोकिलाश्च प्रसिद्धा
नासां रूपं त्वपि च मधुरैः सुस्वराणां प्रवाहैः ।
गायन्त्युच्चैः सुरसरिदुरो नीषु सदगायिकानां
श्रेष्ठो धन्याः सुललितपदं रूपलावण्यवत्सः । ३४ ।

उत्तिष्ठत्यः स्वरसुललिता गीतयो वीचयस्ता
गङ्गाभङ्गा इव विधुमुखाद्भासयन्त्यो मनांसि ।
यूनां तादृक् चपलनयनैर्गायिकानां सुमेरैः
ज्जीङ्गन्त्यासां सुनववयसामङ्गलावस्थभङ्गाः । ३५ ।

तासां ताडकं स्वरसुललितं वृक्षगोतिप्रवाहे
नृत्यन्तीनां विगलदसृतैर्मूर्च्छनामूर्च्छितैश्च ।
मन्ये विष्णोर्द्रवमयतनो जङ्गवीमूर्त्तिकाया
नाद्याप्यस्या भवति च पुनर्गाढतोऽभितायाः । १६ ।

आयाता येऽखिलजनपदादये च काश्यां वसन्त
स्ते ते धौता इव हरपुरश्चन्द्रसूर्योपरागे ।
गङ्गागर्भे द्रुतमवतरन्त्येव वारिप्रवाहा
वर्षाजाता इव किल भुवोमण्डलात् खातमध्ये । १७ ।

आगङ्गाऽभ्योऽम्बुवतरणिकाश्रेणिषु श्रेणिवद्वाः
प्रासादानां जलधरघटाचुम्बिचूडान्तमेषां ।
प्रोद्यद्दीपावलय इह तास्तत्र दीपान्वितायां
भ्राजन्तेऽन्यां सरिति च तथोद्दोमकाशीं सृजन्त्यः । १८ ।

ताभिर्दीपावलिभिरिव सा काशिकेयं तदानीं
मापाद्वायं विलसदुरसि स्मरवक्त्रा बिभर्त्ति ।
कण्ठाद्विद्युद्व्युत्तिमणिमयीः श्रेणिका मालिकाणां
गङ्गावक्षस्यपि सुसुकुरे स्वं पुनः पश्यतीव । १९ ।

तस्यामस्यां काचन निपुणा स्तन्मुवायाः खकाय-
त्रास्या सूक्ष्मं चरितघटितं चाटवैः शाटिकास्ताः ।

कुर्वन्त्यन्यत्र च न सुसभा स्नानुभिः कोयजातै-
र्विद्युद्योतैरिव विजडिताः श्लामला मेघमालाः । ४० ।

ब्रह्म ब्रह्मव्रतवदनतः शिष्यते गीयमानं
कैचिद् विद्यार्थिभिरतितरां काऽपि वा तत् सुताभ्यां
च न्यस्यन्ते पटु वटुगणै रङ्गजातानि सम्यक्
तैस्तै स्तस्य श्रुतिवृत्तियुतैर्ब्रह्मचर्यं ब्रजद्भिः । ४१ ।

गीयन्ते वा कचन वटुभिर्नाम सामान्यमुष्ठा
मुच्चार्यन्ते सघनजटया कुत्रचिद् वा यजूर्वि ।
सम्पद्यन्ते कचन च कच स्तादृशैः सुखरैर्ध्वा
शिष्यन्ते वा गुरुवदनतोऽप्यर्थजातानि तासां । ४२ ।

सम्पद्यन्ते कचन च पुराणाणि मेधाविभिर्ध्वा
व्याख्यायन्ते कचन च मधुस्त्राविमिश्ररेण ।
संश्रूयन्ते विषयस्तुयलैः प्रस्थितैः संसृतिभ्यो
भक्तुर्द्विजैः कचन मधुरं श्रूयते चन्द्रचूडः । ४३ ।

कुत्राऽप्यत्र त्रिनयनवधूच्छिन्धमूर्त्याः सकाशे
सङ्गीयन्ते विधुवदनया सुखरैस्तत्पदानि ।
भैरव्या वा सुसंयुक्ततया रत्नवक्त्रं दक्षता
देवी ह्रीर्मिव चित्रसति आवयन्ती सङ्गीतिः । ४४ ।

भक्त्यादाः पथि पथि महानन्दितैर्दसतासैः
सङ्गीर्त्यन्ते हरिगुणकथा जर्हदोभिर्भ्रजभिः ।
वाद्यैर्वशीनिनदसहितैर्भर्भरीणां सदङ्ग-
ध्वानैरद्वाध्वनि च पतितैर्नृत्यवङ्गिर्लुठभिः । ४५ ।

स्निग्धच्छात्रैर्गुरुनिवसतौ कुत्रचित् पाणिनीयं
तद्भाष्यं वा विमलमतिभिः पठ्यते सानुरागं ।
वङ्गीयैर्व्या कचन हरनाथादिविद्वत्काशात्
नयं वा व्याकरणमभितो गृह्यते सुगन्धबोधं । ४६ ।

भारत्या वा कविजननुतिप्रद्वयाऽभ्यर्चितायाः
श्रूयन्तेऽस्यां कचन समनः कर्णपीयूषधाराः ।
पादन्यासात् सुललितपदादुत्थितानां मनोन्नाऽ
लङ्काराणां ध्वनय इह येर्नीयते स्मर्तुलोकः । ४७ ।

क्वापि न्यायोत्तरलजलधेरुत्थितै रुत्तरङ्गै-
रावर्त्यन्ते परिणतधियोऽन्यत्र जातश्चमा ये ।
ध्यानेनाऽद्या परमपुरुषो लभ्यते यादृशेन
न्यायाऽभावोऽपि स न सुलभस्तादृशेन श्रमेण । ४८

अत्रैवाऽस्ति प्रणिहितविद्या जीयतेऽत्रैव नाम्ना-
त्सत्ताभावीऽप्यत्र इव कनिष्ठसूयो विभाति ।

तत् प्रत्यक्षं भवति कुर्वत भाववत् साऽपि काव्य
धन्या दृष्टिर्भवि विजयते नव्यनैयार्थिकानां । ४८ ।

वेदान्तानां कचन पठनं स्वामिनां सम्प्रतेषु
ज्ञेया भ्रान्तिर्भवति हि यया दृश्यते विश्वमेतत् ।
भ्रान्त्या सर्वं विलसति जगत् त्वच्च नाहच्च नास्मि
भ्रान्तिर्नास्मिन् मम निगदिते केवलं श्रूयते यत् । ५० ।

सांख्यानं वा कचन पठनं काऽपि पातञ्जलानां
मीमांसा वा कचन निपुणैः पठ्यते जैमिनीया ।
कापि ज्योतिर्वटितमपरैः शिष्यते शास्त्रजातं
कैश्चिज्ज्योतिः सुभगनयनैर्दृश्यते मानगेहि । ५१ ।

योगिन्योऽन्याः कचन निपुणा लोचने भ्रूलताऽन्तः
पश्यन्त्येवाऽनिशमनिमिषे चन्द्रचूडं निवेश्य ।
भ्रूवेपेणोत्कलितमखिलं केनचिद् येन यासां
तासां दृग्भ्यामपि स भगवान् बध्यते भ्रूलताभ्यां । ५२ ।

यासामाग्रावह इव मरुत् सुखिरः स्वैरभावं
स्वं चापण्यं किल परिहरन् वर्सते शीलशुक्रः ।
भण्यन्ते ते गुरुविटपिनः सीधज्जालानि येन
प्रोत्क्षिप्यन्ते सकलचरितं मातया विन्दन्तेऽपि । ५३ ।

क्वापि श्यामाचरणशरणः कोऽपि योगी विकोपी
भूचापान्तः शरमिव चिरं योजयन्नेकदृष्टिं ।
गाण्डीवीव द्रुपदतनयां चेतनां लब्धुकामो
लब्धं भेतुं रहसि यतते निखलो निस्तरङ्गः । ५४ ।

विद्युन्माला जलधितनया वायवोऽपि प्रमत्ताः
प्रोत्सृज्य स्वामपि चपलतामत्र कुत्राऽपि भान्ति ।
आद्यास्वन्तःपुरमधिगता योगिनां ते कनिष्ठाः
काश्यामस्यामपि धनवतां मध्यमा मन्दिरान्तः । ५५ ।

क्वापि श्यामो नवजलधरो राधयालिङ्गिताऽङ्गः
क्वापि श्यामा श्वनिभशिवोरःस्थले भ्राजमाना ।
चापं विभ्रज्जनकतनयावल्लभः क्वापि रामो
दुर्गा क्वापि त्रिनयन-मनोहारिणी सङ्कटाऽपि । ५६ ।

लक्ष्मीः क्वापि स्फुटशतदलक्ष्मीरवक्ता सुनेत्रा
क्वापि ब्राह्मी सितसरसिजप्रेक्षणीया विभाति ।
वाण्या लक्ष्म्या विलसति पुनर्माधवः केशवोऽपि
क्वापि श्रीमास्त्रयति नितरां भैरवः कालनामा । ५७ ।

हेरम्बोऽपि क्वचन बहुधा दुष्किराजादिमूर्त्या
नानास्थाने विलसति पुनर्लिङ्गरूपी महेशः ।

देवोऽगस्त्येश्वर इह पुरो भाति केदारनाथो
वोरेशादि-ज्वर-हर-हरः पुण्यदन्तेश्वरोऽपि । ५८ ।

काप्युद्गीता विलसति चिरं नायिका योगिनीनां
गङ्गारोधोधवलभवनाऽभ्यन्तरे शीतलाऽपि ।
एकं सिन्धुङ्गदनदनदीनामभिः स्थानभेदात्
तैस्तैः शब्दैर्जलमिव शिवब्रह्मसन्निव्यतेऽत्र । ५९ ।

नाना वस्तूनि च बहुफलान्याददानाः सुगन्धैः
पूर्णं पात्रं वृहदपि पुनर्निर्गता नाटकुट्याः ।
शम्भो शम्भो शिव शिव वचः सुस्वरं व्याहरन्तः
सन्तः शान्ताः कति कति पयःपूर्णकुम्भान् वहन्तः ॥

रात्रेरेकप्रहरसमये धूलिपादा विशुद्धा
विश्वेशस्य प्रतिनिगममौ यान्ति निर्मञ्जनाय ।
भक्ता भक्तिप्रणतिकुशलाः कण्ठलग्नोत्तरीया
स्तस्यामस्यां किल बहुजना भस्मभिर्भूषिताङ्गाः । ६० ।

काश्यां विश्वेश्वर-पुरहरो भाति नित्यं त्रिनेत्रो
देवो यस्योपरि सुरगणैः स्तूयमानस्य शम्भोः ।
हेम्नो दान्ता मठघटनया मूर्त्तकीर्त्तिप्रचारो
जज्ञे राज्ञो भुवि रणजितः सिंहविक्रान्तशक्तेः । ६१ ।

दत्ताज्येनाऽपि च सुपयसां धारयास्त्रापयित्वा
लिङ्गं गाङ्गैर्धवलसलिलैर्यत्र विश्वेश्वरस्य ।
धन्याः स्तोत्रं सुललितपदं सुस्वरं भक्तिमन्तो
गायन्त्युच्चैर्हरहरहर व्याहरन्तो रजन्यां । ६३ ।

दिग्भ्यः सर्वाभ्य इव युगपत्तावदैन्द्रीमुखीभ्यः
प्रागत्याग्रे शिवशिव वचो व्याहरन्तः समन्तात् ।
ते ते धन्या गलदविरल-प्रेमनेत्राम्बुधारा-
स्तं विश्वेशं कुसुममुकुटं यत्र नीराजयन्ति । ६४ ।

कर्पूरैश्छलितहविषा ज्वालिता दीपमाला-
श्छन्दोबन्धैरिव बहुविधैर्धूर्णयन्तोऽपि धूपान् ।
इन्द्रायैः किं दिग्धिपतिभिः प्रेषितास्ते पुरोधो-
ब्राता विश्वेश्वरमभिसुखं तैर्हि नीराजयन्ति । ६५ ।

गायन्त्यन्ये डमरुनिनदैर्हिण्डिमैर्गालवाद्यै-
र्नृत्यन्त्यन्ये प्रशिथिलपदैर्हस्ततालं ददानाः ।
येषां भावोच्छलितमनसां व्यापृतिं तां विलोक्य
प्राप्तां धारा गलति च मुहुः किं पुनः प्राणवन्तः । ६६ ।

भक्त्युद्रिताः कनककिरणा भावसंसिक्तचित्ता
नाथ्यो हेमाभरणविभूतैर्ह्रीरकैर्द्योतमानाः ।

कुर्वन्त्यग्रा गिरिशिरसि स्मरवक्त्रारविन्द
देवः स्वर्गादिव भुवि गताः पुण्यवृष्टिं समन्तात् । ६७ ।

नार्यीं गौर्याः प्रतिभुव इव भूलतानां विलासैः
सन्धीकृत्येव च सुनयनाः कार्मुकाणां सहस्रं ।
दृष्टिव्याज्जात् कुसुमविशिखान् कामसेनाः समन्ताद्
वर्षन्तीव स्मरहरशिर स्तत्र कृत्वा शरव्यं । ६८ ।

वन्दाराख्याः स्मितसुमनसामञ्जलीनां सहस्रै-
रक्षोर्भङ्गीत्यलकुलघटामालयाभ्यर्चितस्य ।
प्रासादोऽयं स्फुरति डिमिलेशस्य रात्रः पुरस्ता-
द्दीर्घोऽप्युच्चैरिह किल महान् जानकीवल्लभस्य । ६९ ।

वंशीनादः सुरवसतिषु ह्यन्नसन्नेषु तादृग्
यामि यामि भवति नृदुलो यामिनीवासरेषु ।
ध्वानैः सार्धं सुदिरमधुरैर्मन्दैर्दुन्दुभीनां
यस्मिन् लब्ध्वा भ्रमरयुवतेर्भङ्गतिः कोकिलाभिः । ७० ।

भूमिल्लामो भुवनवलये योऽन्नदादिप्रसादे-
त्याख्यां धत्ते पुरहरघनश्यामरामैकभक्तः ।
हर्ष्य धर्ष्य खलु विजयते यत्र घर्ष्यांशुविम्बं
युक्तं तेजो विकिरति शिरं तत्र तद्व्यस्यते न । ७१ ।

प्रासादेऽस्मिन्ननुदिनमियं ज्येष्ठतातस्य पत्नी
लक्ष्मीः साक्षादिव विजयते तस्य नारायणस्य ।
मूर्तिः प्रोद्यत्क्षणककिरणा किन्नु नारायणीयं
संभृत्यास्याः स्पृशति चरणौ जाह्नवी विष्णुपादौ । ७२ ।

कालीमूर्तिं परिहृतवती श्रीप्रसन्नादिमय्या-
ख्यां या गौरीं तनुमिह यदा बिभ्रती स्वीकरोति ।
संकुप्याऽङ्गं रक्षसि स तदा वामबाहोः कफोष्ठी
तस्या मातुर्निवसति चिरं कालिमा कालिकायाः । ७३ ।

अस्यां काश्यां भवजलनिधेस्तौरभूमौ प्रपन्ना-
नुवर्त्तुं किं यमभयजडान् मोहिनीं तां समूर्त्तिं
त्वां स्वीकुर्व्वन्नमृतमधुनाऽप्यन्नदानच्छलेन
व्याजेनाऽस्या विकिरति हरिर्मानवेभ्योऽपि तेभ्यः । ७४ ।

सौन्दर्यं वा निखिलजगतो ह्योरकाणां द्युतिं वा
लावण्यं वाऽप्यमृतलहरीं चन्द्रिकां वा तथेन्दोः ।
आनन्दं वा सकलविषयं कल्पनां वा कवित्वं
सौगन्ध्यं वा कुसुमनिवहस्याऽपि सङ्गृह्य यस्याः । ७५ ।

नो जानीमः कथमपि तथा गाढतायां निवेशीत्-
कीर्णं यस्या वयुरिव वयुः सञ्जितं विष्णुवाता ।

नेत्रैः पद्माक्षलिभिरसन्नत् पूज्यते यत् समन्तात्
सर्वदेवैः सुरयुवतिभिर्मानवोमानवैश्च । ७६ ।

या वद्राण्या ह्यसितवयुषश्चित्रमण्या न भिन्ना
माताऽस्माकं क्षितयुतमुखी दीप्यते चारुनेत्रा ।
अन्तःकृष्णा सदयद्वयया गौरमूर्त्तिं दधाना
पाणी पादौ शतदलनिभौ विद्यमानौ च यस्याः । ७७ ।

यां भूमूर्त्त्योरसि स रसिकचन्द्रचूडो दधानः
श्यामास्त्रयाननुभवति किं विक्षितः सक्षितः सन् ।
सृष्ट्वा देवो रविजलमरुद्व्योमसोमादिमूर्त्त्या
यां तां दुर्गां स्मरति भगवान् पञ्चवक्त्रः कृतार्थः । ७८ ।

रामोरस्तामुरसि दधती काशिका कृष्णकण्ठी
तां किं मूर्त्तिं किल पशुपतेर्मन्यमानाऽद्य हृष्टा ।
दग्धा कामं भुवि विजयते चारुचन्द्राऽर्द्धभासा
ज्योत्स्नागौरी सुभुजभुजगा या वृषाधिष्ठिताऽस्ति । ७९ ।

लेभे योमाचरणजनि शं हारि सिन्धेश्वरी यद्
वक्त्रं नेत्रं मदनदहनं चारु यस्या विलोक्य ।
क्षीरास्वाभूषणकमलं गूलम्बिह्वलपाणिं
यस्याः श्यामा सृष्टति हृदयं जेष्ठतैलौक्यरीः । ८० ।

येयं गङ्गा कुरितहरसाद्वक्त्रपूर्णाऽन्नदावा-
लक्ष्मीः साक्षाद् वसुवितरणात् कीर्णते सर्वलोकेः ।
विशेषां नः सदयहृदया मातृतां बिभ्रती या
गर्भोद्भूतं जगति सुषुवे नैव गौरीव सनुं । ८१ ।

या राधावक्त्रमधृतपदामित्रकन्या तटिन्या
गङ्गाया वा निवसति तटे सर्वकर्षणपूर्णा ।
येयं नारायणकृतनति स्तम्भेमावदाता
दातारोऽपि प्रणतिकुशला भिक्षवो यत्पदाब्जं । ८२ ।

लक्ष्मीर्यस्याश्चरणकमलस्वाग्रतो भाति नित्यं
सौदामिन्यां स्फुरणमपि तत् यन्महिम्ना चकास्ति ।
योगेशो यां हृतधृतमरुद् ध्यायति ध्येयमूर्तिं
यस्याः पादौ प्रणमति चिरं जानकीवक्त्रभोऽपि । ८३ ।

यस्याः स्नेहो निपतति सुतप्रस्थरामप्रसादे
सेने नित्यं वसति वसतौ सत्यपि स्वागुरक्ते ।
भङ्ग्वरेण विलुठति सुरेन्द्रेण पद्माननोऽस्या
यत् कारुण्यं पुलिनविपिने पादपद्मार्पणेन । ८४ ।

येयं गौरी शशधरलक्ष्मी साऽपि काञ्चीप्रसाद-
सेरास्याभासभक्तवत्कीमुक्तकीर्णी सुनेया ।

हेतुं पापाऽसुरकुलशिरः खड्गहस्तोपमूर्तिः
विभक्त्योष्ठाधरपुटमिव पाटलं वा विभर्ति । ८५।

यद्दशमाऽङ्घ्रेरपरि च तिला भान्ति रक्ता ललाटे
शुभ्रांश्चैव विलसति तिलो भ्रूयुगाधस्तथान्वः ।
तादृङ् मातुः स्फुरति चिबुके तैर्दनोर्नन्दनानां
भक्तानां सा वपुषि दधती शङ्करे रक्तविन्दून् । ८६।

लोपामुद्रापतिमनुययौ सा किमु स्वर्गभूमेः
काशीलोभादिहमुनिवधूर्भूय एवाऽवतीर्थः ।
कायव्यूहानिव विदधती भर्तृकर्मप्रसक्ता
यन्माहात्म्यादिह न पतयः स्वार्थकच्छं लभन्ते । ८७।

अद्याऽभ्यर्चा भवति महती दुष्टिदराजस्य तस्य
श्री वा लक्ष्म्याः सवितुरपि वा भैरवस्यापि देव्याः ।
इत्थं नित्यं भवति जलधावुत्सवो वारिराशिः
स्नीतस्त्रिजिव जनतया वर्जते गात्रमानः । ८८।

प्रासादोऽयं विलसति पुरो दृश्यतामब्रदाया
यो जायायाः स्मरविजयिनः शैलजाया जयायाः
यस्य हारावधि जगद्व्यां सुन्दरीणां सहस्र-
व्याजिनामं विकिरति चिरं शिखरीभ्योऽपपूर्णा । ८९।

अग्रे ग्रन्थिं निविडजलदमेक्षणीयं वदन्तं
 स्नाता गङ्गाऽश्वसि युवतयः पृष्ठदेशे सुठन्तं ।
 नार्थी गौर्थी भववधु भव व्याहृतिं व्याहरन्त्यो
 यस्मिन् यान्ति ध्वनितवलयाः केशभारं वदन्त्यः । ८० ।

यं प्रासादं ह्युपतिरुचः सम्यगावृत्य वृत्त्या
 सङ्कुर्वन्ते हरिणनयनाः स्मेरचन्द्राननास्ताः ।
 योऽयं साक्षाद् भुव इव महारत्नभूताभिराभि-
 स्ताभिर्हारं विरचितमिव द्योतमानं दधाति । ८१ ।

तस्मिन् सौधे विहसितमुखी पायसैः पूर्णपात्रं
 वामे पाणौ गिरिशृङ्गिणी दक्षिणे दर्विकाञ्च ।
 विभ्राणेयं विलसति जडो यत्प्रासादादभुक्तः
 खल्लोऽप्यन्धो न खलु भवति काऽपि काश्यां कदापि । ८२ ।

दृष्ट्वा विशोरमृतकलसं बिभ्रतीं मूर्त्तिमये
 भ्रान्तं कान्तं स्मरहरमिवालोक्ष्य तां मोहिनीं या ।
 स्त्रीकुर्व्वाणा सुवचिरतनुस्तामपेक्ष्य स्मितेन
 श्रीकण्ठायार्पयति सुसुधां पायसान्नच्छलेन । ८३ ।

यस्या देव्या विलसदुपलैः प्राङ्गणे स्वेतकण्ठैः
 प्रासादस्य ग्रथितघटिते प्रह्वयाभूनताङ्गैः ।

केचिद् भक्त्याऽष्टभिरभिमतां मातरं ननमन्ति
प्रोतिश्रद्धासहितमभितो वाग्जङ्घा भाग्यवन्तः । ८४

भक्त्युद्रेकैर्गलदविरलप्रेमनेत्राम्बुधाराः
केचिद् बह्वाञ्जलिरचनया तत्र दण्डायमानाः ।
यां पश्यन्तो ह्यनिमिषदृशो रोमहर्षं दधानाः
स्तोत्रेणोच्चैरवनतशिरःकन्धराः संस्रुवन्ति । ८५ ।

केचित् पुष्पाञ्जलिमलिकुलैराकुलं गन्धवन्तं
सन्तः कालागुरुरसयुतं नक्षमालूरपत्रं ।
घृष्टं स्पष्टं सुसुरभिरसं रञ्जनं संवहन्तं
यस्या देव्याश्चरणकमले सादरं निक्षिपन्ति । ८६ ।

काञ्चिन्नार्योऽञ्जलिपुटघृतैः पुष्पभारैरुदारैः
सिन्दूरेणानतपृथुदृशः स्यन्दमानेन गन्धैः ।
दीपैर्धूपैः सुरभिभिरभिप्रेक्षणीयैर्दूकूलै-
रक्ताऽलक्तैर्विमलसुकुरैर्यामिमामर्चयन्ति । ८७ ।

सर्वाऽदृष्टप्रबलमरुतोत्पादितोद्यत्तरङ्गे
बह्वाङ्गी गौर्या इव भवजले विम्बितास्ता विभान्ति ।
पादौ पाणी किल भुजलते भ्रूलते लोचनाभ्यां
वक्त्रं हास्यं तदिव सकललवण्यथासां कथञ्चु । ८८ ।

यन्निर्मास्यं मलयजरसैः सिक्तमालोलमीष-
न्मास्यं पुष्पैर्यथितमुरसा तैर्घृतं प्रोक्षृतं यत् ।
कुण्डाभोध्नो दधति च नवा धेनवः सञ्चरन्त्य-
श्चक्षुर्वक्षरपि रसनया वक्रयासङ्गसन्ति । ८८ ।

नार्थ्यं नार्थ्यः क्षुभितहृदयाः पुष्पदामाह्वरन्ति
स्तोत्रं तस्याः सुकृत-रहितास्त्वय ते नोच्चरन्ति ।
हा किं जातं शिवशिव वचो भग्न-कण्ठा गदन्ति
श्वासोच्छ्वासं मलिनवदना दीर्घमुष्णं त्यजन्तः । १०० ।

तास्तास्तावत् स्तिमिततनवो धेनवो नो चरन्ति
स्रग्भ्यस्तासां विलसति पुनर्नप्रयासोऽय कस्मात् ।
चक्षुर्भ्यः किं गलति सलिलं तादृशीनां जङ्घानां
वत्तास्तासां कथमपि पयो नो पिवन्ति स्तनेभ्यः । १०१ ।

शङ्के सेयं हिमगिरिसुतामूर्त्तिरय प्रभाता-
त्रो प्रोज्झति स्थगितकरुणा स्वप्रभाभिः प्रभावैः ।
क्लानास्येन्दुः कथमपि करे दर्पिकामाददानाऽ-
भ्यर्चाऽस्याः किं न भवति पुरः पुष्पकं नेष्यते यत् । १०२ ।

ज्योतिःपुष्पोल्लसलजलधरश्याममूर्त्तिर्भवान्या
यास्ते गङ्गाहयमखलसत्तीर्थपण्यैकदेशे ।

स्येयं काली सजलनयना लक्ष्यते रोदितौव
भ्रान्तिः किञ्चः क्षितमपि मुखेनाऽद्यदेव्या विभाति । १८

काश्यां पश्याऽमरकुलगुरो रुक्मिरोनन्दनस्य
स्निग्धज्योतिर्जडितमपरं सौम्यमूर्त्याऽवतारं ।
सोऽयं कस्माच्छिव शिवकुमारोऽद्य रोचयमानो
वक्तुं नाऽर्हत्यपि न किमपि व्याकुलो वाष्पभारैः । १९

सुब्रह्मण्यो ब्रतमिह वहन् याज्ञिको याज्ञवल्क्य-
प्रस्थः साक्षाज्जयति जगति ब्रह्मनिष्ठाप्रतिष्ठः ।
ते मीमांसे चिरमनुगते यस्य पूर्वोत्तरे हे
सोऽप्यश्रूणां पटलविकले लोचने नाऽद्य मार्षि । २०

योऽयं साक्षाद्विकुलगुरोर्गीतमस्याऽवतार-
स्तर्कस्याऽध्वेः किल निरवधेर्भ्राजते कर्णधारः ।
यं सेवन्ते नरपतिशिरोहीरकोद्भूतभासः
सूक्ष्मे तत्त्वे विलसति भतिर्यस्य नित्यं बुधस्य । २१

ये ये वङ्गप्रमुखवसुधाखण्डतोऽध्येतुकामा
वाराणस्यां विमलमतयो यान्ति विद्यार्थिनोऽस्यां
अङ्घ्रेर्यस्य स्पृशति न रजस्तेषु कोऽप्यस्ति किञ्च
प्रोद्यद्बिद्यैः प्रणतिरचितैरर्हणैरर्चितस्य । २२

नो विच्छेदो भवति दिवसे पाठनानां वादापि
प्रायो यस्य अधिनतमते न्यायवैशेषिकाणां ।
मीमांसानां श्रुतिश्रुतविरोधस्य पूर्वोत्तराणां
स्वातन्त्र्यन्यैरपि विलसतां सांख्यपातञ्जलानां । १०८ ।

यस्यैवाऽङ्गादिव निरगमत् सुन्दरश्रीर्मुकुन्दो
नित्यानन्दो यमिह भजते यत् सदानन्दलाभः ।
वेद्यो वेदान्तिभिरपि तथा यः पुनस्तर्कगम्यो
गङ्गेशोऽयं यमिति समितिः पण्डितानां ब्रवीति । १०९ ।

देवं सोमं स्वशिरसि सदा यः समूर्त्तिर्विभर्त्ति
श्रीर्यत्कण्ठे विलसति महादेवसेव्यो य एव ।
अङ्घ्रिं यस्य प्रमथसञ्चितो बन्दतेऽसौ सुरेन्द्रो
यं राजेन्द्रः प्रणमति लसज्जानकीनाथरामः । ११० ।

यस्याऽङ्घ्रिं श्रीकरपरिचितं पूर्णचन्द्रो दधार
श्रूयन्तेऽस्यां सहरिहरनाथादिशब्दा यतोऽस्य ।
काश्यां देवः क्लृप्तः प्रसिद्धतो भोगिभिर्वीगिभिर्यः
साक्षाद् भक्त्या गुरुचरणतो लभ्यते योजनेन । १११ ।

पत्नी गौर्यर्चति च यमिमं कुन्तलभ्रष्ट-पुण्यैः
सर्वं तन्म निगदितुमिह शीतते पद्म-वक्त्रः ।

तत्त्वं द्रष्टुं सकलमिव यो जायतेऽपि त्रिनेत्रः
साक्षादेवः पशुपतिरिव भ्राजते योऽद्वितीयः । ११२ ।

यो नो धत्ते गुरुरिव बुधोऽध्यापनायां कदापि
ग्रन्थं कश्चिन्न च नयनयोस्तत्रपातं करोति ।
कस्मात्मीनं पठन-मुखरं तदृष्टुं सेवतेऽथ
स्वस्थीभूतो व्रजति च शुचं सोऽपि कैलासचन्द्रः । ११

ब्राह्मणां यो श्रुपनय-विधिं दर्शयन् नृन् सहर्षः (१)
शक्त्युत्-कर्षादरचयदपि प्रेमपूर्तिं समूर्त्तिः ।
टीका वल्लीर्भणितचतुरः प्राणयत् प्रार्थ्यमानो
योऽयं लोकां स्तरल-नयनान् प्रीणयन् विस्मितांश्च । १ ।

यत्-सम्मानं नर-पति-शिरो-हीरकैरर्च्यमानं
वज्रैश्चेतेष्वपि विलसितं वर्धते वर्द्धमाने ।
यो लेखन्या विजयमभजत् सर्वतः सर्व-दिग्भ्यः
सोऽनूष्णस्मिन् विसृजति कथं क्षत्रतो राममित्रः । ॥

योऽयं धन्यो धनिषु विनया-भिन्नतां तामभीष्ट (२)
नीं जानाति प्रसरतितरां यस्य निर्व्वं कवित्वं ।

(१) महाभारतवाक्ये श्रीमते राममित्रवाक्ये श्रीमते राममित्रेण

(२) श्रीमते राममित्रेण राममित्रेण राममित्रेण ।

पाषाणैवाऽप्ययसि पयसीवानघा यस्य बुधिः
सूक्ष्म-प्रेक्षा प्रविशति दृढा सर्वशास्त्र-प्रतिष्ठा । ११६।

सामञ्जस्यं सकल-विदुषामग्रतो दर्शनानां
कर्तुं योऽयं लिखति रुचिरं सत्य-सन्धो निबन्धं ।
न्याय-ग्रन्थो भ्रमति भुवने वङ्गभाषासु यस्य
श्रीराजेन्द्रो विलपति कथं शास्त्ररत्नः पुरस्तात् । ११७।

विद्वान् धीमान् प्रमथ-पदभाङ्-नाथ-नाम्ना प्रसिद्ध (१)
स्तर्काद्याख्यं विलसति युवा भूषणान्तां दधानः ।
शौचैर्धैर्यैरुचि कलिकाता नगर्थाश्चकास्ति
यः स्मार्त्ताऽध्यापकपदगतो राजविद्यालयेऽयम् । ११८।

सूक्ष्मा बुद्धिर्विलसति सतो यस्य नित्यं समन्ता
त्रानाशास्त्रेष्वपि गुणवतो विभ्रतः स्निग्धमूर्तिः ।
सोऽयं ताराचरणतनयो ह्य गुरो त्वं कुतोऽसौ
त्याद्यै र्व्याघ्रैर्विलपति कथं मिश्रितैस्तैर्वचोभिः । ११९।

छित्वा तर्कोपरि परिप्रदां धीमतामग्रभूमौ (२)
यो जीवानां प्रथित-विभुतां ग्रन्थमेकं लिखेत् ।

(१) श्रीकृतः प्रमथनाच्च तर्कसूत्राख्यः ।

(२) नङ्गानङ्गोपाध्यायकश्च श्रीकृतो राजाबहाव न्यावरत्नः ।

वेदान्तानां मतमपि तद्योऽपि विद्योतते यः

सोऽयं कस्माद् विस्मयितव्यं हन्त राखशिदासः । १२०

जर्बे तिष्ठन्निव हलधरो व्यापृतिं यस्य दृष्ट्वा

प्रीत्युत्फुल्ले नयन-कमले निखले च दधार ।

यो विख्यातो जगति जगदीशस्य तस्याऽवतारो

लोके लोकैर्महति मधुरानाथ एषोऽप्यगायि । १२१

विद्या-गारं विलसति महत् संस्कृतव्याहृतानां (१)

यत् सम्प्राप्त्या विपुलकलिकातानगर्यान्तु गौर्याः ।

योऽध्यक्षत्वं निजभुज-वलैः प्राप विप्रापकर्षं

इषीत्कर्षैरवनितिलको विप्रकुर्वन् हितस्य । १२२

आनीय स्वेऽभिमत-विषये बुद्धि-बुक्ति-प्रभावै-

र्यः सम्प्राप्त्याः प्रतिनिधितमं प्राप्तवन्नाधिपं प्राक् ।

विद्योक्ताहो जगदुपकृतिं साधयामास सम्यक्

स्वैर्यं धैर्यं सुहृदमनसो यस्य नित्यं चकास्ति । १२३

सन्नाजो हिः-पठितमहता गण्डकेनादिभिर्गो-

पाध्यायाख्यां जगति खलु यः पण्डिताऽर्थं ससर्वम् ।

(१) अङ्गान्दोराध्यायस्य श्रीपदो गङ्गाधरस्य भावः ।

तेभ्यो दृष्ट्वा स्वयमपि तथा तेन सम्भूषितोऽभूत्
सिन्धोरत्नं हरिरिव सुरेभ्योऽर्पयन् कीर्तुमेव । १२४ ।

स्मार्त्तव्याकरण-कृतिभि स्मार्त्तिकैः काव्य-विद्भि
मीमांसानैः सदसि सततं विद्व-वेदान्तिकैश्च ।
सांख्याचार्यैः स स इव महाविस्मितैर्वीक्ष्यते यः
कांसागारि हरिरिव जने रङ्ग-भूमि-प्रतिष्ठः । १२५ ।

अभ्युत्थानं यदिह भजते संस्कृतानां सुशिक्षा
पूर्वभूतस्य तु फलमिदं तच्च यस्योद्यमस्य ।
हेमन्तोऽभ्युत्थतिमतितरां शालयो यत्नभन्ते
प्रावृट्-चेष्टाफलमिदमिति ज्ञायते केन वा नो । १२६ ।

योऽयं धन्यो घरणि-तिलको धारया चेष्टितानां
ध्वस्त-प्रायां किल दिविषदां जीवयामास भाषां ।
नैदाघेषु प्रपतितवतीं ताप-जातेषु तप्तां
स्निग्धां वल्लीमिव नव-वनो वारि-वृक्षैव दिष्ट्या । १२७ ।

तेषूत्तीर्णेषु च विकिरति च्छात्रसङ्घेषु तेषां
सम्बाद्धं येन प्रणुदित इतीऽध्यापकानां गणेषु ।
नित्यं भूरि-द्रविण-निवहान् क्षेत्र-जातेषु सम्यग्
वाराधयन्तं येन इव चिरं वासिनी मातृतेन । १२८ ।

शाखां मध्यामपि दिविषदा गौरुं विद्यार्चिनां यः
 शेषोपाधेर्वितरण-विधौ तादृगन्यां परीक्षां ।
 लेभे कीर्त्तिं जगति जनयन् न्यायरत्नो महेशः
 सोऽयं श्रीमान् विद्यजति कथं चक्षुषोऽजस्रमस्रं । १२८

शास्त्री गङ्गाधरबुधवरो हारिणः काव्य-हाराऽ- (१)
 लङ्कारान् यः सद्दय-गुरुः कण्ठलम्बं दधाति ।
 विभ्रत् पश्यत्यपिच निखिलं दर्शनं पाणिनीयं
 जिग्धः स्नातः श्रुति-सुरधुनी-निर्धलाऽम्बु-प्रवाहे । १२९

सोऽयं शास्त्री स्थगति च विना केन सूर्येण नेत्रे
 पद्मे ज्ञानं वदन-कमलं हन्त शान्तो विभर्त्ति ।
 ते ते गौडा द्रविड-निलयाः पण्डिताः सर्व्व एव
 मग्नाः शोकोत्तरल-जलधौ नापि किञ्चित् स्मरन्ति । १३०

काशीराजो न भजति सभा-मण्डपे हीरकाक्षौ
 मुक्ता-जालौ रज्जितमतुलं रत्न-सिंहासनं स्वं ।
 भूमी-दृष्टे ह्युपविशति किं वेष्टितो मन्त्रिसुख्ये
 ह्रीं हन्तेत्यं विलपति कथं पण्डितेन प्रियेण । १३१ ।

श्रियाणां यः प्रिय इति जनैर्गीयते स्वामिनोऽत्र
 श्रीमान् सोऽप्येव खगित इव किं तारकानन्द एवः । (१)
 पुत्रैश्चात्रैरपि-तनुजैर्मन्दिरचन्द्रमौलिः
 स्वाराध्यस्य त्यजति न श्रुचं सोऽपि कालीकुमारः १३३(२)

कारुण्याभोनिधिरिति महान् यो विधातुर्हि सृष्टि
 र्निव्यानन्दे कविगुरुते श्रीश्वरे यस्य भक्तिः ।
 काकीनेशः स खलु महिमारजनस्तस्य राज्ञो
 मन्त्री मन्त्रं त्यजति हरिनारायणः किं जपस्यः । १३४(३)

सौरे राधे श्रुतिभुजमते वासरे सूरसुगोः
 षष्माराखग्रहविभुमते विक्रमादित्यवर्णे ।
 किन्नो जातं हरि हरि हरि श्रूयते किं समन्तात्
 हाहाकारो भुवि निवसता मुञ्चशब्दो महीयान् । १३५।

तारः कोलाहल इह महान् श्रूयतेऽप्यप्रभाता
 दुष्डीनानां वियति विटपे तिष्ठतां पक्षिणां किं ।

(१) श्रीमान् तारकानन्द ब्रह्मचारी ।

(२) श्रीमान् कालीकुमार वाचस्पतिः ।

(३) राजेश्वर-काकिनारायण श्रीमते बहिनारजनरायण,
 काकीनेशः मन्त्री मन्त्रं त्यजति ।

पद्मात् पत्रे प्रवक्ष्यमहता-वासितानां तरुणा-
मावातीत्योऽपि च वृहदयं हन्त हा हेति रावः । १२

किं निर्घातोत्थित इव महानद्य हाहेति शब्दोऽ
कस्मात् कस्माच्छ्रवण-विवरं हन्त नः संप्रविष्टः ।
तीरं स्पृष्टा किमु सुरधुनी-नीर-वीचि-प्रवाहो
हाहा शब्दं जनयति मठात् किं हठाच्छ्रूयते सः । १३

किं दृश्यन्ते दृश-दृय-मखे गाङ्ग-तीर्थे जनानां
सर्वाः श्रेष्ठोऽशुभलिनदृशो व्याकुला वेशशून्याः ।
द्रष्टुं धावन्ति च किमिव किं वालवधैर्युवानो
नार्थो धैर्यश्रुतिमपि परामाददाना व्रजन्ति । १४

गङ्गातोये सुवहुतरयः किं स्थिराः सन्ति तासा-
मेकस्यां किं विलसति दया-सागरोऽस्यां गुरुर्नः ।
आपादायं सुरभि-कुसुमै रर्चितोऽयं विष्णु-
नन्दः क्षामी क्षित-वृत-मुखो राज-योगासनस्थः । १५

योगारूढो निवसति तरौ श्रीगुरुः किं समाधौ
जातः किं स्त्रित् किल भगवत्चेतसो वृत्ति-रोधः ।
सञ्चारिणर्त इव मरुतो निस्तरङ्ग स्फाङ्गो
देवो हृदिन्द्रिय-चय-रयो निचलस्तेन भाति । १६

तन्नी तन्नी जल-परिषदामग्रतो बृह-व्रहे
योगाचार्यी नट इव जगन् दर्शयत्येव योगान् ।
श्रीचोरायां निशि निजवपु भौतिकं हा विष्टवा-
नन्दो हित्वा हरभुवि ययो श्रूयते निर्वृतिं सः । १४१ ।

हाहा स्वामिन् चरण-कमले किं ज्ञातन्तेऽपराधं
यस्मादस्मानिह परिहरन् भूतले प्रस्थितोऽभूः ।
विद्यार्थी ते प्रिय इति जनैः कथ्यतेऽध्येतुकामा
विद्यन्तेऽमी वदवद गुरो पाठयस्वद्य किञ्च । १४२ ।

नीलाद्रीणासुपरि जलदो-ङ्गिन्-शृङ्गे भवान्या (१)
सुङ्गे क्रीर्त्तिर्विलसति सतो मन्दिरं यस्य राज्ञः ।
दुर्भिक्षार्त्ता नयनसलिलं मार्ज्जयन्तः करौडा-
वृत्तोऽब्धौ किञ्च भगवतः स्वस्ति यस्याऽर्चयन्ते । १४३ ।

सभ्यो भूत्वात्रिटिश-शृपते मरितानां सभाया
राज्ञाः पुंशामपि च युगपद् यः प्रजानां सुखेभ्यः ।
नित्यं लब्ध्वा भुवि विजयते धन्यवादं पुनर्यः
स्थातुं निष्कृः क्षयमपि-बुधान् धीसहायो विहाय । १४४ ।

(१) वर्तमान-सङ्घाराजसङ्घाराजसङ्घारिणोऽस्मिन् ।

भारं यस्मै धरणिपतये भारताधीश्वरी प्राक्
 प्रायच्छद् यो निगङ्ग-यमित स्तत्परीक्षीकृतेषु ।
 कश्चित् कालं यशसि जलधौ मज्जयित्वा तुषार-
 द्योतान् पुंसोऽपि च निजकृतिं दर्शयन् तं जहौ यः । १४ ।

यो राजर्षिर्जनक इव सत्पण्डितानां सहस्रै
 र्ब्रह्मर्षीणामिवविलसितो मण्डितायां सभायां ।
 स श्रीरामेश्वरनरपति द्वारवङ्गाधिपोऽयं
 स्वामिंस्तै स्तैर्नयनसलिलै रार्द्रवद्वादुनोति । १४६ ।

काशीकान्तः कथमपि तरौ चित्रकारेण सार्धं (१)
 राज्ञः काश्याः प्रतिनिधिरसौ जानकीवल्लभस्य ।
 छायालभ्यामुपविशति किं तादृशीन्ते ग्रहीतुं
 हाहा स्वामिन्प्रतिकृतिमिमामास्थितां तद्गयां । १४७

हाहा स्वामिन्मलिनवदनः सोमनाथोऽयमस्मिन् (२)
 योऽयं काश्याः प्रतिनिधितमो द्वारवङ्गाधिपस्य ।

(१) रङ्गपुर-दिग्विहाराजस्य जीनतो जानकीवल्लभसेनस्य
 काशीस्थ "इन्द्रावल्लभकाननस्य" राजप्रासादस्याध्वजः

(२) द्वारवङ्गाधिपते रङ्गाराजस्य काशीस्थप्रासादविद्या
 लयादेरध्वजः ।

हाकिं देव-प्रतिम प्रतिमां गाङ्गगर्भे तवास्मिन्
तां विस्मृष्टं तटमुपगतः सा क्रिया द्रक्ष्यतेऽद्य । १४८ ।

यास्यस्यस्मादवनि वलयात्राक-लोकं विचिन्त्य
प्राक् किं लक्ष्मीश्वरनरपति द्वारवङ्गाऽवनीशः । (१)
दीपा-लोकैः किसलयमयै स्तोरणानां सहस्रैः
सज्जीकर्तुं सुर-पुर-भुवं पुष्पभारैरगच्छत् । १४९ ।

भृङ्गाराणां नरपति-वरो भृङ्गवद् यो विलीनः (२)
शम्भोरश्वोरुह-निभ-पदे राजकार्यं विस्मृत्य ।
सोऽयं काश्यां तव विरहजं दुःखभारं न सोढुं
शक्तोत्थार्यार्थमणि चलिते पद्मवत् पश्चिमाग्रां । १५० ।

कश्लीराणां नरपतिवरः श्रीप्रतापादि-सिंहे- (३)
त्याख्यां विभ्रद्वित्रिंश-नृपते र्यो जयस्तम्भरूपः ।
दृष्ट्वा दूराद् यमिह हि दृढं भू-प्रतिष्ठं गरिष्ठं
लोभा-कण्टोऽपि च भयसृषीकेश (४) एष प्रयाति । १५१ ।

(१) भूतपूर्वद्वारवङ्गाधिपतिः ।

(२) भृङ्गारप्रदेशस्य राजा ।

(३) काश्लीराधिपति रज्ज्वाराजः श्रीमान् प्रतापसिंहः ।

(४) राक्षसाधिपतिः ।

राज्ञो यस्याऽधिकृतविषयाः कुङ्कुमानामसंख्यै
 क्षेत्रैर्वर्षेभ्यपि बहिरिमे स्तर्षवर्षानजस्रं ।
 स्त्रीणासन्तःपुरभुवि धरा-हेम-हार-प्रभाणां
 तासामङ्गद्युतिभिरनिशं सुन्दरीणाञ्च तादृक् । १५२।

सोऽयं सूर्यान्वयभवन्पुो गौरवं भारतानां
 धैर्यं किञ्चित् कथमपि तथा नाथ यत्क्रोति धातुं ।
 तं भूपालं प्रणतमथते पादयोर्भूकिरीटं
 किन्नाक्षसं भुवि सुरगुरो सदगिरा नो करोषि । १५३।

इन्दोरेन्द्रोविलपति शिवाजीस्तथा सिन्धियेशो
 गोयालीयावनिपतिरसौ दृश्यतां सास्त्रनेत्रः ।
 हातूयाख्यावनिपतिवधूरथ रीदित्यजस्रं
 नेत्रद्वन्द्वाद् विगलितजलं धीरबन्धो स्रजन्ती । १५४।

हित्वा वङ्गानपि सतक्षणः पाद-मूलं तवैव
 प्राप्तो भक्तो गुरुषु गिरिजानाथ एष प्रपन्नः ।
 भूकाम्येन व्यधित-हृदयो वर्त्तते काशिकायां
 राजानं तं ह्युपदिशसि नो देव दीनाज-पुण्याः । १५५। (१)

काशीराजः प्रभुपदमुखीं यो हि नारायणाख्यां (१)
सिंहोपाधिर्नरपतिरथ साधुधत्ते धरित्रां ।
एकं लब्ध्वा श्रुत-जल-निधिं त्वां स रत्नं महार्घ्यं
रत्न-श्रेणी-परिषदि वसद् विक्रमार्कं जिगाय । १५६ ।

तस्योपास्यः स जगति महाकालनाम्ना प्रसिद्धः
किं क्रुद्धः संस्त्रिभुवन-गुरुस्त्वां जहारोज्जहार ।
हाहा काशी नृपतिरनुसन्धायमानः समन्तात्
त्वां न प्राप्य स्वसिति विषमं निर्वर्ण्यः किं कथीव । १५७ ।

साक्षाद्देवो हरभुवि भवान् नित्यमीवाऽपराङ्गे
छात्रैरख्यैरपि किल कथा व्याजतो व्याजहार ।
यां यां वाचं श्रुत-विषयकस्तत्र तत्रोपदेशो
लब्धोऽस्माभिः सततमहह स्मर्यते वर्त्य, ते सः । १५८ ।

तेजःपुष्पो वपुरतितरां तेजसाद्योतमानं
नेत्र-द्वन्द्वं वदनमपि ते भास्वरं तेजसैव ।
वाचंस्तेजांसि च सुषुविरे श्रौतगीर्भिः सुनद्याः
कस्मिन्नद्या ब्रजति विलयं सर्व्वमेतत्तवाऽद्य । १५९ ।

(१) काशीनरेशः श्रीरामं नङ्गराजः प्रभुनारायणं सिंहः ।

पश्यामापद्भवति वसतेरेकराशौ ग्रहाणां (१)
 सर्व्यं पूर्व्यं फलमतितरां लब्धमस्माभिरस्याः ।
 इन्द्रस्वाहृग् विलयमगमश्चेष्ट-रत्नं महार्घ्यं
 स्वामिंस्वाहृग् हृतमिति वयं स्मो दरिद्रावराकाः । १६०

किं मूढानां जनपदभुवां निर्धनानां जनानां
 दृष्ट्याशान्धै विमल-सलिलां काऽपि वापीं चकार्य ।
 ज्ञानाऽ-स्मूनां बुध-जन-गणानान् देव ऋदोऽभूः
 सत्त्वं शुष्को ग्रह-गण-समावेशतः शङ्करतेऽद्य । १६१ ।

त्वच्छोकाग्नि-ज्वलित-हृदयाः कातरामातरः स्वान्
 पुत्रान् कन्या अपि किसलय-प्रेक्षणीयास्त्यजन्ति ।
 किंनो जातं शिवशिवगुरो दृश्यतां भारतानां
 पूर्व्यं भूतं फलमदृष्ट नः कारणात् कर्मदोषात् । १६२ ।

(१) यद्वाचापेक्षन् यदि भवति पक्षां निवसति-
 स्तदा गोक्षोभेनः प्रसन्नपद्मिन्द्रोऽपि वसते ।
 नृपाणां नाथः स्थाप्यवति वसुधा शुष्यति नदी
 भवेद्धोको रक्तः परिहरति इत्यन्व जननी ।
 इति ज्योतिष्ठाः वक्षन्ति ।

आश्रित्यत्वन्मठमटनकं भिक्षया चक्रुरस्यां
लब्ध्वा अतिं कति च दिवसान् पादमूलात्तवैव ।
नम्रा मम्रा यशसि जलधौ केऽपि पूजां लभन्ते
त्वन्निर्व्याणावधि तु भजसे वाससो नो विसर्गं । १६३ ।

तुल्यं वासो वपुरपि वचः सारथेः स्वेतवाह-
स्याकर्ण्येवेह हिं न जहिय प्राक् प्रपूतान्तरौयं ।
सत्यीकर्त्तुं हरि-सुख-कथामंघ्र्य कायेन तेन
त्यक्ताञ्चेलञ्चपलमभितः किन्त्वया चञ्चलेन । १६४ ।

स्वामिन्स्त्रांस्तमसिच भवान् मञ्जयित्वाऽम्बुराशौ
नोदत्त्वाऽस्मिन्निजभुजमिव प्रावलम्बं प्रतस्थे ।
विद्याऽद्योद्यद्गुतिरपि यया वस्तुमेकेन साकं
सूरेणेव सुत-कथ-दिवा भास्वता भोस्त्वयैव । १६५ ।

सर्व्वेहैवैः सुरपतिमुखैः प्रार्थितः प्राग्दधौचि-
र्हित्वा देहं सदुपकृतये वज्रमस्मिन् ससर्ज ।
कस्मै वज्रं अगति जनयन् केन वाऽभ्यर्थितः स-
स्यक्ता कायं ब्रजसि भगवन् क्षिप्यतेऽस्मासु योऽसौ । १६६ ।

यामीं मैत्रावरणिरगमत्तां दिशं विन्ध्यगर्व्वं
खर्जोर्कर्त्तुं विपुल-वपुषा प्रार्थितो लेख-जातेः ।

प्रत्यावृत्तिर्न भवति यतस्त्रासुदीचीमगच्छः

कस्य ध्वस्तस्त्रिभुवनगुरो तेन घोराऽभिमानः । १६७।

आसीदुग्व्यौ भरतनृपतेर्भूमिखण्डस्य चण्ड-

स्वामासाद्य द्रुटित-सुकृतस्याऽयं किं प्रस्थितः सन् ।

स्वामिंस्तस्य खगयसि सतस्तं तथोच्चाऽभिमानं

न स्वातन्त्र्यं न च खलु बलं नापि बुद्धिश्च यस्य । १६८

पत्नी गौरी सुहृदपि हरिमृत्युभीताविव द्वौ

ज्योतिर्जालैर्विजडित-वपुर्यस्य मृत्युञ्जयस्य ।

वामार्धेनाऽपि च विविशतुर्दक्षिणार्धेन तस्य

वस्त्रोन्मूल्योस्वमपि च तनूमन्तराऽयं प्रविष्टः । १६९।

त्वां निष्ठूतं जलधि-तनया-वक्त्रभोरः-स्थ-हारा-

देकं रत्नं भरतनृपतेर्भाविनीभूरवाप्य ।

पस्यर्धे किं मणि-गण-धिरोरत्न-हीरं दधत्या

सम्प्राप्ताऽपि सुत-गुणतया हारितं हा तदयं । १७०।

काले घोरे वयमिह कलेर्न्मानवा दानवाः स्त्रीऽ-

स्त्राकं तेषां गुरुरिति भवांस्त्वां कविं किं विविध्य ।

जघ्रासीद्यः स गरल-गलो धूर्जटिर्व्योमकेशः

शम्भोः शुक्रः किल निरगमत् त्वन्तु नो निर्गतोऽभूः । १७१।

आन्विच्छिन्ना सह कणभुजो गीर्भजङ्गाधिपस्य
प्राचोवाचः कपिलविदुषो योगविद्याश्च(१) वज्रतः ।
हे मीमांसे तदुपनिषदस्त्वां महावृक्षमेकं
नो लब्ध्वा तं भुवि निपतिता हन्त हाहा लुठन्ति । १७२।

वाराणस्यां भुवि भगवतोऽप्यागतोऽस्यां कदाचिद्
भिद्युः कश्चित् सुविदितदयानन्दनान्ना प्रसिद्धः ।
नास्तिक्यं स्त्रीपदिशति नरान् वेद-पूजाऽपदेशाद्
योऽयं साक्षात् कपटवचनसारं चार्वाक-मूर्तिः । १७३।

नाऽन्या मान्या मतमिति मनोः संहितातो विभिन्ना
गण्यं रामायणमपि पुराणेषु तद् भारतश्च ।
तथ्यः पूज्याः स्वत उपनिषद्भालिकास्ताः सभाष्या
अन्ये ग्रन्थाः शठ-विरचिता नाद्रियन्तेऽस्मदीयैः । १७४।

कस्माद्देवप्रतिष्ठाति-कृतिः केन वा सर्व्वलोकै-
रभ्यर्च्यन्ते जगति खलु ताः पापमूलानि या हि ।
नास्ति ग्रन्थेषु च स हि विधिर्नीमयोक्तेषु नोनो
तस्माद्दूरीकृत परितो निङ्गमालास्तथाऽर्चाः । १७५।

इत्थं वाणी खलु निरगमद् मङ्गरात् तस्य वक्त्रा-
दावृत्त्याऽङ्गं स्फुटतरपदा संस्कृत-प्रच्छदेन ।
देव्याः साटीः प्रपरिदधती ज्ञेच्छनारीव साक्षा-
दासन् भीता बुधपरिषदः कस्तदयं अगाम । १७६ ।

काशीराजेन खलु नितरामर्थितस्याऽर्चितस्य
स्रोत्रैस्तादृग् विजयनगराधीश्वरेणाऽपि तेन ।
श्रुत्वा तास्ताः प्रलपन कथाः शास्त्रयुक्तिप्रयोगैः
सोऽप्येकस्य ह्यमितमहसो ते परास्तः प्रतस्थे । १७७ ।

आसीत्तादृग् जगति भगवन् पण्डितानां स योधा
तस्मादेवा पुरश्चर पुरो काशिका रक्षिताऽभूत् ।
न स्थात्तादृग् यदि पुनरहो विश्वनाथस्य लिङ्गं
को वा पश्येत् क इह पुरतो देवता वा प्रपश्येत् । १७८ ।

यस्मिं चक्रे स खलु भगवान् विभ्रमञ्जहारः प्राङ्
नानां वीरान् बहुजनपदाच्छास्युत्तथा निवार्य ।
एकं जित्वा जगति च दयानन्दमस्मिन् हि काले
तस्मात्तस्मादपि गुरुतरं कार्यजातं चकर्म । १७९ ।

अग्रामञ्छेद् यदि पुनरयं तादृशो वा कदाचि-
न्नानाशास्त्रेष्वपि सुनिपुणो बुद्धिमान् नास्ति कोऽन्यः ।

को वा पायादहह कवलात्तस्य देवोर्हि मूर्त्ती-
र्हा नः स्वामिं स्वयि भगवति प्रस्थिते सर्वनाशः । १८०

मात्थाताऽध्वाऽध्वर-भवफलं भोक्तुमूर्ध्वतोऽभूद्
याते ब्रह्मात्मनि परिणतिर्भीमदेहस्य भस्म ।
द्रोणेनाऽस्मादुद्रुततरमयो विद्रुतं निद्रितं वा
कर्णः पूर्णाऽर्णवतलगतः सात्त्विकिः सात्त्विकात्मा । १८१

सेन्द्रान् देवान् जगति जयते तोषितः क्षणावर्णा
यस्मै चापं रथमपि ददौ खाण्डवेनाऽर्पितेन ।
यत् सारथ्यं जलधरवपुः क्षणाचन्द्रोऽप्यकार्षीत्
पार्थोऽपार्थोऽभवदतितरां सोऽपि गाण्डीवधम्वा । १८२।

योद्धारस्ते भुवन-जयिनो भीति-सम्पर्कशून्या
येभ्यो भीतैस्त्रिदशपदवो प्रोन्विता देवतैस्त्रैः ।
एकेनैवाऽमितबलभृता हन्त कालेन तेनो-
हीता दीप्रा युधि ययुस्मि तादृशीन्तामवस्थां । १८३ ।

नो नः क्लेशो भवति च तथा भीम-कर्णाज्जुनादी
नयोहीन्य शुभितमनसां याव-वहोरसां न ।
यादृग् जातो जगति महतः शङ्कराचार्य-सुखान्
सूक्ष्म-प्रेक्षाः किल विदधतो नाधुनालोकासाक्षात् । १८४

आद्यो विद्वान् जगति कपिलः प्रादुरासीद् धरित्रया
 अस्यास्तावन्नृपति भरताधिष्ठितायाः सुपुत्रः ।
 न्यायाचार्योऽभवदपि सुतो गोतमः स्यातनामा
 सूनुः षड्भिः कणभुगपि च प्राक्पदार्थैः कृतार्थः । १८५

योगाचार्यो भुवनविदितो नागराजोऽप्यनन्तो
 वेदार्थानामजनि च विनिश्चायको जैमिनिर्यः ।
 ब्रह्मन्नानार्णव इह पुरा खानितो येन सोऽभूत्
 कृष्णद्वैपायन इति पुनर्व्यासनाम्ना प्रसिद्धः । १८६ ।

ते ते सर्व्वे मुनय इह ये तत्कथास्तामिदानीं
 ये ये पूर्व्वं कतिपय-दिनेभ्योऽभवन् भो धरण्यां
 ते ते धन्या जगति जरतीं मातरं तां धरित्रौ
 सुत्सृज्यैव प्रकृति-कृपणाः शोक-सिन्धौ कृताः । १८७

आचार्योऽस्यां न च विजयते शङ्करोदेव-मूर्त्ति-
 नीगङ्गेशो न स उदयनो नाद्य वाचस्पतिश्च ।
 नो वा भट्टो न च वररुचिः पाणिनि दुर्गसिंहो
 नाऽद्य स्मार्त्तो न खलु जगदीशादिनैयायिकास्ते । १८८

एकस्यैव तवसुखमभिप्रेक्ष्य भूः स्यातनाम्नो
 विस्रृत्यैव सुत-गण-शुचः सन्निता सुस्थिताऽभूत् ।

एकं त्वां नो गुणिमवनेरस्य दृष्ट्वैव तेषां
शोकाऽ-भोधिर्भवति स महास्तादृशुहेलितस्य । १८८ ।

विद्वांसो वा विदित-चरिता भूभुजोवा महिष्यो
याः क्षर्त्तव्याः पर मुषसि वाऽन्यास धन्या धरण्या ।
आसन् ये भू-मुकुट-कवयो योगिनी योगिनो वा
प्राप्ते ते ते परभुविगताः शान्तिरस्याः कथे नु । १८९ ।

दिष्ट्या श्यामाचरण-कमलं काशिकायां सरस्यां
निःस्पन्दं यद् विकशितमपि स्तम्भिते मारुतेऽभूत् ।
जातं पञ्चानन-परिचितं हन्त तदयुक्तभृङ्गं
दृग्भ्यामन्तर्हितमथ कथं प्राग्दिनेभ्यः कियद्द्वयः । १९० ।

मातेत्याख्यां भुवनविदितां या दधारोज्ज्वाराऽ-
पाणं प्राणेष्वपि च वरणा-तौर-भूमौ गुहायां ।
सा योगान्नि-प्रशमित-मला हन्त मार्त्तण्ड-सूनो
दैर्घ्योक्तुता हरहर । गुरो, नार्थ्यपीयं न चासीत् । १९१ ।

यस्याः कीर्त्तिर्मगधवलयेऽद्यापि तस्यां गयायां
लक्ष्मीभर्तुस्वरण-कमलाङ्गोपरि स्पष्टसुखैः ।
प्रासादोऽयं सुदृढ-दृशदां नाट-गेहेन सार्धं
काश्यामस्यामपि विजयते भूरिदेयाक्षसत्रं । १९२ ।

इन्दोरेषे खलु नरपती क्षामिनि स्वः-प्रयातेऽ-
 ह्यथा ह्यालाहलमिव निजं राज्य-भारं विद्वज्य ।
 नानातीर्थेष्वपि बहुविधा इत्यमुच्चैः प्रतिष्ठाः
 कीर्त्तैः कृत्वा विलयमभजत् साऽपिनास्तिद्विदानीं । १८४

याग्यौर्षालङ्कृतिरिवभुवः सत्यवत्यत्युदारा (१)
 राज्ञो राज्ञो दयित-रघुनाथस्य याऽभूवरित्रां ।
 आसीत् स्थितं नव-विधमहो नो नवं भूतलेऽस्मिन्
 यस्या राज्यं विपुलमिह बाह्यारवन्धादिनाम्ना । १८५।

यस्याः सख्यं भुवि समभवत् सत्यवाण्या भवान्या
 तस्यां राज्यं विनिहितवती याहि काश्यामुवास ।
 गर्भे चक्रे जनकतनयां भूरितीव स्मरन्ती
 तां जगत् स्मरहर-पुरी काशिका-ऽपीर्यया किं । १८६

एतैः काशीपुर-वसतिभिः सर्व्वदा सर्व्वलोकै- (२)
 र्येषाऽद्यापि स्मृतगुणकथैर्गीयते ह्यक्षपूर्णा ।
 प्रासादानां बहुवितरणैर्ब्राह्मणेभ्यो बहुभ्य
 स्तत्तद्व्याजात् कतिकति शिवस्थापना या चकार । १८७

ग। बाह्यारवन्धादि भूभागस्य राज्ञो सत्यवती ।

(२) राजवाही प्रदेशानां काशी भवानी ।

सर्ग-द्वारा-वधिसपि वृद्धभार्गमस्माच्चिकीर्षु-
नभूच्छक्तः किल दशमुखः सर्वलोकाधिराजः ।
पञ्चक्रोशो भ्रमन्-विधये पान्थ-शालाश्च दीर्घं
या पन्थानं नयति मनुजान् स्वर्हि निर्णाय नित्यं । १८८

काशीखण्डो-चरित-चरिता विभ्रती चन्द्र-खण्डं
कास्यामद्यप्रभृति कृतिभिर्दृश्यते नो भवानी ।
किं साऽस्माकं सुकृति-विभवैराविरास्ते भवानी
लक्ष्मीकृत्य प्रकृति-रुचिरां यां कथासीज्जनानां । १८९

सा प्राक् प्राप्ती वलयमवनेः प्राण्य-राण्यश्च राप्ती
प्रोक्ष्य स्वानिव सुतगणान् नद्य याता भवानी ।
दृष्टा यूना सुर-सरिति या मज्जता स्नानकाले
कालीमूर्तिः प्रहरणकरा केनचित् कासुकेन । १९०

दीनेभ्योऽर्घानिव वितरितुश्चाभयं श्रीनिषेध्या (१)
देवी साक्षादिव दशभुजा भूभुजा पूजिता या ।
योगेन्द्रस्य स्मरविजयिनः कामिनी स्मरवक्त्राऽ-
गच्छद्गौरी परिहृतवती सा शरमुन्दरी नः । १९१

बुद्धि-ज्योतिर्जगति परितो यस्य चक्रे प्रभुत्वं
 ज्योति-चक्रे नभसि चलिते यो बभूवाऽद्वितीयः ।
 यूरोपास्थ-क्षितितलमपि प्रोदुगता यस्य कौर्त्तिः
 पंस्पर्शार्थं मतमधिगतो वापुदेवः स नाऽद्य । २०२ । (१)

अभ्यान्तो योऽभवदतितरां दर्शने पाणिनीये (२)
 राजारामः श्रुत-मय-महा-राम-विश्राम-धामा ।
 आनन्दार्थं यमवनितले मोक्षमूलारभट्टः
 सोऽप्यस्यां नो विलसति सतामग्रणीः काशिकायां । २०३

कन्दर्पो वा कणक-किरणः कार्त्तिकेयोऽथवा यः (३)
 साक्षात्पारायण इव परो गौरमूर्त्तिं दधानः ।
 नानाशास्त्रेष्वपि दृढमतिर्यस्य नित्यं चकासे
 काश्या मूर्त्तीं विनय इव यो बालशास्त्री न सोऽद्य । २०४

को वा वत्तुं प्रभवति सतः कुण्ठिता कुत्र बुद्धि-
 र्वाचस्पत्यं जन-परिचितं भाति यस्याभिधानं ।

(१) ज्योतिःशास्त्राध्यापको महामहोपाध्यायो वापुदेवशास्त्री
 (काशीवासी) ।

(२) व्याकरणशास्त्राध्यापकः राजाराम शास्त्री (काशीवासी) ।

(३) काशीस्थः बालशास्त्री ।

तारानाथस्य च सुविदुषस्तर्कवागीशनाथः

काश्यां विश्वेश्वर-हरपुरो हन्त सोऽस्तं जगाम ।२०५।(१)

योऽयं न्यायादिषु कविगुरुः सूक्ष्मशास्त्रेषु तुष्टं (२)

रेने काव्येष्वपि च सुवपुस्तप्तचामीकराभः ।

योऽहङ्कारोऽजयदिह गिरां मूर्त्तिमानेव देव्याः

काश्यां ताराचरण इह नो भ्राजते सोऽस्य विद्वान् ।२०६

यः कृष्णोऽभूत् सुकविकविता-गोपवाला-सहस्राऽ-

लङ्काराणां ध्वनिभिरसक्तत् पूर्ण-कर्णोद्युदीर्णैः ।

व्याख्या-वेणु-कृष्णनमपि यः स्मेरवक्त्रः प्रकुर्वन्

स्फीतां चक्रे हृदययमुनां प्रेमचन्द्रः स नास्ति ।२०७।(३)

कारुण्यैर्यो जलनिधिरभूद् विद्यया सागरोऽपि

स्नेहैर्यस्मात् कति जलधराः प्रादुरासङ्गत्या ।

ख्यातः शब्दो भ्रमति नितरामीश्वरचन्द्रयुक्तः

सर्वेषां नः परिचिततमो वाचकत्वेन यस्य ।२०८।(४)

(१) कलिकातासंस्कृतविद्यालयाध्यापकः महामहोपाध्याय-
तारानाथतर्कवागीशः ।

(२) काशीनरेशस्य सभापण्डितसाराचरण तर्करत्नः ।

(३) कलिकातासंस्कृतविद्यालयाध्यापकः प्रेमचन्द्रतर्कवागीशः ।

(४) ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः ।

शापभ्रष्टो दिव इव सुरो विष्णुतः कोऽपि लोके
 यो दीनानां नयनसलिलक्षितवक्त्रं स्म माष्टि ।
 राजद्वारं किल निजकृते त्वर्गलाशून्यमेको
 यस्तत्प्राजं ज्वलनसदृशस्तेजसा सोऽपि नाथ । २०६ ।

उन्मथ्याऽब्धिं तपनतनयो वङ्गनामानमेतं
 ताः पञ्चाशत्परिमितसमा निष्ठुरः क्रौर्यनिष्ठः ।
 उद्धृत्योद्धृत्य च स हतको ह्येकशो न्यायवेत्तान्
 रत्नानि स्वं निलयमनयद्वन्त नाप्येकमत्र । २१० ।

तर्काचार्यीं य इह जयनारायणेति प्रसिद्धः (१)
 खेहो यस्याऽपतदतितरां सन्महे श्रीमहेशे ।
 अध्यारूढं चरमपदवीं तर्कपञ्चाननं यं
 काऽपि स्यर्वा श्रुतजलनिधेर्नाभजद् विश्रुतस्य । २११ ।

यः सन्देहानभनगनिशं नव्यनैयायिकानां
 जिज्ञासूनां धरणिधिवणोऽगाधविद्यो दयार्द्रः ।
 चामुण्डायाः शतकमतनोद् भैरवस्तोत्रमुच्चै-
 स्तादृग् यः स स्मरन्तरणिदीप्यते नाऽद्य काश्यां । २१२ ।

(१) कलिकातालंस्कृतविद्यालयाध्यापकः जयनारायण तर्क-
 पञ्चाननः ।

न्यायेनोच्चैः कठिनदृशदा निर्धमे यो नवीनां (१)
काञ्चित् काव्योत्थितवरतनं कल्पनाया बलेन ।
शब्दो यस्य ज्वलति सततं राजपूर्वः कुमारो
नेत्रान्ते नो हरिहरि कविः सेवते सोऽपि निद्रा । २१३

विद्यारत्नो भुवनपदभाङ्मोहनास्ताभिधानः (२)
प्राधान्यं योऽलभतलसतां सर्व्वनैयायिकांनां ।
जातः स्याते भुवनविदिते ह्यन्वये ग्रन्थकर्त्तु-
र्यो गङ्गेशोपरि निजयशश्चन्द्रमुच्चैस्ततान् । २१४ ।

विद्यारत्नः स किमु भुवने वर्त्तते नाथ नाथ
प्रायस्ते ते ऽनवधिजलधिं संसृतिं नाम तेहः ।
ये यन्नाग्नि-प्रतिकृति-समास्ते त्रयो न प्रसन्ना (३)
हाहाहा रामधन(४)इह नो हस्त नो दीनबन्धुः । २१५(५)

-
- (१) राजकुमार न्यायरत्नः ।
(२) नवद्वीपस्य सर्व्वप्रधाननैयायिको महामहोपाध्यायो भुवन-
• मोहन विद्यारत्नः ।
(३) एको विल्वपुष्करिणीवासी महामहोपाध्यायः प्रसन्नचन्द्र
न्यायरत्नः, द्वितीयो नवद्वीपनिवासी प्रसन्नचन्द्र तर्करत्नः,
तृतीयो विमलपुरनिवासी प्रसन्नचन्द्र तर्करत्नः ।
(४) कुङ्कुम्हियाननिवासी महामहोपाध्यायो रामधन तर्कपञ्चाननः ।
(५) कोञ्जंगरयाननिवासी महामहोपाध्यायो दीनबन्धु न्यायरत्नः ।

काशीं लब्ध्वैव च सुरसरिबीर-संसिक्ततीरे (१)
 न्यायाभोधिरवधिरहितस्यैव सायात्रिकोऽत्र ।
 बालापत्यां पतिशवचितोत्थानतः सन्निवृत्तां
 पत्नीं बलीमिव किशलय-प्रेक्षणीयं सुतञ्च । २१६ ।

दृष्ट्वा ह्य चितिसुरवरः शशुचन्द्रं नरेन्द्रं
 काकोनेशं कविकुलरविः केशवादीश्वराख्यः ।
 आहूतो ऽहं प्रमथपतिना शशुनाऽबुप्रमेण
 प्राप्तः काशीं न खलु भवता शशुना प्राकृतेन । २१७ ।

एतां कान्तां शिशुसुतमिमं प्रापयाशु स्वदेशं
 व्याहृत्येति त्रिदशतटिनीवारिमग्नार्धकायः ।
 अशुस्रावि-चितिपति मुखं कामिनीं भूलुठन्ती-
 मग्रात्वाऽपि स्वजनरुदितैर्बालमुच्चैरुदन्तं । २१८ ।

कुर्वन्कुर्व्यां शिशुसुतबधूं शून्यवन्तुं विसृज्य
 स्मिरास्येन्दुः कमिव कनकप्रेक्षयालिङ्गिताङ्गं ।
 साक्षादेव्या रजतधवलं वीक्ष्य चन्द्रार्धचूडं
 तस्यैवाऽङ्गे विलयमभजत् सोऽपि वात्स्यावतंसः । २१९ ।

(१) रङ्गडरेडाकुमारीपाननिवासी केशवेन्दुर तर्कपञ्चाननः ।

यं हाविशत्वहमितवयोबालमुत्पृण्य माता (१)
मानिन्याख्या विमलिनमुखी संस्थितेन प्रियेण ।
प्रोद्दीप्तेष्वध्वनिभिरविशदधायमानं चित्ताग्निं
या कन्येन्द्रेक्षर-बुधवरस्येन्द्रेवेन्दु-मूर्त्तिः । २२० ।

यो धत्ते स्रग्भरहरबधू-चिन्तन-स्रगेवक्तो
नाम श्यामो भुवनविदितं मङ्गलं रुद्रपूर्व्यं ।
तत्कालेऽपि क्वचन च बुधो न्यायशास्त्रीयबुद्ध्या
कोऽप्यासीन्नो विपुलवसुधामण्डले यस्य तुल्यः । २२१ ।

तीर्त्वालोकं चकितविबुधं यन्महस्तन्महत्त्वाद्
गोलोकञ्च स्थिरमपि दृढं स्वाभिभूतं चकार ।
न्यायालङ्कार इति जगति स्थातनामाङ्कितो यः
सोऽयं रुद्रो भुवि न च पुनर्विद्यते ऽद्याऽद्वितीयः । २२२ ।

तारातारा इति स निगदंस्तारसारस्वरेण
प्राणान् हित्वा सुरपतिनुतं स्यन्दनं प्रारुरोह ।
मेने लोको वियति चलितं यत्प्रतिध्वानशब्दं
श्रुत्वा स्वर्गं प्रतिगतवतः स्तम्भितस्तस्य वाचं । २२३ ।

(१) रङ्गपुरेटाकुमारीयामनिवासी सुप्रसिद्धनैवायिको ईश्वर-
मङ्गल न्यायालङ्कारः ।

रामानन्दः किल कुलपतिर्दुर्गसिंहावतारो (१)
 यः कातन्त्रोऽस्मृतिषु विदितोऽध्यापकः पण्डितानां ।
 कल्याणीन्द्रेश्वरवरसुता यश्च पञ्चाननाख्यं
 पञ्चाख्योपं जगति सुषुवे सोऽपि नो विद्यतेऽस्य । २२४।

आसीद् गङ्गेश्वरबुधवरो यामदन्त्यप्रभाव- (२)
 स्यासन् यस्मिन्नमितमहंसो भीरवो भूमिपालाः ।
 योऽयं साक्षाद् भुवनविदितो मूर्त्तिमद् ब्रह्मवर्ची
 गङ्गागर्भे खलु निजवपुः सोऽपि हन्तोत् ससर्ज । २२५।

कालीनाथादपि च हरिनाथात् कवीनां विधातुः
 पञ्चाङ्गातोऽनुज इव कविः कारकः कारिकाणां ।
 चक्रे ग्रन्थं कमपि भुवनेष्वाशुबोधं सुबोधः
 सोऽप्यास्ते नेश्वरपदमुखीं कान्तसंज्ञां दधानः । २२६। (३)

यं भर्तारं हर इति मतिर्ब्रह्ममय्या विरासीद् (४)
 गोविन्देति प्रमुदितमनाः सेवितुं सारदाऽपि ।

(१) रङ्गपुरेटाकुमारीनिवासी रामानन्द पञ्चाननः ।

(२) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी गङ्गेश्वर भट्टाचार्यः ।

(३) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी ईश्वरकान्त व्यासपञ्चाननः ।

(४) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी हरगोविन्दसिंहान्तवागीशः ।

नानाग्रन्थाः स्मृतिमयपटे ग्रन्थनं प्रापुरस्य
प्रायो यस्याऽवनिषु हरगोविन्दनाम्ना प्रसिद्धिः । २२७ ।

ज्ञातारो ये न खलु कृतिनो यस्य मीमांसितानां
शङ्के ते ते धरणिवलये वञ्चिता निश्चयेन ।
नो यस्य व्याकरणघटिता भ्रान्तिरास्तीत् कदापि
प्राप प्रीते व्रजपति सुते मित्रं सोऽपि हन्त । २२८ ।

योऽभूत् स्मार्त्तो भुवनविदितः पूजितो भूपतीनां (१)
विद्यारत्नो व्रजपदमुखो वाचको यस्य नाथः ।
वक्ता भक्तो व्रजपतिसुतस्याऽपि गौरेऽसुरक्तः
शेषे कालेऽभवदतितरामद्य शेते क्व सोऽपि । २२९ ।

धीमानिन्द्रेक्षरसुतवरो विद्यया भूषितोऽभू- (२)
ब्रान्ना ख्यातो भुवि च हरकान्तेति शान्तान्तरात्मा ।
यो जज्वाल ज्वलन-सदृशीमोजसा शुद्धमूर्त्तिं
विभ्राणो भूपतिगणगुरुर्ब्रह्मदो ब्राह्मणानां । २३० ।

विप्रः क्षिप्रं किल मधुपतां दुर्ग-दुर्गाक्षिपद्मे
लब्ध्वा मत्तो य इह च वभौ निखलत्वं दधानः ।

(१) नवद्वीपस्य सर्वप्रधानस्मार्त्तो व्रजनाथ विद्यारत्नः ।

(२) रङ्गपुरेडाकुमारीनिवासी हरकान्त विद्याभूषणः ।

कात्सारेऽस्मिन् निविड-विषये लोभनीयेषु नाना-
पुष्पेष्वेषु स्मितयुतमुखेष्वेषु यो नो पपात । २३१ ।

राजप्राधो नरपतिशिरो मौलिनङ्गाङ्घ्रिपद्मः
पद्मादृष्ट्या परिचित इवैश्वर्यसूर्जस्त्रि लेभे ।
नित्यं देवोत्सवरचनया यः शरण्यो धरण्यां
स्मर्त्तव्यो ऽभूदद्दृक् कनकद्योतगौरः स नाऽद्य । २३२ ।

भूमौस्वामी कमलमिति यो वाचकत्वेन शब्दं (१)
ख्यातोऽभूद् भूवलयविदितं नीलपूर्व्यं दधानः ।
स्नातो दैव्यां गिरि हरजटाभ्रष्टनद्यां निबन्धं
काव्यर्चायाः कमपि खलु यो निर्भमे निर्भमत्वः । २३३

यस्य ज्येष्ठो जगति तनुजः श्रीगुरुप्राक् प्रसन्ने-
त्याख्यां धत्ते धनिगुणनिधिर्धर्मबन्धुर्धरण्यां ।
अन्यः श्रीमान् विलसति सुतः श्रीभवानीप्रसन्नः
शास्त्र-क्षीरो-दधिषु धवला मज्जनाद् यस्य बुद्धिः । २३४

अस्मिन् यो भूवलयमलये चन्दनः सान्द्रगन्धं
दिव्यं दिग्भगो ऽक्षिपदतितरां कीर्त्तिंजातैर्मरुद्भिः ।

(१) रङ्गपुरनवङ्गाङ्गाभूस्वामी नीलकण्ठवाङ्मयीं विद्यासागरः ।

यो वा वङ्गोत्तरदिशि दिवः पारिजातो विधात्रीत्-
सृष्टो भ्रान्तेन च किमु पुनः कर्त्तितः सोऽपि तेन ।२३५

कोषं कश्चिद् विपुलवपुषं “शब्दकल्पद्रुमा”ख्यं (१).
ख्यातश्चक्रे य इह मतिमान् धर्मनिष्ठो गरिष्ठः ।
राधाकान्तो नरपतिवरः शास्त्रचर्चागुरक्तो,
वृन्दारण्ये हरिहरि वपुः सोऽपि तत्प्राज भूपः ।२३६।

यः क्षेत्राणां किल सुरगिरां पण्डितः पण्डिताना- (२)
माद्रीभावं द्रविण-निवहान् कर्तुकामो ववर्ष ।
यस्माज्जाता विपुलतटिनी यज्जवारिप्रवाहैः
प्रायो वङ्गेष्वपि च सततं सन्ति सिक्तानि तानि ।२३७।

यो भूदेवो रुचिरवपुषा चेतसस्तेजसश्च
प्राप्योच्चत्वं सचकितमिदं विश्वसुचैश्चकार ।
शिक्षाभागोच्चतमपदवीं राजकीयाश्च लब्ध्वा
खं ब्रह्मण्यं य इह न जहौ हा ! जहौ सोऽपि कायं ।२३८

(१) कलिदासायोभावाकारराजः स्याद् राधाकान्त देवः ।

(२) कृगविन्दुमुद्रानिवासी भूदेव उच्योपाध्यायः ।

आद्यं “वार्त्तावह”मिति जनैः सर्व्वतोऽज्ञायि यत्तत्(१)

पत्रं साप्ताहिकमतितरां सत्यसिन्धुर्नरेन्दुः ।

यः कुण्डीशो नरपति-कविः कालीचन्द्रो वितेने
काशीचन्द्रावृपपरिषदः पत्युरेकः कनीयान् । २३८ ।

अथ्यं काव्यं (२) प्रथममवनौ वङ्गभाषासु योऽसा-
वाविस्त्रक्ते कुलजपतनज्ञापकं गीयमानः ।

तैर्व्वङ्गीयैः कविभिरनिशं रामनारायणेन
प्राप प्राप्तं स हि चरणयोर्भूपतिर्भूतभर्त्तुः । २४० ।

चक्रे शक्रो भुव इव नृपः शम्भुचन्द्रो नवीनां (३)
रत्नैर्यत्नैर्नवभिरवनौ पर्षदं हर्षदां यः ।

भूगोलोकं स्वपुरमपि यः प्रोद्यदुद्यानधारां
हाराकारामुरसि च दिशो वङ्गतुङ्गीस्तरस्याः । २४१ ।

यः काकीनानरपतिरयं भारतं विक्रमोयं
लक्ष्मणोकोदययितमभितः कारयामास राजा ।

(१) रङ्गपुरकुण्डीभूखानी कालीचन्द्र राव चतुर्पुरीषः ।

(२) कुलीनकुलसर्व्वस्वं नाम रूपकं ।

(३) रङ्गपुरकाकिनापतिः शम्भुचन्द्र राव चतुर्पुरीषः ।

वाक्यादद्रेः समुदितममुं श्रीश्वरं (१) गीर्णिवेष्यं
श्यामाप्रेमार्णवमभिनवं कालिदासं द्वितीयं । २४२ ।

श्रेष्ठान् वैयाकरणकृतिनोऽन्विष्य शिष्यैः समेता-
नानीय स्वे सदनसदसि स्मेरवक्त्राश्चकार ।
कोषं कश्चिद् विपुलमखिलैः पण्डितैरेवतैस्तै-
स्त्याद्यन्तानां यद्दृष्टमतिमान् वाचकानां क्रियाणां । २४३

पारस्यानामपि नरपतिः संस्कृतानाञ्च वाचां
योऽभूत् प्राज्ञो भुवि किल तथास्तोकमिलण्डजानां ।
संवादानां जनपदभुवां चारुसाप्ताहिकं य-
स्तेन पत्रं किमपि भुवने “दिक्प्रकाशं” प्रकाश्यं । २४४

मुद्रायन्त्रं निजनिवसतौ स्थापयामास योऽसा-
वायुर्व्येद्यौषध-वितरणागारमेकश्चकार ।
इलण्ड्यानां प्रचलितवतां भाषितानाम्तथोच्चै-
र्विद्यागारं गुरुगुणधरस्तच्चिकित्सालयश्च । २४५ ।

स्थापयानां चरमपदवीसुल्लङ्घनं ताजसौधं
धीतं काव्यैरिव कवितया वर्णयामास तूर्णम् ।

नानाकाव्यानि च कविगणैर्विर्ममे कर्माढो यः
सोऽपि प्रापेक्षरपदतले मुक्तिमुक्तोऽत्र काव्यां । २४६ ।

गोविन्देत्याद्यमिति कृतो मोहनान्तं दधानः (१)
कायस्थोऽपि सुतचरणिकां सारदां यः सिधेवे ।
भान्ति ग्रन्था भुवि सुवहवो वङ्गभाषासु यस्य
श्रीकान्ताङ्कौ निलयमगमत् सोऽपि विद्याविनोदः । २४७

कण्ठेत्याख्यां धनपदपरां घोषसूनुर्विरेजे (२)
यो विभ्राणः स्मितयुत-वचो यो ह्युवाचोष्णल-श्रीः ।
श्यामो वामो वयसि च युवा राज-विद्यासु विद्वान्
सर्व्वेद्यो विलसित-वपुर्व्वेदराजोऽनवद्यः । २४८ ।

घोरावर्त्तं विपुल-जलधिं फेणिलं वीचिजालै-
स्तुङ्गैर्भङ्गैर्हिमगिरिनिभैर्भीषणं भीमनादं ।
इलण्डाख्यं जनपदमतो यो ययौ केशवेन (३)
प्रोत्तीर्य्यार्ज्जवमपि जवात् पोतमारुह्य विभ्रत् । २४९

(१) काकिनाराज-प्रधानमन्त्री गोविन्दमोहन राय विद्याविनोदः ।

(२) सिद्विलसार्जनं के, छि घोषसूनुर्विरेजे किञ्चित् सिद्धते कविः ।

(३) ब्राह्मणार्थ्य केशवचन्द्र सेनेन ।

स्थित्वा तत्र प्रणिहितमनाः स्वास्थ्यविज्ञानमुच्चै-
र्यः शिञ्चित्वा मिलकृत-महातर्कविद्यां विदित्वा ।
प्रत्यावृत्योत्तरदिशि ययौ वङ्गभूमेर्नियुक्तः
स्वास्थ्योक्त्या दिग्गमपक्षितां ताञ्च चक्रे जनानां । २५० ।

इलङ्कणानामिव कचचयारेजिरे च्छिन्नशीर्षा-
स्तादृक् सज्जामपि बुभुजिरे स्तोकशुक्लैश्च कैश्चित् ।
तत्रत्यानानामिव शुभशिरस्त्राणमुच्चैर्दिदीपे
चेलानाञ्चाऽभवदपि पुनर्यस्य तादृग् विलासः । २५१ ।

यः प्रासादोपरि नरपतेः सेव्यमानो मरुद्भिः
पक्षोद्भूतैः सदसि च कदाप्युदगतञ्चीर्ध्वरेजे ।
दीनानां वाप्युज्जभवने रोगिणामार्त्तनादं
तद्वन्भूनां नयनसलिलं वारयन् सन्दिदीपे । २५२ ।

अर्थाभावान् खलु भविता सञ्चिकित्सेति चिन्ता
नासीन् केषामपि जनपदे तत्र यस्मिन् नृदेवे ।
यः स्वैरं स्वैरपि बहुविधं क्रीतमिष्टं सुपथं
यच्छन् धन्यो धरणिवलये निर्धनेभ्यो बभूव । २५३ ।

इलङ्कणानां परिषदिगतः पूजितो यो जनानां
विश्वस्तोऽभूत् सकलविषये मन्त्रिवन्मन्त्रणादः ।

श्वेतद्वीपोद्भववरबधूमण्डले मण्डिताङ्गः

कण्ठः साक्षादिव भुवि बभौ योऽपि गोपीसहस्रे । २५४ ।

योऽह्यारूढो रथवरमनेनैकमुद्यत्यभावो

वल्गाहस्ताधिरसहचरेणाऽर्जुनेनेव कण्ठः ।

स्थातां गीतामिव मिलकृतां तर्कविद्यां जगादाऽ-

स्यास्ये स्मरे नयनकमले चारुणी द्वे निधाय । २५५ ।

पन्यानस्ते बृहदवयवाः प्रान्तरं तत् सरस्यः

सेतूनां वोपरि च सरितां श्रेणयः पादपानां ।

उद्यानानि स्फुटतरयशो रङ्गपुर्यां नगर्यां

गायन्त्युच्चैरपि जनपदे खूलनायाश्च यस्य । २५६ ।

क्षेदक्षिप्तं मलिनसलिलं खातवधं प्रभूतं

दूरीकर्तुं कृतकसरितं रङ्गपुर्यां चकर्त्त ।

योऽप्यस्त्रास्थं हरिरिव ततः कालियं विप्रचक्रे

द्यायाचित्रं हृदयफलकोऽद्यापि यस्याऽस्ति नृणां । २५७ ।

माता काश्यां किल पतिरता वैद्यनाथे च पत्नी

द्वाविंशतिरब्दाश्च भुवि सुतौ कुञ्चचित् सूरुरन्यः ।

दूरे कन्याऽपि च सहजगुर्यावदन्यथा तस्य-

स्तावत् प्राणानहह ! खूलनाभूमिसख्ये जहौ सः । २५८ ।

ध्यायन्ती संस्थितपतिपदं वाच्यमारभ्य नैवो- (१)
 ग्रीष्म स्तोकं नयनमपि याऽपश्यद्वापि किञ्चित् ।
 पातिब्रतं किमिव तदहो दर्शयन्त्या चरन्ती
 सर्व्यं लोकान् जगति जननी विस्मितान् या चकार । २५८

हेन्नां दानैर्व्यसुवितरणैरक्षदानैरजस्रं
 चेलोत्सर्गैर्जलघटघटाप्रार्पणैर्गोविसर्गैः ।
 चक्रे स्वीयं सफलमिव या नाम काशीश्वरी सा
 हित्वा पुष्पानिव नृपबधूर्हन्त नोऽत्र प्रतस्थे । २६० ।

अये जग्मुः पथि निजयशःपुष्पमालाविकीर्य
 स्वीकृत्यैते विमलचरितास्तेऽग्रगामित्वमित्यं ।
 विद्यन्ते ये भुवि परिमितास्तेऽपि शङ्के लभेरन्
 सर्व्ये स्वामिन्ननुपदमिमे तेऽनुयायित्वमेवं । २६१ ।

स्थायं स्थायं गिरिनदनदीसिन्धुभिः प्राग्धरोरः-
 कम्पो (२) जातो वृद्धदतितरां स्मर्यते यश्चिराय ।

(१) फतेपुराख्य भूखण्डस्य भूखामिनीं काशीश्वरीं चक्षित्वा
 गृह्यते ।

(२) “अङ्गे हस्तिप्रभागे तु शसं विष्कुरणं भवेत् । अग्रशंसं
 तथा वामे घृष्टस्य हृदयस्य च ।” इति शाकुनिनाः पठन्ति ।

अस्तर्हानं तव किमु फलं दृश्यतेऽस्यैव तस्याः
सर्वेषां नो भुवि निवसतां साध्वसं यस्तान् । २६२ ।

अन्यासां वा सदसि कृतिनां काक्षतीनां कथास्ते
यो भूकम्पोऽगमयदवनेर्नाकलोकं तमेकं ।
दिध्योदीच्याः पतिरिव महाराजगोविन्दलालो (१)
योऽभूदयस्याऽपि च धनदतां विस्मिता वीक्ष्य सर्वे । २६३ ।

शुभ्रं गौरी-गुरु-गिरि-शिरो गाढभूतैसुषारै-
रप्यत्यन्तं निज-सित-यशो-धारया यो धरेन्द्रः ।
चक्रे शुभ्रं शशधरमुखीनामजस्रं सहस्रै-
रुद्गीयन्ते हिमवति नगे कीर्त्तयो यस्य शुभ्रैः । २६४ ।

यो ह्युद्यानं निजनिवसतेरुत्तरस्यामदूरे
चक्रे नानाकुसुमतरुभिः स्थावरैश्चारुपत्रैः ।
अन्यत्राऽपि स्मित-कुसुमितैर्जङ्गमैः पादपैस्तै-
र्व्यालव्रातैरुपवनगणानुच्चविद्यालयांश्च । २६५ ।

(१) रङ्गपुरनगरवासिनं महाराजं सर्वलोकगतं गोविन्दलाल-
उल्लिख्य गृह्यते ।

धारावद्वा धनपतिसमो यो धनानामजस्रं
हर्म्यं शर्मप्रदमतितरासुचशीर्षं चकार ।
हेम्नोत्कीर्णैः शतदलशतैर्वाप्तमालोकजालै-
र्यद्गर्भस्थं सुहृदभितः प्राङ्गणं प्रान्तराभं । २६६ ।

यः प्रासादो विपुलविततैर्द्वारचक्षुःसहस्रै-
रुन्मुक्तैस्तैर्विमलकिरणैर्दृशकान् मोहयद्भिः ।
तैरेष्वर्थ्यैर्गजपतिगणैरुद्भ्रमाणैर्विमानैः
स्वस्मिंस्तादृग् भुवि च भवनेन्द्रत्वमुच्चैस्तान् । २६७ ।

योऽयं राजा त्रिटिश-नृपतेराजधान्याश्च धन्यः
पद्मयां मल्लीसमसितरुचामेवमिलण्डजानां ।
एकं सौधं जलधरदलस्यार्थिं तत्कार्यदर्शी
कुर्वाणोऽपि स्वतनुमधुना नापि कुत्रापि पाति । २६८ ।

योऽयं राजा निजभुजबलैरुन्नतीनान्ततीना-
मुत्तोर्थाऽल्पे वयसि विनयी दीर्घसोपानधाराः ।
तूर्णं शेषं पदमधिगतस्तत्र विश्रामलेशो
नास्त्योत्पद्नी नवघनतनोः श्रीपतेरुज्जगाम । २६९ ।

योऽयं राजा रजतघटिते चारुशय्यातले प्राङ्-
मुक्तद्वारे द्वितल-धवलोज्जासि सौधे कदाऽपि ।

पक्षोद्भूते मरुति जलधौ नो निदद्री शयानः

सोऽयं भूमी-चरमशयनोऽचेतनो निद्रयाऽद्य । २७० ।

नाऽयं कान्तां भुवि निपतितां धूलिकाधूसराङ्गी-

मशुक्तिन्नाननसरसिजं बालगोपाललालं ।

तादृक् कन्यां नयनज-जलैः प्राविताङ्गीञ्च हन्त ।

द्रष्टुं नाहौ धरणिशयनो निद्रयाऽभून्महत्या । २७१ ।

उत्तृज्याऽस्यां भुवि भववपूरामकण्ठानुभावां

देवीं साक्षादिव दग्धभुजां श्रीशरत्सुन्दरीन्तां ।

दौमो राजोचितसमुकुटो भोगलभो द्वितीयां

शान्तःकान्तां सरसिजमुखीं हन्त ! सोऽन्तर्हितोऽभूत् । २७२

भूमिर्भग्नाऽनवरत-महाकम्पनात् सौधमाला

भग्नाभग्नं निजवपुरपि श्रीनिषेव्यं विलोक्य ।

नो यत्रास्ते मुरहरपदे भूमि-सम्पर्कलेश-

स्तत्रोत्थाय अमपरिचितः किं विशयाम भूपः । २७३ ।

प्रायः सौधो भुवि निपतितो भूमिकम्पस्य वेगै-

र्यस्यांशस्योपरि नरपतिर्दक्षिणामोहनोऽस्यात् । (१)

(१) टेपाभूक्तानिर्न दक्षिणामोहनसङ्क्षिप्तं युज्यते ।

नो तत्पातोऽभवदपि महाशक्तिभक्तिप्रभावाद्
गन्तुं शक्तः स्थविर इव यः पादमेकं न चासीत् । २७४ ।

योऽश्वो ह्यश्वोवितरणविधौ मुक्तहस्तः सदासी-
न्नित्यं मन्त्रप्रजपनकृतौ मालिकावहपाणिः ।
दुर्गापादाम्बुरुहरसिकस्तत्पदध्यानमग्नः
सोऽस्यां काश्यां वपुरपि निजं पातयामास पाता । २७५ ।

या निस्तारिण्यमितकरुणाख्यातनाम्नी महिम्ना (१)
धाम्ना स्वेन स्मरहरबधूमूर्त्तिकेवाविरासीत् ।
साक्षात्क्षीमिव भुवि विराजादिमोहिन्युपाधीं
कान्तां सूनोः सुतमपि जहौ स्वेन देहेन साऽपि । २७६ ।

श्यामासुन्दर्यजयदभितःशौर्यवीर्यैरधैर्यं (२)
कामं क्रोधं प्रबलमसुरं दीपशुभं निशुभं ।
दम्भं दम्भोत्थतिशयदृढं तच्च धूम्राक्षमुग्रं
माऽन्तर्हानं स्मरहरभुवो ह्य दधौ ध्येयमूर्त्तिः । २७७ ।

(१) राधावल्लभनिवासिनो भूष्यधिकारिणः श्रीमदक्षहाप्रसाद
सेनस्य मातरस्तद्विषयं गृह्यते ।

(२) द्विभिलाराजस्य श्रीमतो जानकीवल्लभ सेनस्य मातर-
स्तद्विषयं गृह्यते ।

देवी लक्ष्मीः शतदलमुखी भारतेष्वाविरासीत् (१)
 सर्व्वत्रैवाऽपतदतितरां यद्व्यावृष्टिधारा ।
 यस्या भान्ति स्फुटमिव सदा कीर्त्तयो मूर्त्तिमत्यः
 शापेनाऽश्वोनिधिमधिययौ कस्य दुर्व्वाससः सा । २७८ ।

या श्रीः साक्षाद् भुवनविदिता भारतानां रमाऽभूत्
 सर्व्वैर्लोकैः सुतचरणिका या सरस्वत्युदारा ।
 तामात्मीयां कथयितुमहो नाद्य शक्ता भवामः
 सा हन्ताऽस्मान् परिहृतवती भिन्नभावं जगाम । २७९ ।

सौधश्रेष्ठो विलयमगमन्नेकतो भूमिकम्पा-
 दन्यत्राऽप्यर्हति दिशि महामनर्थजस्रं नृलोकान् ।
 पातुं शक्ता न च निजवपुः श्वापदानां मुखेभ्यो
 दुर्भिच्चात्तास्त्वपरदिशि ते शेरतेऽप्यस्थिशेषाः । २८० ।

हन्ताऽन्यस्यां दिशि च सलिलप्लावनात् कोऽपि देशा
 हृत्स्थश्चक्षुःप्रभृतिपशुभिर्मानुषैरालयैश्च ।
 शून्याः शून्या विटपिभिरपि प्राक् च पश्चाच्च जातं
 सर्व्वं स्वामिन् व्यसनमभितस्ते गतेरेवमेव । २८१ ।

(१) भवभूतिरसिंहसुक्तागाद्यानिवासिनो महाराजस्य श्रीमतः
 सूर्यकान्तस्याचार्यस्य मातरस्तस्मिन् गृह्यते ।

नेतव्यं नो किमपि भगवन् मृण्मयं काऽपि काश्या-
स्तत् स्यात् सर्व्वं किल पशुपतेः काशिकास्पर्शनेन ।
वाराणस्यां निजवपुरतः पार्थिवं पातयित्वाऽ-
गच्छः स्वच्छं किमु कमपितं लोकमेकं दुरापं । २८२ ।

आसीत् काशीकनकघटिता-नन्दकान्तार एषा
शान्तिस्तापा-नल-विकलतां विभ्रतां सर्व्वतोऽभूत् ।
अद्यानन्दस्य च न कणिका शान्तिलेशोऽपि नाऽद्य
त्वां नीत्वाऽन्तं ज्वलति सुमहद् घोरमेषा श्मसानं । २८३ ।

प्राक् कालाग्ने स्त्रिभुवनभुवां सङ्घ-संहारिणोऽस्मिन्
विद्युन्माला-जडित-वपुषो धूर्जटेरग्रमूर्त्तेः ।
याताः सर्व्वे विलय-पदवीं शङ्करा-चार्य्यमुखा
धिङ् नो भार्ग्य त्वमपि च तथा गच्छसि ह्य श्मसाने । २८४ ।

कामं वामं युवति-नयन-भ्रूलता-चाप-हस्तं
मत्तं रत्या सुधृत-वपुषं यदभवान् सन्ददाह ।
भद्रं तन्नः कृतमिति कथं ज्ञान-मूर्त्तिं विशुद्धा-
नन्दं दग्धा नयनदहनैः किं कृतं वामदेव । २८५ ।

अस्मान् दातुं किमपि कलये पाण्डु-वंशा-वतंसं
तं सन्नाजं खलु सहगुरुं विष्णुरातं ह्यहर्षीः ।

तादृक् किं नो गुरुमपि हरन् साम्प्रतं तैरुपायै-
राग्नाधीनान् कलि-नरपतेरुग्र-मूर्त्ते ! चकार्थ । २८६ ।

सर्व्या-नन्दो भुवि विजडितो दुःखभारैर्जनाना-
मानन्दः सोऽपि च मलिनतां पङ्क-सङ्गादधाति ।
आसीदेकः क्लिप्त जनिमतां सम्प्रतो यो विशुद्धा-
नन्दः सान्द्रः ससमपङ्क्ततो निष्ठुरेणाऽद्य धात्रा । २८७ ।

दिध्याऽहल्या-प्रतिकृति-युतो ह्यन्न-सत्रस्य तस्याः
प्रासादोऽयं बुध-गुरु-मठं खोरसि आजमानं ।
धत्तेरक्षा-कवचमिव यं रौप्य-पात्रा-वगूढं
हा ! तद्देवा-पङ्क्त-कवचं भाजनं शून्यमद्य । २८८ ।

भो भो काशी-गमन-विधये चेष्टितं दृश्यते वो
नाऽस्यां विश्वेश्वर इह तथा नापि-तज्-ज्ञान-वापी ।
नो जानीमः किमिव दुरितं सर्व्वथाऽनुष्ठितं यत्
सोऽन्तर्बन्धे खलु निजभुवः साऽपि शुष्कत्वमेति । २८९ ।

यस्मादुत्सा-दुपल-घटिताऽपूर्य्यत ज्ञान-वापी
सोऽद्यावद्दः सुदृढदृशदा केनचिन्निष्ठुरेण ।
वाराणस्यां यदि जिगमिषा गच्छत आतरोऽस्यां
तस्यौ प्राग् यत् सुफलममृतं तत् नो लभ्यतेऽद्य । २९० ।

आरांजिषो जवन-वृपतिस्तस्य धर्मालयस्य
 याव्वां ग्रामैर्दृढतरमसुं विश्वनाथं प्रवन्द्य ।
 नत्वावहः स हि पशुपतिर्यस्य देवस्य माया-
 जालैर्वहं नियतमखिलं विश्वमेतद् विधात्रा । २८१ ।

सोऽशक्तोऽभूच्चरिरिव पुनर्विश्वनाथोऽन्यतस्तू-
 झान्तः काला-क्षय-जवनतो भीषणास्त्रीररेषः ।
 कस्याश्चित् किं निभृतमसताऽ ज्ञायमानोगुह्यायां
 गूढाङ्गः सन् निवसति वृणां सन्निधानात् पलाय्य । २८२ ।

जह्वं कश्चिज्जलधिमवनेरन्तरा द्वारकाव-
 त्रिष्कूलश्चाऽमृत-रसमयं दुर्गमं देहवन्निः ।
 नागैर्ब्रह्मां विशद-नगरीं किञ्चनिर्भाय काश्चित्
 तस्यां देवो निवसति गुरुर्भूत-विश्वेश्वरोऽद्य । २८३ ।

इति तर्करत्नोपाधिक श्रीयादवेश्वरशर्मा विरचितमशु-
 विसर्जनं नाम काव्यं समाप्तं ।

ग्रन्थकर्तृव्यंशकीर्तनम् ।



शिशुरसि मन्द-कुमारा ऽमाधा गाङ्गा मा चपल्यसुताम् ।

रङ्गनिवसति शिशुमारो नदितो भीरुर्हरिर्जयति ॥ १ ॥

उद्दिवाय रामकृष्ण चन्द्रोवात्स्नान्ययोदधेरतुल्यः ।

वस्त्राकामितस्यापि वेद्यं विद्योतयन्ति कौस्तुभः ॥ २ ॥

अधिकरण-कौस्तुभो-जति राज्ञोऽकवति किल जैमिनेर्व्यस्य ।

मार्गसुटजस्य तस्य तर्कवताकुलतमन्यस्तम् ॥ ३ ॥

भट्टाचार्य उदीच्यः स्थातिर्यस्य विदिता जगति सक्तवैः ।

निवसतिरिटाकुमारी पामो पामस्य नङ्गसाक्ष ॥ ४ ॥

यो वंशेऽस्मिन् जातो दिङ्मोचर-विनिहित-पद-भूषस्य ।

भीमपामोषस्य मृगपतिसङ्ग्रहस्य कालिदासस्य ॥ ५ ॥

कं सुखमपि किल सखिकं मङ्गला शिर इति निगद्यते कतिभिः ।

तेनैतेषामायः कापो जातस्ततः स भुवि ॥ ६ ॥

तस्य च तनया आशंभलारो मङ्गल्य इव भुवि वेदाः ।

ज्जेडो वट्टेचर इति कथितो रत्नेचरोऽप्यजनि ॥ ७ ॥

यः श्यामकुन्दरोऽभूत् स हतीवो हि ध्रुवनेचरोऽसुखतुः ।

तेभ्यो जातैः पुत्रवै रिटाकुमारी सुशङ्कुषा सासीत् ॥ ८ ॥

याध्यषिता किल कृतिभि स्तैस्तैरीश्वरपदान्मानोक्तैः ।

तैस्तैः शैवैर्लिङ्गैर्भाति हि वाराणसीव शिरम् ॥ ८ ॥

हिमगिरिर्विनिर्गता किल विलसति चलिता च दक्षिण दिशं वा ।

आहत्य यद्दर्शनमपि विद्योत्तरवाहिनी गङ्गा ॥ १० ॥

काशीश्वरी-कर-कमल- सक्ता-चै-कूट-पुटजनपुटा ।

विद्यार्थि-कुलोच्चारित हरहरयन्त्रसुखरा यासीत् ॥ ११ ॥

दिवलकलिङ्गसुखविहग- कुलभङ्गारैर्निशातुमितशेषा ।

मङ्गलनिर्मलजनि वीणावेणुध्वनिभिरिव हि यस्याम् ॥ १२ ॥

कात्तकुलाध्ययन-जनित कलकलशब्दा च याऽभवदवनितः ।

प्रतिदिनमत्र प्रात र्यत्वासन् ज्ञानदानानि ॥ १३ ॥

सुखभासते अ कृतिनो राजारायणपराशरितायां ते ।

रङ्गपुराभिधजनपद-पादो यस्याधिकृत आसीत् ॥ १४ ॥ (१)

(१) “आसीन्नन्दिकुलेन्दुरुज्ज्वलतरोऽम्बरो नृपोजुम्भर-

स्तत्त्वोर्ध्वमुखद्वयस्य सुतनुः पुत्रो वभौ बुद्धिमान् ।

विख्यातोऽत्र हरप्रसाद इति यो गङ्गाप्रसादस्त-

यगङ्गांशुप्रतिभो वभूव तनुजस्यङ्गीप्रसादस्ततः ॥

यस्यङ्गीचरण्याभिधः स तु सुतस्तस्यैव तस्यात्मज-

स्यङ्गीदास इति प्रयां दधदतो जातो रभावल्लभः ।

तत्पुत्रस्य नरेश्वरस्य च रमानाथस्य भूतः सुतः

‘श्रीकृष्णः खलु तस्य नन्दनवरो नन्दी जगज्जीवनः ॥

अम्बु-तिलकनूपते र्यस्य प्राभूत् फतेपुरं विषयः ।
 जुम्भरनन्दप्रत्ययजः सामन्तो यो हि जवन सम्बाजः ॥ १५ ॥
 रुद्रेन्द्ररस्य तनयो जीवेश्वर नामधेय इह ज्ञातः ।
 तस्य सुतौ कतिनौ हा वमरेन्द्ररकजगदीश्वरौ सुकवी ॥ १६ ॥
 अमरेन्द्ररस्य तनयः स च क्षितीश्वर इति कथितः प्रथमः ।
 पूर्णेश्वरो द्वितीयो यस्य च तनुजास्तयो जाताः ॥ १७ ॥
 प्रथमो लक्ष्मीश्वरकः कृपेश्वरोऽस्य द्वितीय इह सुमतिः ।
 लेखे गीते चित्रे कुम्भलो वाणीश्वरोऽप्यन्यः ॥ १८ ॥
 तनुजाः क्षितीश्वरस्य पञ्चसुरा इव शरास्य पञ्चैव ।
 आद्योभूहर्गेश्वरो गौरीश्वर इति निगदितनामाऽपि ॥ १९ ॥
 कृपेश्वर इति कथित स्तारिण्यादीश्वरोऽपि गदितोऽन्यः ।
 ते चत्वारो धरणी सन्ति न'नाकन्तु गतवन्तः ॥ २० ॥
 श्रीश्वरनामा सुमनाः सर्वकनिष्ठो मङ्गाकविर्भाति ।
 विद्यालङ्कार-पदभाग् विद्योतत इह हि काकिनायां यः ॥ २१ ॥

तस्मादाविरभूद्भूतवपुषा हाचिण्यजेनेव यः
 प्रायो यस्य करार्क्षितार्पणजलैर्दीर्घाधिकारावनिः ।
 बेनात्प्र प्रतिपादिता न वक्षुषा यस्मैऽय्यो न द्विजो
 राजाराय इति क्षितौ नरपतिः स्थातः स्तुतो राजभिः ॥
 इत्यम्बुतुल्यार्थः ।

कतयो वङ्गो यस्य कसतः कालस्य काञ्चिदावस्य ।

विक्रमभारतमाद्य माद्यायतकञ्च साम्प्रतिकञ्च । २१ ।

कौमारं काव्यं किल चम्पूचम्पकविरचितमाखेव ।

अपि विजयिष्यद्वाहं हेमोद्वाहादिकानि भुवि । २२ ।

पुंस्त्रोक्तिलस्य कविता भक्तृतिमाकर्ण्य यस्य कवयोऽस्य ।

मूला जाता हि पिताः सन्नीः स श्रीचरो जयति । २३ ।

यस्य च वृद्धवासीना श्यामा नित्यं मनोरमा भाति ।

गणपतिकुमारसदृशौ कुमारौ च सुकुमारवपुषौ द्वौ । २४ ।

आद्यो गोपालेश्वरः स कोकिलेश्वर इति गदितोऽप्यपरः ।

लेभे ह्युपाधिमेमे काव्योपाधिकपरीक्षितोऽल्पवयाः । २५ ।

गोपालेश्वरकविता श्रुतिमुखजमिकेन्दुखण्डकणिकेव ।

कोकिलकविता धत्ते भारविकषितार्चगौरवं शङ्के । २६ ।

ब्रह्मेश्वर इति कथितः कोकिलतनुजस्यकास्ति सुकुलस्रङ्गः ।

ब्रह्म ब्रह्म सुषोषै रागीर्भिर्दीर्घजीवी सन् । २७ ।

जातो द्वितीयपुत्रो चानेश्वर इति पितामहाख्यातः ।

भूयात् सोऽपि स्निग्धो दोषांशुष्कसिरं विद्वान् । २८ ।

जगदीश्वरबुधस्रलु गान्धा चण्डेश्वरः स चण्डांशुः ।

तस्य च हस्तकपुत्रो वाणीश्वर इति कविर्दत्तः । २९ ।

मूर्त्तं साक्षाद् गिरिष ह्यपास्य यं जाह्नवीवधृतदेहा ।

उद्धरति स च योऽस्मां स्मारकमग्नं दिग्गन्धोत्ते । ३० ।

अथ तारकेश्वर इति कथितो यो ज्ञानकोश्वरोऽप्यपरः ।

नक्षत्रौ तु विभातो द्वौ सुर-इत्यत्र सुतावन्थौ । ३२ ।

श्रीभारतीश्वर इति नामा कामेश्वर इति कथितोऽन्यः ।

दीर्घांशुष्को भवता भवता इत्यत्र द्विगौकसामवन्थौ । ३३ ।

शुक्लेश्वरस्य तनुजः ख्यातो हेमेश्वरो युवः क्षतिर्ना ।

रङ्गपुरेषु च यस्याऽद्यापि प्रचलति मृतं स्मृतिषु । ३४ ।

विससर्ज चरणकुठितां प्रतिपक्षामपि च काकिना-पतिना ।

शास्त्रप्रसूकृतं त्रिव्यमितिसत्त्वा महाभक्तिम् । ३५ ।

तस्य सुतास्त्रय आसन् प्रथमो लोकोश्वर इति भुवि विदितः ।

अनुजो नरेश्वर इति ख्यातो गङ्गेश्वरस्तृतीयोऽपि । ३६ ।

तनयः सुरेश्वर इति जनितो लोकोश्वरेण नवनीतः ।

गङ्गेश्वरस्य तनुजा मनुजेषु विदिततया ह्यासन् । ३७ ।

प्रथमो रमेश्वरोऽभूत् सुभूतिकमलेश्वरोऽपि तनुजोऽस्य ।

परमेश्वरश्च कनक श्वर इव शिवनयनदङ्कनपरिभक्तः । ३८ ।

प्रथमो यशेश्वर इति-नामा योगीश्वरश्च तनयौ द्वौ ।

तस्य रमेश्वर-विदुषो विद्यत इह न तु तयोरेकः । ३९ ।

कमलेश्वरस्य तनय आद्यास्तु शिवेश्वरो न भुवि बाहः ।

वैकुण्ठेश्वर इति किञ्च विससति विदितो द्विजाशीर्भिः । ४० ।

तस्य च ऋदुलो बाहो गोलोकोश्वर इति कथित सातुजः ।

ब्रह्माशीर्भिक्षितरां दीर्घांशुष्कः सदा च भुवि भूवात् । ४१ ।

स श्यामस्तुन्दरतनयः प्राणेश्वर इति भुवि गदितोऽभूत् नः ।

रक्षाकरस्तनुजतु स्तस्य च तस्यापि भुवि बह्वयः । ४२ ।

यो रामकान्त इति भुवि विदितः कतिभिः शिरोमनीभूतः ।

नैयायिकशुम्भितपद्मो ज्येष्ठः श्रेष्ठः स खलु विदुषां । ४३ ।

रासेश्वर इति नामा तस्य क्षुतोऽभूदधनेश्वरकवेर्यः ।

अन्नेवासी ह्ययसा खधुरपि गुरुरेव निजकुङ्गमा । ४४ ।

रेश्वरकान्तोऽप्यपरो बभूव कतिरागुबोध इति यस्य ।

यस्य च निषोद्य कवितां मधुरां मदिरां जगन्मुह्यति । ४५ ।

अपरस्तु गौरकान्तः पुरुषवरश्चन्द्रकान्तनामाश्रयः ।

अपि सूर्यकान्तसंज्ञो धाराविश्रान्तिरिह हन्त । ४६ ।

जेनोयादेर्धृत्तिं विरचितपूर्वां विदितगुणा पूर्वाः ।

राजादेरपि दत्ति रजनि स रत्नेश्वरो रसवित् । ४७ ।

रत्नेश्वरस्य तनया चत्वारो जलधय इव भान्ति स्म ।

प्रथमस्तुतः काशीश्वरः शिवेश्वर इति द्वितीयपुत्रोऽभूत् ॥ ४८ ॥

कण्ठेश्वरस्तृतीयः सूर्येश्वर इति चतुर्थस्तुत एषाम् ।

काशीश्वरतनवोऽभू दिन्देश्वरनाम यस्य बुध विदितम् ॥ ४९ ॥

यस्यै शास्त्राब्धयो निर्यवत्तनवहं किमुपजन्तुः ।

तनवो धनेश्वरोऽस्य महामतिः यत्किंवाद् कतिरस्य ॥ ५० ॥

यस्यऽप्येऽपि च वदसि विशिष्टिमे प्रतिभवा विश्वम् ।

दैवतलैरिव विद्वा नभ्यापिपदपठितमपि शास्त्रं नः ॥ ५१ ॥

अन्यो जनेश्वरीऽस्य इत्थौ हाराधनोऽपि नीतोऽभूत् ।

जगतीं परिहृतवन्तो गतवन्त स्ते त्वयो नाकम् ॥ ५२ ॥

निर्गत्य क्षुद्रगिरितो जनयामासुर्जलधिभिर्हृदि नद्यः ।

इन्द्रेणरतो दुहितरौ जनयामासतु रिभावध्वी ॥ ५३ ॥

एको रामानन्दो नाम्ना खलु रुद्रमङ्गल इति परः ।

कल्याणी प्रथमस्य मानिन्द्यपरस्य माताभूत् ॥ ५४ ॥

कान्तवपुर्हरकान्त इन्द्रेणर-कति-सुतः कनिष्ठोऽभूत् ।

श्रीरामध्वयो येन यशसा रचिता महान्तोऽल ॥ ५५ ॥

हरिरिव यः पुनरेष श्रीरामध्वु निजजनैरिवाञ्जलः ।

लक्ष्मीवाणीपाणि सेवित इव किञ्च सुनिद्राति ॥ ५६ ॥

सोमासुन्दर्यभितो रमेव रत्नाकराद्गुरोर्यक्षात् ।

उत्थायाप तमिन्द्रनारायणमिह पतिं विष्णुम् ॥ ५७ ॥

तत्तनयो राजेन्द्र नारायणविविधभेन्दुर्दिव्याय ।

पूर्वविद्यदपहाय पश्चिममधुनोऽप्यलङ्करोति च यः ॥ ५८ ॥

आद्यो हरकान्त-सुतो दुर्गाकान्तः सुषाररासीद् यः ।

कालीकान्तोऽप्यपरोऽप्यलक्ष्यनामा तृतीयोऽभूत् ॥ ५९ ॥

यः खलु वयसिष्ठ बालो बुद्धौ बद्धो बुवाकतावासीत् ।

इत्तकपुत्रचतुरो मधुरवपुर्माधवेश्वरकः ॥ ६० ॥

हरकान्तस्य सुतानां सोऽपि च नो माधवेश्वरः स्मृतः ।

तस्य च इतिमपुत्रो विलसति रजनीश्वरो धरणी ॥ ६१ ॥

धरणीश्वर इति तनयः सख्यः च तदणीश्वरो द्वितीयोऽस्ति ।
अन्योऽप्यस्ति च तदुजः सो वर्जनां शिवाशीर्भिः ॥ ६२ ॥

जननीधरणाब्जयुग-दासस्यासीत् शिवेश्वरस्य सुतः ।
विश्वेश्वर इति नामा गमधामा योऽप्यलोकजतिः ॥ ६३ ॥

तस्य च तनया आसन् गौरीनाथस्तु मध्यमस्तेषां ।
यस्य सुतो भवनाथो राधानाथस्य सखीयः ॥ ६४ ॥

अपि चद्रनाथ इति सुतः आगमवागीशकस्य तस्य भुवि ।
तेषु श्वेठः श्वेठः जतिहरिनाथो मङ्गाकविर्भुवने ॥ ६५ ॥

रसनारङ्गभुवि कवे मृत्युदवाणीपदबुगमञ्जीरात् ।
शिक्षितमिव मञ्जुकवितां निपीय यस्य च जगन्मुह्यति ॥ ६६ ॥

प्रतिपदममृतं यस्यो द्विरिति च मधुरा चिराय कवितास्य ।
हित्वा मधु यां पीत्वा पूर्वं सुसुन्दर्यहीपतयः ॥ ६७ ॥

पुत्रगुणोत्कर्षैर्वै- हृष्टोऽस्योच्चाटनं पिता विदधे ।
जगति जनश्रुतिरेषा विषयसुत्यादयामास ॥ ६८ ॥

अथ जम्बूनाथ इति सुतः तस्यत्वेनो बभूव सद्यमनाः ।
सर्व्युतमङ्गलाख्या धन्या कन्यास्य भाति चिरम् ॥ ६९ ॥

सर्व्यकनिजो निष्ठः कालीनाथो हचिरवपुर्मन्त्रु ।
वीक्ष्य सुसक्तमञ्जुमासी कृष्णीवप्योर्महान् कलङ्कः ॥ ७० ॥

स सुमधुराकतिरनघः सुमधुरकविताविरचयिता च बभौ ।
कविकाशिदासवरचचि-पदवीं हा आतरो ह तौ जातौ ॥ ७१ ॥

कण्ठेश्वरस्य विद्या-सकरोद्वाटितहृदयकपाटस्य ।
 बुधरामशङ्कर इति कचित्सन्तनयः सुजात एकोऽस्य ॥ ७२ ॥
 यः शिशुपावधस्य टोकानेकां प्रणीय खलु विनयी ।
 विष्णापयति च विन्धं प्रतिमल्लं मल्लिनाथमपि ॥ ७३ ॥
 अजनि भवानीशङ्करो ज्येष्ठः स्रुतुस्ततोऽसुजातस्य ।
 कविकेशवेश्वरोऽभूत्-तनयस्तस्य च महेश्वरोऽप्यजनि ॥ ७४ ॥
 वोद्यालियाश्रुतिवसति योऽयं दारैरुदारचरितोऽस्मात् ।
 आदिपुरुषस्य वसतौ स्रुततो लसति च चिरं चारु ॥ ७५ ॥
 तनयः सूरेश्वर इति शैलेश्वरको द्वितीय इह चान्ये ।
 योगेश्वर इति कतिनो यतीश्वरसुतसहितासुलेश्वरकः ॥ ७६ ॥
 वादे नियुक्तपञ्चा-स्यस्य च तस्य करुणार्द्रहृदयस्य ।
 राघो विद्याचमस्याऽ-ज्योदाननियतरतस्यास्य ॥ ७७ ॥
 ते ते तनयाश्चनियतं स्त्रैः स्त्रैर्दयितैश्च दुहितरोऽपि च ताः ।
 गुरुसुरविप्रायीभिर्दीर्घायुष्का लसन्तु शिवैः ॥ ७८ ॥
 सर्वेश्वरतनयाः षट् पद्मलक्षपद्मस्य गणा इव ज्येष्ठाः ।
 वागीश्वरनन्देश्वर गोविन्देश्वरसुनामानः ॥ ७९ ॥
 काञ्चीश्वर इति भूत्या ख्यातोऽजनि खलु पतिम्रताजानिः ।
 सर्वकानिष्ठो गङ्गा-नारायण इति सुविदितोऽभूत् ॥ ८० ॥
 काञ्चीश्वरादनुजहृ ईरिनारायण इति विदितो विदुषां ।
 ज्योतिषि यस्य पद्मो विद्यसति रचितः पुरः कतिनां ॥ ८१ ॥ •

मृतजलधिः खलु यस्य श्रीकाशंनरपद्मिभसलिलसरसी ।

कविता सुसुम्न वदनं यस्य शिवान्धा सहैव चिरम् ॥ ८२ ॥

यस्य सदृशरपङ्क्ति रद्यापि ज्वलति तारकशेखी ।

रसनालघुता यस्य प्राभूदृशरविजोहत्वम् ॥ ८३ ॥

य य च भगिनी तनयः स रुद्रकान्तो जपगणद्वितोऽभूत् ।

विदुषां विदूषकानां शक्तिः कुण्ठाविधाविनी यस्य ॥ ८४ ॥

अहमहमिकया सर्वे कवितां कृतितां प्रदृश्य तेऽपि च ते ।

विदित महिमान आस ह्यात्मानमिव च निर्दयन्तोऽस्मिन् ॥ ८५ ॥

हरिनारायणतनया जयनारायण उमेश्वरो जातः ।

आनन्देश्वर इव पुन- रानन्देश्वर इह तृतीयः ॥ ८६ ॥

आसीत् सुन्दरमूर्तिर्नारायण इव सुतप्रहेमवपुः ।

यः खलु परोपलतये प्राणान् विजिह्वाद्युरप्यासीत् ॥ ८७ ॥

या योगिनीव भगिनी भगणनिषेवितभुवीशितः काश्याम् ।

यस्य च चन्द्रमणिः सा हरविपुलोकन विगलितेष ॥ ८८ ॥

यद्वनिता चित्तमणि र्छिनीतचरिता पतिव्रतानां वा ।

अपि निजसुतपरसुतयोः सममतिरासीत् कलावपि वा ॥ ८९ ॥

गर्भभराजसद्विता भविदितविपदौ शिन्नु सुतो हा हौ ।

अत्यवयस्को जरतीं जननीं रक्षितां सहायेन ॥ ९० ॥

अहह विहाय मरुभुवि दधिवाहनसविधपूतधुवि शबितः ।

समृद्धीतयुद्धचरणगिरा मूले मालूरसाकस्य ॥ ९१ ॥

वपु रविदितदिशि कुलचिह्नं ययौ जगतः ।
 तनयोऽस्य च माघवेश्वरोऽप्यासीत् ॥ ६२ ॥
 तनया गिरीशचन्द्रकपरिग्रहो येषम् ।
 श्रीमान् सतीशचन्द्रः सुखच्छर्मातः ॥ ६३ ॥
 विनयी दुहिता इव तेन हेमचन्द्रेण ।
 दीर्घा दीर्घासा तो ह्यो दीर्घायुषा लसताम् ॥ ६४ ॥
 विश्वविभक्तकविताना मासामेष स च यादवेश्वरकः ।
 च तनयाः समवे- श्वरोऽपि च युद्धं श्रुतौ यस्य ॥ ६५ ॥
 शम्भुराचमस्य युद्धं ईरगो विन्दो बुधेन्दुश्चतुर्थीः ।
 मासामेष युद्धः श्रीश्वर एव हि सुकविरेकः ॥ ६६ ॥
 मया युद्धं मास- चन्द्रो न्याये गिरीमणिः कतिना ।
 स पिङ्गवाक्योऽभू इत्यन-विषयकयुद्धस्य ॥ ६७ ॥
 जगति जगिहेतु मास मासीन्मातापितामही किल यं ।
 रत्न-मन्त्र-विद्यादौ पुण्ये धर्मजननी पश्चात् ॥ ६८ ॥
 जगदी गिरिजामूर्तिर्या गौराङ्गी प्रसन्नमख्यनवा ।
 मासमासि जगद्-रूपा नारायणस्य बभूव ॥ ६९ ॥
 मासमासि मयुपत्य- धिष्ठित-वसतिर्नगेन्द्रवरकन्या ।
 मासमासि निवहन्तु मविचिन्त्य महाजता भाति ॥ ७० ॥
 मासमासि रत्नं स पाणिसरसिजं प्रसन्नमपि यस्याः ।
 मासमासि नखिनं प्रसन्नमिति या प्रसन्नमयी ॥ ७१ ॥

कननीयता वपुषि किञ्च यस्याः कननीयता जन
 रूपयुग्ममदिरिव वा जाता विजयते अग्रति ।
 यस्याचरणौ चारुं चिरमनुचितं च विभिर्भिर्नि
 पक्षे वकुलपरिमलं शिरीषमृदुतामहाच्छदे ॥ १ ॥
 यस्या वामे चरणे तर्ज्ज्यङ्गुष्ठयोरुपर्यन्तः ।
 रक्तस्तिलोऽस्ति भक्तैरर्पितकाञ्चोरविन्दुरिव ॥ २ ॥
 विकशितसरसिजनयना वनिता जगदीश्वरी च
 यस्या ज्वलता महसा जङ्घितो वनितः पतिर्नित
 कैलासेन्यस्तुला मङ्गला यस्य च स जण्यचन्द्रो
 तस्य च येयं कन्या घन्या मान्या रूपस्त्रीणाम् ॥
 मातामहोऽस्य यस्य मोहोत्तीर्णो महामहामह
 जण्यप्रियापतिरभूद्राधानाथोऽद्विरिव हतिनाम्
 भ्रातृसुतः सन्तु यस्य व्रजनाथोऽप्यपर इव सुवि
 पुत्रोऽस्य जण्यनाथः शिरोमन्निस्तस्य विद्यावा
 त्रीयाद्वेनरसुतो वृन्दावनचन्द्र नामधेवोऽसौ
 अपि कालिदास वीरे- श्वरव्रजेनर गिरापि क
 दधिवामनदबवासौ पुरस्तरविप्राधिपां कुलैर्नि
 स्स्विरमतिरगाधविद्यो दोषांशुष्को विनीतोऽस्य
 मङ्गानामिह मङ्गां मङ्गां वेदां निगदितपूर्वाणि
 नामानि पितामङ्गा तेषां तानि तु विविचिता

सम्पूर्णमिदं वंशवृत्तम् ।





